পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বাজেট বিবৃতি

শ্রীমতী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য

রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)
অর্থ দপ্তর

২০২৩–২০২৪

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

স্যার,

আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই মহতী সদনে ২০২৩-২৪ বর্ষের বার্ষিক বাজেট পেশ করছি।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর দূরদর্শী নেতৃত্বদানের মাধ্যমে আমাদের সরকার ধারাবাহিকভাবে মানুষের জন্য অনুভূতিশীল, দায়িত্বপূর্ণ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছি তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক প্রশাসনিক কর্মসূচির মাধ্যমে যা বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ৫টি পর্যায়ে 'দুয়ারে সরকার'-এর ৩.৭১ লক্ষ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ৯.০৬ কোটি মানুষ এই শিবিরগুলিতে অংশগ্রহণ করে উপকৃত হয়েছেন। এই প্রকল্পের সাফল্যের জন্য আমরা মাননীয়া রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে 'প্ল্যাটিনাম অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কার অর্জন করেছি।

বিগত ২ বছর কোভিড-১৯ অতিমারি এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও আমরা উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছি। যেখানে ২০২২-২৩-এর প্রথম অর্ধে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি ৬.৯৫ শতাংশ (1st AE) হবে বলে আশা করা হচ্ছে, সেখানে ওই একই সময়ে সেই মাত্রাকে অতিক্রম করে বাংলায় আর্থিক বৃদ্ধি ৮.৪১ শতাংশ হবে বলে আমরা আশা করছি।

যেখানে সারা ভারতে Index of Industrial Production (Manufacturing) বৃদ্ধি ২০২২-২৩ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সময়কালে ৫ শতাংশ, সেখানে ওই একই সময়ে বাংলার বৃদ্ধি ৭.৮ শতাংশ। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শিতায় উন্নয়নের সর্বস্তরে বিশেষ করে সামাজিক পরিষেবার ক্ষেত্রে,পরিকাঠামো গঠনে,

কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সময়োচিত বলিষ্ঠ প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে ব্যয়বৃদ্ধি করার ফলে এবং একইসঙ্গে চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের হাতে ডিজিটাল মাধ্যমে অর্থের জোগানের ব্যবস্থা করায় এই ধারাবাহিক ইতিবাচক বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমাদের রাজ্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির (SHG) ঋণের ক্ষেত্রে, MSME সেক্টরে, দক্ষতা উন্নয়নে, গ্রামীণ সড়ক নির্মাণে, গ্রামীণ আবাস নির্মাণে, সংখ্যালঘু বৃত্তি, ই-গভর্নেন্স প্রভৃতি ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অক্ষুণ্ণ রেখেছে। যেখানে আমাদের রাজ্য এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে আশাবাদী, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের অদূরদর্শিতা এবং ভ্রান্ত নীতির জন্য আমাদের দেশ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি এবং ডিজেল, পেট্রোল, কেরোসিন, খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির জন্য দেশের মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল আর্থিক নীতি, নোটবন্দি এবং অপ্রস্তুত অবস্থায় GST চালুর ফলে শুধুমাত্র সাধারণ মানুষ কষ্ট পাচ্ছেন তাই নয়, দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতেও আঘাত এসেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমাদের প্রশাসন এখন তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক কারিগরিতে পরিচালিত হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিপুণতা ছাড়াও আমরা রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়েও বিভিন্ন সুদৃঢ় প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করেছি।

বিগত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব আদায়ে ধারাবাহিক বৃদ্ধি হয়েছে। এই মহতী সভা অবগত আছেন যে আমাদের রাজস্ব মূলত GST, বিক্রয় কর, স্ট্যাম্প ডিউটি, আবগারি, ভূমি রাজস্ব ও পরিবহণ থেকে আসে।

GST-র রিটার্ন ১০০ ভাগ জমা করা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজ্য বিশেষ নীতি গ্রহণ করার ফলে এই আর্থিক বছরে রিটার্ন জমা ৭০ থেকে ৯৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যেটি জাতীয় গড়ের থেকে অনেকটাই বেশি। ডাটা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত আধুনিক

প্রযুক্তি ব্যবস্থা চালু করায় রাজস্ব ফাঁকির জায়গাগুলি বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। এই কর্মসূচি নেওয়ার ফলে আমাদের রাজ্যে GST রাজস্বের বৃদ্ধি গত আর্থিক বছরে ২৩ শতাংশ হয়েছে, এই বছর ২০২৩-এর জানুয়ারি মাস পর্যন্ত GST-র ক্রমবর্ধমান (Cumulative) বৃদ্ধির হার ২৪.৪৬ শতাংশে পৌঁছেছে— যা সর্বভারতীয় গড়ের চাইতে অনেকটাই বেশি।

মাননীয় সদস্যগণ, গত বছরে বাজেট বিবৃতিতে আমি এই মহান সদনে GST ক্ষতিপূরণের সময়সীমা ২০২২-এর জুন মাসের পর আরও ৩ থেকে ৫ বছর বাড়াতে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু সেই অনুরোধ কেন্দ্রের কর্ণগোচর হয়নি।

মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা জানেন যে কোভিড অতিমারির প্রভাবে জমি বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্র বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে আমরা স্ট্যাম্প ডিউটির ক্ষেত্রে ২ শতাংশ এবং সার্কেল রেট ১০ শতাংশ কমিয়েছি। তার ফলে ২০২১ সালের জুলাই থেকে ২০২২-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৪,৪৪,০৭০ জন ছোটো ফ্ল্যাট মালিক তাদের ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন করেছেন, যা এক সর্বভারতীয় রেকর্ড। একইসঙ্গে এই খাতে সরকারের আয়ও আশানুরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রাজ্যের রিয়েল এস্টেট ও আবাসন শিল্পে জোয়ার এসেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সর্বদাই সাধারণ মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যত্নশীল। আমাদের সরকারের সব স্কিম এবং প্রকল্পগুলি সর্বদাই যুবশ্রেণী, মহিলা ও শিশু এবং তৃণমূলস্তরের দরিদ্র মানুষজনের উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পিত হয়।

আমাদের উদ্ভাবনী জনকল্যাণমূলক প্রকল্প যেমন— লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী,সবুজ সাথী, শিক্ষাশ্রী, সবুজশ্রী, ঐক্যশ্রী, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রভৃতি স্কিমগুলি জাতীয় স্তরে ও বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির অনগ্রসর (OBC) ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি তুলে দিয়েছে। আমাদের সরকার এই সব ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা করে অনগ্রসর (OBC) ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'মেধাশ্রী' নামে

ছাত্রবৃত্তির ঘোষণা করেছে, যেখানে প্রতিটি (OBC) ছাত্রছাত্রী বছরে ৮০০ টাকা করে বৃত্তি পাবে।

২০১০-১১ অর্থবর্ষ থেকেই নারীদের আর্থিক ক্ষমতায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেখানে ২০১০-১১ বর্ষে ঋণসংযুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ৯৩,৪২৫টি, সেখানে এখনও পর্যন্ত ঋণসংযুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ৬.৭৭ লক্ষ। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণ সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য ভারতে ১ নম্বর। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ২০১১-১২ সালে ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছিল ৫৫৩ কোটি টাকা, এই অর্থবর্ষে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে ১৩,৬৬০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ঋণ হিসাবে দেওয়া টাকার পরিমাণ ২৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এক রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমাদের রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বৃদ্ধি হয়েছে এবং সেইসঙ্গে ফার্মিং ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নয়ন দেখা গেছে যা সারা দেশের মধ্যে নজিরবিহীন। ২০২২-২৩ বর্ষে মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়েছে, যার ফলে অতিরিক্ত ৩৩,৯০৪ একর জমিকে সেচসেবিত করা সম্ভব হয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, কৃষকবন্ধু (নতুন) এবং কৃষকবন্ধু (মৃত্যুজনিত সাহায্য)-র মতো সামাজিক সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও অন্যান্য কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সময়মতো সহায়তা দানের জন্য 'বাংলা শস্য বিমা' চালু করা হয়েছে, যার ফলে কৃষিজ উৎপাদনে জোয়ার এসেছে।

আমাদের রাজ্য ধান, পাট ও মেস্তা উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের মধ্যে প্রথম, আলু উৎপাদনে আমরা ভারতের মধ্যে দ্বিতীয়। বিগত পাঁচ বছরে ভুট্টা চাষের জমি ২.৪৫ লক্ষ হেক্টর থেকে বেড়ে ৩.৬৪ লক্ষ হেক্টরে পৌঁছেছে; অনুরূপভাবে ডালের চাষযোগ্য জমি ৪.৪৩ লক্ষ হেক্টর থেকে বেড়ে ৪.৮১ লক্ষ হেক্টর হয়েছে এবং তৈলবীজ উৎপাদনের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৯.২৬ লক্ষ হেক্টর থেকে বেড়ে ৯.৫৩ লক্ষ হেক্টর হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্যজীবী, কারিগর ও তাঁতশিল্পীদের আর্থিক সহায়তার জন্য মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড, আর্টিসান ক্রেডিট কার্ড ও উইভার ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে এবং কাজ চলছে। খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের প্রতিশ্রুতি মতো আমরা প্রায় ৯ কোটি মানুষকে **খাদ্যসাথী** হিসাবে নথিভুক্ত করেছি। ২০,৪০০ টি ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে আমরা **'দুয়ারে রেশন'** প্রকল্পে মানুষের ঘরে ঘরে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমাদের বিভিন্ন জনদরদী দৃষ্টান্তের সঙ্গে তুলনা করে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ২০২৩-২৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটকে দরিদ্র বিরোধী বাজেট হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

যদিও ভারতের জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন, তথাপি কেন্দ্রীয় সরকার কৃষিক্ষেত্রসহ সমস্ত ক্ষেত্রেই বাজেট বরাদ্দ নির্মমভাবে কাঁটছাঁট করেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী কিষান, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিচাই যোজনা, বাজারমূল্যের ক্ষেত্রে সহায়তা, জাতীয় গ্রামীণ উন্নয়ন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই বাজেটে কাঁটছাঁট করেছে।

MGNREGA-র অধীনে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট বরাদ্দ হ্রাস করাটা ন্যক্কারজনক। পূর্বের ৮৯,৪০০ কোটি টাকার জায়গায় বরাদ্দ কমিয়ে করা হয়েছে ৬০,০০০ কোটি টাকা। এই স্কিমে ৯ কোটি সক্রিয় কর্মী রয়েছেন, যাদের অনলাইন উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে নেটওয়ার্ক সংযোগ নিরবচ্ছিন্ন না থাকার ফলে এই কর্মীদের অযথা হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবাংলার MGNREGA স্কিমের বরাদ্দ লজ্জাজনকভাবে কমিয়ে দিয়েছে, যা গরীব মানুষের জীবিকা নির্বাহের পরিপন্থী। আপনারা জেনে হতাশ হবেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৩-২৪ সালের বাজেটে মিড-ডে-মিল-এর বরাদ্দও কমিয়ে দিয়েছে। অতিমারি সমস্যা সত্ত্বেও স্কুল পড়ুয়াদের সংখ্যা ২০১৮ সালে ৬৫.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২২-এ ৭২.৯ শতাংশ হয়েছে। এই নিষ্ঠুর বরাদ্দ ছাঁটাই-এর ফলে স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়বে এবং তারা অপুষ্টির শিকার

হবে। ২০২৩-২৪ বর্ষের GDP-র শতাংশের হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বরাদ্দ কমেছে। GDP-র শতাংশের হিসাবে শিক্ষাক্ষেত্রেও বরাদ্দ বাড়েনি। আপনারা জানেন যে এবারের কেন্দ্রের বাজেটে দেশের ভয়ঙ্কর বেকারত্বের কথা এবং মূল্যবৃদ্ধির কথা একবারও উচ্চারিত হয়নি, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে ভীষণই পীড়াদায়ক।

এখন আপনারা বুঝতে পারছেন কেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ২০২৩-২৪-এর কেন্দ্রীয় বাজেটকে দরিদ্র বিরোধী আখ্যা দিয়েছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

এখন আমি আমাদের সরকার রাজ্যে উৎপাদনভিত্তিক শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করার যা যা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই প্রসঙ্গে আমি MSME-র ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে ক্ষেত্র সবচেয়ে বেশি শ্রমভিত্তিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে, আমাদের রাজ্য সেই বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে তা জানাচ্ছি।

আমরা ৯০ লক্ষ MSME ইউনিটকে গড়ে তুলতে সহায়তা করেছি, যা এক্ষেত্রে একটি রেকর্ড স্বরূপ। আমি এই মহতী সদনে আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, উক্ত ৯০ লক্ষ MSME ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। একইসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে MSME ক্ষেত্রে ২০১০-১১ অর্থবর্ষে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ছিল ৭,২৩৬ কোটি টাকা, যা ২০২১-২২ অর্থবর্ষে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১.০২ লক্ষ কোটি টাকা, অর্থাৎ এক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ১৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে MSME-র ক্ষেত্রে নতুন ঋণের পরিমাণ ১.১৫ লক্ষ কোটিতে পৌঁছেছে।

আমি পশ্চিমবঙ্গের ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাবস সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যা এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। শুধুমাত্র বানতলা লেদার হাবেই বর্তমানে ৩ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। আগামী ২ বছরে এক্ষেত্রে আরও ২.৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান হবে। এখানে বিশ্বের সবচাইতে বেশি শিল্পে ব্যবহৃত দস্তানা তৈরি হয় এবং বিশ্বে জনপ্রিয় রপ্তানিযোগ্য চামড়া নির্মিত বস্তুও তৈরি হয়। এই ক্ষেত্রটিকে সম্পূর্ণভাবে পরিবেশ সহায়ক করে গড়ে তুলতে

আমাদের সরকার এই হাবে ৮টি Common Effluent Treatment Plants (CETP) তৈরি করেছে। বিশ্বের কোনো একটি হাবে এত সংখ্যক CETP হয়তো আর নেই।

আসন্ন West Bengal Logistic Policy 2023 রাজ্যের Logistic ক্ষেত্রকে সংহত করে বিশ্বের বণ্টন ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের কৌশলগত অবস্থান নিশ্চিত করবে এবং আমাদের রাজ্যকে জাতীয় Logistic Hub-এ রূপান্তরিত করবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের ৮টি রাজ্য ও পার্শ্ববর্তী নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ এবং অন্যান্য ASEAN গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে আমাদের রাজ্যের অনন্য ভৌগোলিক অবস্থানের ফলে আমরা বিশাল Logistic Hub স্থাপনের আদর্শ স্থান হিসাবে পরিগণিত হবে।

হলদিয়া—ডানকুনি, ডানকুনি—রঘুনাথপুর এবং ডানকুনি—কল্যাণী এই তিনটি প্রধান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও ইকোনোমিক করিডোরের প্রস্তুতির ফলে পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল, Logistic Park, উপনগরীসহ অন্যান্য শহরতলীর যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। বলাবাহুল্য, এই শিল্প ও আর্থিক করিডোর সম্পূর্ণ রূপায়িত হলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো রূপায়ণে বিপুল জোয়ার আসবে এবং সেই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

রাজ্যের দেওচা-পাচামি কয়লা ব্লকের খনি রূপায়ণ সংক্রান্ত কাজ সন্তোষজনকভাবে এগোচ্ছে। পরীক্ষামূলক খননকার্য সন্তোষজনকভাবে শেষ হওয়ার পর খুব শীঘ্রই এখান থেকে বাণিজ্যিকভাবে কয়লা উত্তোলন শুরু হয়ে যাবে। এই কাজে মোট ৩৫,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ও এক লক্ষেরও অধিক যুবক-যুবতীর চাকরি সুনিশ্চিত হবে।

রঘুনাথপুরের জঙ্গল সুন্দরী শিল্পনগরী কর্মপ্রকল্পে ২,৫০০ একর জমিতে ৭২,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং দেড় লক্ষ লোকের চাকরিও সুনিশ্চিত হবে। পরিবেশ বান্ধব ও পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের উৎসাহ দানের উদ্দেশে সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটর (CGD) প্রকল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই প্রকল্পে গৃহস্থালী, শিল্পক্ষেত্র ও বাণিজ্যক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধব ও দূষণমুক্ত জ্বালানি সরবরাহের

প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। এই প্রকল্প রূপায়ণে ১৬,২৭১ কোটি টাকার বিনিয়োগ ও বিপুল কর্মসংস্থান এই রাজ্যে তৈরি হবে।

মাননীয় সদস্যগণ আপনারা জানেন যে বহু আগে হাওড়াকে প্রাচ্যের শেফিল্ড বলে অভিহিত করা হতো। এখন সেই খ্যাতি আর নেই। আগের সরকারের আমলেই এই খ্যাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে ব্যক্তিগত উদ্যোগপতিদের সহযোগিতায় আবার নতুন করে ঢালাই শিল্পের পুনরুত্থানে একটি Foundry Park স্থাপিত হয়েছে। একইভাবে সরকারি সহায়তায় স্থাপিত হোসিয়ারি পার্ক অন্য রাজ্যে চলে যাওয়া ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের অংশত ফিরিয়ে এনেছে।

আপনারা আবারও খুশি হবেন এটা জেনে যে, বাংলায় আজ IT শিল্পে জোয়ার এসেছে। একইসঙ্গে এই শিল্পে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিশ্বমানের প্রযুক্তি সমন্বিত ডেটা সেন্টার স্থাপিত হবার ফলে নজিরবিহীন বিনিয়োগ এসেছে। এছাড়া Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) ও অন্যান্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ এসেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

স্যার,

আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সুদক্ষ নেতৃত্ব, পরামর্শ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সাধারণ পরিকাঠামো নির্মাণ ও একইসঙ্গে প্রভূত মানবসম্পদ উন্নয়নমুখী কর্মোদ্যোগ প্রকল্পের কাজ চলছে। এর ফলে আমাদের রাজ্য আগামী দিনে সমস্ত ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও উন্নতির সার্বিক সুফল লাভ করবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রধান দপ্তরগুলির প্রস্তাবিত বরাদ্দ পেশ করছি এবং ২ ও ৩ নং বিভাগ আপনার অনুমতি সাপেক্ষে পড়া হল বলে ধরে নিচ্ছি। এখন আপনার অনুমতি নিয়ে আমি সরাসরি ৪নং বিভাগ থেকে পড়া শুরু করছি (১২০ নং পাতা)।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয়বরাদ্দ (নীট) :

১. কৃষিজ বিপণন বিভাগ

আমি, কৃষিজ বিপণন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪১৩.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২. কৃষি বিভাগ

আমি, কৃষি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯,৫৯৫.৩২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩. প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ

আমি, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২১৭.৭৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪. অনগ্রসরশ্রেণি কল্যাণ বিভাগ

আমি, অনগ্রসরশ্রেণি কল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,২৪২.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫. উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ

আমি, উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১২৪.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৬. সমবায় বিভাগ

আমি, সমবায় বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬৩০.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৭. সংশোধন প্রশাসন বিভাগ

আমি, সংশোধন প্রশাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৬৪.৯৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৮. বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ

আমি, বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,১৩৪.৮৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৯. পরিবেশ বিভাগ

আমি, পরিবেশ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১০১.৩০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১০. অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ

আমি, অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৫৫.১৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১১. মৎস্য বিভাগ

আমি, মৎস্য বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫০৭.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১২. খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ

আমি, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯,৫৬৪.২৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৩. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগ

আমি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৩৭.৪৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৪. বন বিভাগ

আমি, বন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯৭৬.২১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৫. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

আমি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৮,২৬৪.৬২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৬. উচ্চশিক্ষা বিভাগ

আমি, উচ্চশিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬,০৫০.৫০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৭. স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগ

আমি, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৩,৬৮৬.০৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৮. আবাসন বিভাগ

আমি, আবাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৭১.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৯. শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগ

আমি, শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৩৯৭.১৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২০. তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ

আমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯১৫.০৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২১. তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ

আমি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২০২.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২২. সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগ

আমি, সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩,৯৩৭.৭২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৩. বিচার বিভাগ

আমি, বিচার বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২৪২.২৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৪. শ্রম বিভাগ

আমি, শ্রম বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,১৪৭.১৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৫. ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ

আমি, ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৪৮৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৬. জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ

আমি, জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৯৬.৪০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৭. ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগ

আমি, ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২১৮.২১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৮. সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

আমি, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫,১৬৬.৯৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৯. অ-প্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস বিভাগ

আমি, অ-প্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৮.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩০. উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ

আমি, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮২৩.২৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩১. পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

আমি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৬,৬০৩.৫১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩২. পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ

আমি, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭২২.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৩. কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগ

আমি, কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৮৭.৭৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৪. পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিভাগ

আমি, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫১৮.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৫. বিদ্যুৎ বিভাগ

আমি, বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩,৩৭৮.৮০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৬. সরকারি উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন বিভাগ

আমি, সরকারি উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৩.০২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৭. জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ

আমি, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪,০৭৫.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৮. পূর্ত বিভাগ

আমি, পূর্ত বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬,৪৩৩.৩১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৯. বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

আমি, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৭,০৭৫.০৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪০. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগ

আমি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৫.৩১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪১. স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগ

আমি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৫৪.১১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪২. সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগ

আমি, সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬০৯.১৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৩. কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ

আমি, কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৩৩০.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৪. পর্যটন বিভাগ

আমি, পর্যটন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৯১.৬৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৫. পরিবহণ বিভাগ

আমি, পরিবহণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,০৩০.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৬. উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ

আমি, উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,১৩৮.৯১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৭. পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগ

আমি, পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১২,৮৩১.৪০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৮. জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ

আমি, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৫৪৬.৭১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৯. মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগ

আমি, মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২২,২২৫.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫০. যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগ

আমি, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৮৮.৩০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের বিবরণ :

কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি

৩.১ কৃষি

রাজ্যের 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পকে পুনর্গঠন করে নবরূপে 'কৃষকবন্ধু' (নতুন) নামে চালু করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের খারিফ মরশুমে ৮৮.৭৯ লক্ষ কৃষকবন্ধু এই সুবিধা পেয়েছেন, যারজন্য ২,৪৭৭.৫১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এছাড়াও রবি মরশুমে ৯১.৫৭ লক্ষ কৃষকবন্ধু এই সুবিধা পেয়েছেন এবং তারজন্য ব্যয় হয়েছে ২,৫৫৪.৯০ কোটি টাকা। পাঁচ দফায় 'দুয়ারে সরকার'-এর মাধ্যমে নতুন করে ৩০ লক্ষ কৃষকের নাম 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পে নথিভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৯ সালের সূচনাকাল থেকে এখনও পর্যন্ত নথিভুক্ত কৃষকদের মোট ১২,৫০০ কোটিরও বেশি টাকা দেওয়া হয়েছে।

'কৃষকবন্ধু (মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ)' প্রকল্পে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সি কোনো কৃষকের মৃত্যু হলে তার পরিবারের হাতে এককালীন ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। সূচনাকাল থেকে এখনও পর্যন্ত ৬৭,৬১২টি শোকসন্তপ্ত কৃষি পরিবার এই আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন এবং মোট ব্যয় হয়েছে ১,৩৫২.২৪ কোটি টাকা। যারমধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ৪৮১.৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৪,০৭২টি কৃষক পরিবার এই মৃত্যুজনিত আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন।

কৃষকবন্ধু বার্ধক্যজনিত পেনশন (FOAP) প্রকল্পের অধীনে ৭৯,৩০১ জন সুবিধাভোগী 'জয়বাংলা' প্রকল্পে প্রতিমাসে ১,০০০ টাকা করে পেনশন পাচ্ছেন।

২০২০ সালের খারিফ মরশুম থেকেই রাজ্যে রিমোট সেন্সিং, উপগ্রহ চিত্র, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, গ্রাউন্ড ট্রুথিং (GT) ইত্যাদি বিভিন্ন প্রযুক্তির সাহায্যে ফসলের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখা শুরু করেছে এবং সেই অনুযায়ী বাংলা শস্যবিমা প্রকল্পে বিমার ক্লেম নির্ধারণ

করা হয়েছে। ২০২২ সালের শেষ খারিফ মরশুমে ৫৯.৬৭ লক্ষ কৃষকের নাম শস্যবিমাতে নথিভুক্ত করা হয়েছে। ২০২২-এর খারিফ মরশুমে শস্যবিমার জন্য ১৭৭.২৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এতে উপকৃত হয়েছে ২.৩৭ লক্ষ কৃষক। সূচনাকাল থেকে এখনও পর্যন্ত শস্যবিমার ক্ষেত্রে ২,২৮৬.১১ কোটি টাকা ক্লেম হিসাবে পাওয়া গেছে।

২০১৮-১৯ সাল থেকে রাজ্য সরকার 'বাংলা কৃষি সেচ যোজনার (BKSY)' অধীনে আরও অধিক আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থা চালু করার উপর জোর দিয়েছে। বাংলা কৃষিসেচ যোজনা (BKSY)-র অধীনে ১,১৩,৮৫১ জন সুবিধাভোগী কৃষকের ৪৩,৪৫৫ হেক্টর জমিকে সেচসেবিত করা সম্ভব হয়েছে।

সরকার এরাজ্যে চাষীদের চাহিদামতো উন্নতমানের আলুবীজ সরবরাহের জন্য পশ্চিম মেদিনীপুরের আনন্দপুরে আলু ও ভুট্টা গবেষণাগারে টিস্যু কালচার, এরোপনিক সিস্টেম ইত্যাদি প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। সম্প্রতি নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে দ্বিতীয় টিস্যু কালচার গবেষণাগার ZARS (Zonal Adaptive Research Station) রূপে কাজ শুরু করেছে এবং এটি আনন্দপুরের পর আরো একটি নোডাল সেন্টার হিসাবে কাজ করছে। এই বছরে বঙ্গশ্রী ব্র্যান্ড নামের ৩০০ মেট্রিক টন উন্নত প্রজাতির আলুবীজ কৃষকদের দেওয়া হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ১,৭৭০ মেট্রিক টন আলুবীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

২০২২ সালের খারিফ মরশুমে ধান উৎপাদনের প্রাথমিক লক্ষ্য হিসাবে আশা ছিল ১৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন স্পর্শ করবে। কম বৃষ্টিপাতের জন্য ৩ লক্ষ হেক্টর কম জমিতে চাষ হওয়া সত্ত্বেও খারিফ মরশুমে ধান উৎপাদনের গড় পরিমাণ গত বছরের মতোই হয়েছে।

বিভিন্ন জেলায় বর্ধিতভাবে ভুট্টা, ডালজাতীয় শস্য ও তৈলবীজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার নানাবিধ হাইব্রিড বীজ সরবরাহ, বীজ সংস্কারক রাসায়নিক সরবরাহ, চারাগাছ রক্ষা করার জন্য রাসায়নিক সরবরাহ, অণুখাদ্য ও উৎপাদিত শস্যের পুষ্টিগুণ বাড়ানো এবং

সর্বোপরি কৃষকদের নানাবিধ প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বিগত ৫ বছরে ভুট্টা চাষের ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ ২.৪৫ লক্ষ হেক্টর থেকে বেড়ে ৩.৬৪ লক্ষ হেক্টরে এসে দাঁড়িয়েছে। ডালজাতীয় শস্যের ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ ৪.৪৩ লক্ষ হেক্টর থেকে ৪.৮১ লক্ষ হেক্টরে এবং তৈলবীজের ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ ৯.২৬ লক্ষ হেক্টর থেকে বেড়ে ৯.৫৩ লক্ষ হেক্টরে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিগত ১১ বছরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ৫৭ লক্ষ মিলিয়ন টন বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের রাজ্য ধান, পাট ও মেস্তা উৎপাদনে সর্বপ্রথম এবং আলু উৎপাদনে আমাদের রাজ্য দ্বিতীয়।

রাজ্য সরকার ২০১২-১৩ সাল থেকে কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সহায়তা বাড়াতে সচেষ্ট হয়েছে। এরফলে ২০২১-২২ সালে ৪৯.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় করে ৭,২৮২ জন সুবিধাপ্রাপককে ভর্তুকি দিয়ে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে। যারমধ্যে ১৭৬টি কাস্টম হায়ারিং সেন্টার (CHC)-এর মাধ্যমে ২৬.৮৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রশিক্ষণের জন্য পূর্ব বর্ধমানে 'মাটিতীর্থ কৃষিকথা' একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'মাটির সৃষ্টি' স্কিমের অধীনে ৬টি জেলার গ্রামীণ অঞ্চলে সেচ সুবিধার ব্যবস্থা করা, CBO রূপে কৃষকদের গোষ্ঠীবদ্ধ করা, প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালন ব্যবস্থা, মাটি তথা কৃষিজমি সংরক্ষণ, জলের প্রকৃত ব্যবহারকরণ এবং কৃষি উন্নয়ন করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ফেজ-১-এ ৭৩.৬৬ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে। ৫,৪৫৫টি অঞ্চলে ৩৪,৮০০ একর জমিতে এই কাজ করা হয়েছে, যেখানে ফেজ-১ ও ফেজ-২ মিলিয়ে মোট ৪৮,০০০ কৃষক নিযুক্ত হয়েছেন।

কৃষকদের সমষ্টিগত প্রচেষ্টা বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকার ৬০৮টি নথিবদ্ধ FPO/FPCL-এর অনুমোদন দিয়েছে। যেগুলি কৃষিজ উৎপাদন বাড়ানো এবং কৃষিজ বিপণনের

ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে। FPOগুলির কিছু ক্রেডিট লিংকেজের কাজ শেষ হয়েছে এবং তাদের সুফল বাংলা ও অন্যান্য বিপণন সংস্থাগুলির সঙ্গে সফলভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

২,৫০০ মেট্রিক টন র-সিল্ক উৎপাদনের ব্যাপক কর্মসূচি রাজ্য সরকার হাতে নিয়েছে। এরমধ্যে রেশমগুটি থেকে ৪০ মেট্রিক টন বাইভোলটাইন মালবেরি সিল্ক ও অন্যান্য সিল্ক ৪০.২৫ মেট্রিক টন উৎপাদনের কাজ শুরু হয়েছে।

৩.২ কৃষিজ বিপণন

বিপণন পরিকাঠামোর উন্নয়নে; যথা— নিলাম কেন্দ্র, দোকানঘর, গুদামঘর এবং বাজার সংলগ্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি পরিকাঠামো গঠনে ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত বাজেটের কোর পরিকল্পনা খাতে এবং RKVY-RAFTAR খাতে ২৫.৩৬ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে।

উৎপাদনভিত্তিক বাজারের উন্নয়ন করার জন্য রাজারহাটে জৈব হাট, পূর্ব মেদিনীপুরের পানিপারুলে লংকা বাজার ইত্যাদি চালু করা হয়েছে। চলতি বছরে ২৩৬টি এ ধরনের স্কিম-এর কাজ শেষ হতে চলেছে এবং ২৯টি ক্ষেত্রে বাজার তথা বিপণন পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকার ২০১৪ সালে 'সুফল বাংলা' প্রকল্প চালু করে। যারফলে কৃষিজ বিপণন ব্যবস্থায় দালালদের দৌরাত্ম্য কমে এবং কৃষকরা উচিতমূল্য পায় ও ক্রেতারাও ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করতে পারে। বর্তমানে সারা রাজ্য জুড়ে ৬৯টি মোবাইল ভ্যান, ২টি হাব এবং ৩৬০টি বিপণন কেন্দ্র চালু রয়েছে। বর্তমানে দিনপ্রতি ১৭.৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৯০ থেকে ৯৫ মেট্রিক টন কৃষিজ শস্য সুফল বাংলা বিপণন কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রয় হচ্ছে। যারফলে প্রতিদিন প্রায় ৫৫,০০০ পরিবারের ২.৮০-৩.০০ লক্ষ ক্রেতা এই সুবিধা পাচ্ছেন। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত আরও ১৭টি নতুন দোকান চালু করা হয়েছে।

'আমার ফসল আমার গোলা' প্রকল্পের মাধ্যমে চাষ পরবর্তী ক্ষতি দূরীকরণে এককালীন সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সম্মিলিতভাবে কমিউনিটি গুদামঘর নির্মাণের জন্য মোট ব্যয়ের ৫০ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ৩৯,১৩৩ টাকা করে এককালীন সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও পিঁয়াজ মজুতের গুদামঘর নির্মাণের জন্য মোট ব্যয়ের ৫০ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ৭১,৮৩৮ টাকা পর্যন্ত সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এরফলে ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে এখনও পর্যন্ত ৫২০ জন কৃষক উপকৃত হয়েছেন এবং ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি টাকা।

রাজ্য সরকার রাজ্যের তাজা ও প্রক্রিয়াজাত কৃষিজ, উদ্যান পালনজাত এবং প্রাণীজ সম্পদ রপ্তানির পরিমাণ ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং সেজন্য 'Agriculture Export Policy, 2022' তৈরি করা হয়েছে।

West Bengal State Agricultural Marketing Board-এর অধীনে রাজ্য সরকার কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত শস্যের দ্রুত ও অবাধ বিপণনের জন্য অনলাইনে Integrated Electronic Single Platform Permit (e-permit) ব্যবস্থা চালু করেছে। পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজ পণ্যের দ্রুত এবং ঝঞ্ঝাটমুক্ত লেনদেনের জন্য West Bengal State Agricultural Marketing Board অনলাইনে Integrated Electronic Single Platform Permit (e-permit) এবং Unified License System চালু করেছে। ২০২২-২৩ সালে এই পর্যন্ত ২,৩৫,৬৭৬ টি e-permit ইসু করা হয়েছে। Online system মারফত market fees সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৪,৬৯৬টি নতুন unified লাইসেন্স এই অবধি অনলাইনে প্রস্তুত করা হয়েছে।

আমাদের রাজ্যের ১৫টি জেলার ১৮টি শস্যবাজার Electronic National Agriculture Market (e-NAM) পোর্টালের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও, কৃষক ও ব্যবসায়ী সমেত ৬১,১২৮ সংখ্যক Stakeholder এখনও পর্যন্ত নথিভুক্ত করা হয়েছে। সূচনাকাল

থেকে এখনও পর্যন্ত রাজ্যের, ই-ট্রেডিং-এর পরিমাণ ৩৫,১৫৫ মেট্রিক টন, যার মূল্য ৬৫.৮৪ কোটি টাকা।

Formation and Promotion of FPO's স্কিমের জন্য কৃষিজ বিপণন বিভাগকে নোডাল বিভাগ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সারা রাজ্যের সমস্ত জেলায় জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ২৩২টি Farmer's Producers' Organisation (FPO) গঠন করা হচ্ছে।

আলু এবং নানাবিধ ফসল সংরক্ষণের জন্য ৭১.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ৫২২টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ চালু রয়েছে। যারফলে কৃষকেরাও উচিতমূল্য পান এবং সারা বছর মূল্যের ভারসাম্য থাকে।

৩.৩ খাদ্য সুরক্ষা : খাদ্য ও সরবরাহ

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ সমস্ত রাজ্যবাসীকে ভালো মানের খাদ্যশস্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য সবরকমের সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

খাদ্যসাথী প্রকল্পের অধীনে 'জাতীয় খাদ্যসুরক্ষা আইন' (National Food Security Act AAY & PHH or SPHH) এবং রাজ্য খাদ্যসুরক্ষা যোজনা (RKSY-I & RKSY-II)-এর সহযোগিতায় ২০,৪০০টি ন্যায্যমূল্যের রেশন দোকান ও ৫০০টি সরবরাহ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৯ কোটি সুবিধাপ্রাপককে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

এছাড়াও, বিশেষ প্যাকেজ স্কিমে রাজ্যের প্রত্যন্ত এবং দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী ৫৪ লক্ষ মানুষকে রাজ্য সরকার অতিরিক্ত খাদ্যশস্য দিচ্ছে।

'দুয়ারে রেশন' প্রকল্পে প্রতিমাসে গড়ে ১.৫২ কোটি পরিবারের ৬.৬ কোটি মানুষজনকে তাদের দুয়ারে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে।

ICDS এবং মিড-ডে মিলে ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত পুষ্টিসম্পন্ন উন্নতমানের চাল দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছে। এছাড়াও, ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকেই পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরের মতো জেলাগুলির মানুষজনের জন্য PDS-এর সকল সুবিধাপ্রাপককে সরকার উন্নতমানের পুষ্টিকর চাল দেওয়া শুরু করেছে। ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল থেকেই গোটা রাজ্যের PDS-এর সকল সুবিধাপ্রাপককে উন্নতমানের পুষ্টিকর চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

খাদ্যশস্য সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও সহজ ও নমনীয় করে তোলা হয়েছে, যার ফলে কোনো ব্যক্তি তার বৈধ রেশন কার্ড দিয়ে সারা রাজ্যের যে-কোনো রেশন দোকান থেকে তার খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে পারেন। 'ওয়ান নেশন, ওয়ান রেশন কার্ড স্কিম' AAY এবং PHH-এর এই রাজ্যের সুবিধাপ্রাপকরা আধারভিত্তিক প্রমাণীকরণের মাধ্যমে সারা ভারতের যে-কোনো রেশন দোকান থেকে তাদের খাদ্যশস্য নিতে পারেন। একইসঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের AAY & PHH-এর সুবিধাভোগীরা আধারভিত্তিক প্রমাণীকরণের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের যে-কোনো রেশন দোকান থেকে তাদের বরাদ্দ খাদ্যশস্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে পারেন।

২০২১-২২ সালে খরিফ বিপণন মরশুমে (KMS) অর্থাৎ ২০২১ সালে খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ ৫৩.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করেছিল, যারফলে ১৯.৮৩ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক উপকৃত হয়েছিল। ৪৬৯টি সরকার পরিচালিত কেন্দ্রীয় সংগ্রহ কেন্দ্র (CPCs), ১,২৮৬টি সমবায় সমিতি, ১৫৬টি ফারমার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন/ফারমার প্রোডিউসার কোম্পানি এবং ৭০০টি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে এই ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৩টি কাজের দিনের মধ্যেই সরাসরি ধানের টাকা দেওয়া হয়েছে।

২০২২-২৩-এর খরিফ বিপণন মরশুমে MSP ধানের ন্যূনতম সহায়কমূল্য কুইন্টাল প্রতি ১,৯৪০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২,০৪০ টাকা করা হয়েছে। যেসব কৃষকেরা CPC-কে

তাদের ধান বিক্রয় করেছিল, তাদের কুইন্টাল প্রতি অতিরিক্ত ২০ টাকা দাম দেওয়া হয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো জনবসতিগুলির কৃষকদের ধান বিক্রয়ের সুবিধার জন্য এই অর্থবর্ষে মোবাইল ধান সংগ্রহ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

এই বিভাগ বর্তমানে যে-কোনো সময়ে অতিরিক্ত তিন মাস চাল মজুত রাখতে সক্ষম। আমাদের সরকার বিগত ১১ বছরে ১০.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য গুদামজাত করার ব্যবস্থা করেছে।

বিভিন্ন পরিষেবার ক্ষেত্রে বিশেষত, রেশন কার্ড সংক্রান্ত, কৃষকদের নাম নথিভুক্তকরণ, ধান বিক্রয় প্রভৃতি পরিষেবার ব্যবস্থা সহজীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই পরিষেবাগুলি বিভাগীয় পোর্টাল অথবা 'খাদ্যসাথী আমার রেশন' অ্যাপ অথবা WhatsApp Chatbot-এ উপলব্ধ করা যাবে। এই পরিষেবাগুলি সংক্রান্ত কোনো অভিযোগও জানানো যাবে এগুলিতে। এছাড়াও CPC-এর অফিসগুলিতে, ফুড ইন্সপেক্টরের অফিসগুলিতে এবং বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের অফিসগুলিতে এই পরিষেবাগুলি পাওয়া যাবে।

৩.৪ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন

আমাদের রাজ্য সবজি, ফল, মশলা, ঔষধি গাছ এবং ফুল উৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

চলতি বছরে বর্ধিত ফল-বাগিচাগুলিতে ২৬.৯১ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করে ২০,১৪২ হেক্টর জমিতে ফল চাষ করা হয়েছে। ১৩,৭১৮ হেক্টর জমিতে আম, পিয়ারা, লেবু, কমলালেবু, মান্দারিন কমলালেবু, কলা, লিচু প্রভৃতি বিভিন্ন ফল চাষ করা হচ্ছে। ১,৯৪৬ হেক্টর জমিতে অন্য ধরনের ফল; যেমন— বেদানা, কুল, আতা, সবেদা ইত্যাদি চাষ করা হচ্ছে। এছাড়াও ১,০১৪ হেক্টরেরও বেশি জমিতে কাজুবাদাম এবং ৬৪২ হেক্টরেরও বেশি জমিতে বিদেশি ফল চাষ করা হচ্ছে।

বিশেষত খারিফ মরশুমে এবং খারিফ মরশুমের শেষদিকে অসময়ের পিঁয়াজ চাষের জন্য ১.৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অসময়েও পিঁয়াজের সরবরাহ চালু রাখার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে পিঁয়াজ চাষীদের ১,২৭৫ মেট্রিক টন পিঁয়াজ গুদামজাত করার জন্য সহায়তা করা হয়েছে এবং পিঁয়াজ রাখার গুদামঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে সহায়তা করা হচ্ছে।

চলতি শস্যবর্ষে ৩,৪৭,৪৭৯ বর্গমিটার জমিতে চাষ করার জন্য পলি হাউজ নির্মাণের মাধ্যমে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানানসই দামি দামি ফুল ও সবজি চাষ করা হচ্ছে।

উদ্যানপালন ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যকরণের জন্য চাষীদের ৪৭১ হেক্টর বর্ধিত জমিতে বীজ ও কন্দ গোত্রের বীজ এবং ২০২ হেক্টর জমিতে বারোমেসে চাষযোগ্য ফসলের বীজ দিয়ে সহায়তা করা হয়।

মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখার জন্য ২,৯০৫ হেক্টর জমিতে প্রযুক্তিগতভাবে Mulching তথা আর্দ্রতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হিমঘর তথা কোল্ডস্টোরেজের মজুত করার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য ১.৩৪ কোটি টাকা সহায়তা করা হয়েছে। যারফলে চালু থাকা হিমঘরগুলিতে ৪,৭৭৪ মেট্রিক টন বর্ধিত রকমারি শস্য রাখা যাবে।

উদ্যানজাত ফসলের চাষের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োগ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে চাষীদের ২০৬টি পাওয়ার টিলার এবং ৪৫৭টি অন্যান্য বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষেত্রে সহায়তা করা হয়েছে।

ঔষধি গাছের চাষ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ডাইরেক্টরেট অফ সিঙ্কোনা ও অন্যান্য ঔষধির অধীনে সিঙ্কোনা এবং অন্যান্য ঔষধি গাছের চাষ ব্যতীত আরও বিভিন্ন রকম চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন— ৮০ একর জমিতে আর্টেমিশিয়া, ৩৩ একর

জমিতে কফি, ১৬ একর জমিতে চিরতা এবং ৪৪.৭৫ একর জমিতে সুগন্ধি চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিশেষত, ক্ষুদ্র খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সহায়তার জন্য West Bengal Food Processing Incentive Scheme (WBFPIS) চালু হয়েছে।

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে WBSFP এবং HDCL, MIDH/SDS-এর অধীনে বিভিন্ন জেলায় ৯০ লক্ষ বিভিন্ন ধরনের ফলগাছের চারা বিতরণ করেছে। এই কর্পোরেশনের বরজোড়া খামার, মোহিতনগর খামার এবং আয়েশপুর খামার থেকে ২২ লক্ষ বিভিন্ন ধরনের ফলগাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবর্ষে MIDH এবং RKVY স্কিমের অধীনে দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলায় সংরক্ষিত চাষের জন্য ৭৩৬টি 'ডু ইট ইয়োরসেল্ফ' কিট বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও অতিরিক্ত ২৩৬টি কিট পাওয়া গেছে ও বিতরণের কাজ চলছে।

৩.৫ প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হিসাবে প্রাণিজ পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে ও চাহিদায় সমগ্র ভারতে অগ্রগতির এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। প্রাণীসম্পদ সুমারি অনুসারে বর্তমানে রাজ্য গবাদিপশু উৎপাদনে প্রথম, ছাগ উৎপাদনে দ্বিতীয় এবং শূকর উৎপাদনে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। একই সঙ্গে ছাগ মাংস উৎপাদনে রাজ্য প্রথম ও অন্যান্য পশু মাংস উৎপাদনে তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছে। ২০১০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে রাজ্যের বার্ষিক ডিম উৎপাদন ১৮৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিমের বার্ষিক উৎপাদন ২০২১-২২ সালের ১,১৪৫ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ সালে ১,৩৫৬ কোটি হতে চলেছে। অর্থাৎ ১৮.৪৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ১০.৬২ লক্ষ সুবিধাপ্রাপকের হাতে বিপুল সংখ্যক হাঁস ও মুরগির ছানা বিতরণের মাধ্যমে এটা সম্ভবপর হয়েছে।

২০১৭ সালে চালু হওয়ার পর থেকে 'The West Bengal Incentive Scheme' এর অধীনে কমার্সিয়াল লেয়ার পোল্ট্রি এবং পোল্ট্রি ব্রিডিং ফার্মস্-এর কর্মপরিধি ১.৯.২০২২ তারিখ থেকে আরও ১বছর সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। এই ধরনের ৮৪টি প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়ার ফলে এখন ডিমের অতিরিক্ত বার্ষিক উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ১১১.১১ কোটি। আরও ৪৪টি প্রকল্প শেষ হওয়ার মুখে। প্রকল্পগুলি একত্রে কাজ শুরু করলে বার্ষিক ১৭১.৩৯ কোটি অতিরিক্ত ডিম বাজারজাত করা সম্ভব হবে।

দুগ্ধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিপুল রোজগারের সম্ভাবনার সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলে জীবিকা নির্বাহের সম্ভাবনা আরও বাড়াতে সম্প্রতি রাজ্য সরকার 'বাংলার ডেয়ারি' স্থাপন করেছে, যার মাধ্যমে প্রত্যহ ১,৪০,০০০ লিটার দুধ এবং সেই সঙ্গে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্রচুর দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন করা হচ্ছে। এই সমস্ত পণ্যদ্রব্য রাজ্যব্যাপী ৫৬৩টি খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বিপণন করা হচ্ছে।

বিভাগীয় উদ্যোগে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে 'Tele-Veterinary Services' শিরোনামে গবাদি পশুদের জন্য একটি টেলি-মেডিসিন-এর কল সেন্টার পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এই পরিষেবায় সাড়া দিয়ে 'মোবাইল ভেটেরেনারি ক্লিনিক' নামে একটি চলমান চিকিৎসা প্রদান কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট স্থানে পরিষেবা দিতে পৌঁছে যাচ্ছে। এছাড়াও ওই একই কল-সেন্টারের মাধ্যমে দুর্ঘটনাকবলিত বা বিপদগ্রস্ত পশুদের উদ্ধার করে উপযুক্ত পরিচর্যা দেওয়ার কাজও শুরু করা হয়েছে।

বিভাগের পক্ষ থেকে ২৬,০০০ জন পশুপালককে সংযুক্ত করে ২০টি নতুন পশু প্রতিপালক সংস্থা (FPC) গঠন করে ছাগ প্রতিপালন ক্ষেত্রে ৪০০টি পশুখামার তৈরি করা হয়েছে। এখান থেকে খামার পালকদের প্রশিক্ষণ, প্রাণীস্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রজনন এবং প্রাণীখাদ্য উৎপাদন-সহ বিপণনের সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে। ২০১০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে রাজ্যের মোট মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদন যথাক্রমে ৮৯% এবং ৪৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

যারা শূকর পালনে অভ্যস্ত তাদের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৭০টি নতুন শূকর খামার গঠন করে তার সদস্যদের মধ্যে ২,৭০০টি শূকর বণ্টন করা হয়েছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে শূকর চাষে Piggery Integration Programme চালু হয়েছে।

রাজ্যব্যাপী ১৩,০০০ জন স্ব-নিযুক্ত কৃত্রিম প্রজননকর্মী এবং প্রাণীমিত্রকে কৃত্রিম শুক্রাণু প্রয়োগ উপকরণ ও প্রাণী-টিকা প্রদায়ী উপকরণ দিয়ে পশুখামারে গিয়ে সরাসরি পরিষেবা প্রদানের কাজ শুরু হয়েছে। এই কৃত্রিম প্রজননকর্মীদের মাসিক ৫,০০০ টাকা করে উৎসাহ ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

২০২২-২৩ সালে রাজ্যে ৪.৮০ কোটি প্রাণী ও পোলট্রি উৎপাদক খামারে টিকাকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৩৫.৬৯ লক্ষ গাভী ও মহিষকে নিয়ে কৃত্রিম প্রজনন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই কর্মপ্রকল্পের ফলস্বরূপ ১০.৩৩ লক্ষ গো-শাবক জন্মগ্রহণ করেছে।

রাজ্য সরকার বিশেষ আর্থিক সহায়তা দিয়ে দুধ উৎপাদক সমিতির সদস্যদের থেকে সরাসরি সদ্য-দোয়া দুধ সংগ্রহ করার উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলার ডেয়ারির অধীনে ২০২২-২৩-এর নভেম্বর পর্যন্ত ১৫.২৪ কোটি টাকা এই খাতে বরাদ্দ করেছে। বিশেষ উৎসাহ মূল্য বাবদ লিটার প্রতি ৭ টাকা হারে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মারফত গো পালকদের প্রদান করা হয়েছে।

ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড-এর মাধ্যমে ৩৩,২৬০ মেট্রিক টন পশুখাদ্য উৎপাদন করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি পশু খাদ্য উৎপাদক খামারে ৯,০২৬.৫৮ মেট্রিক টন পশুখাদ্য ডিসেম্বর ২০২২-এ উৎপাদন করা হয়েছে।

আরও বেশি সংখ্যক পশু-পালকদের আর্থিক উন্নয়নে ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই উদ্দ্যেশে কিষান ক্রেডিট কার্ড ফর অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি (KCC-AH) স্কিম চালু হতে চলেছে। বিভাগীয় উদ্যোগে সমগ্র কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে KCC-IMS-ARD পোর্টাল চালু করা হয়েছে। যেখানে বিগত ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত সময়কালে ১৯,৮২৬টি আবেদনপত্রকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্পের অধীনে এবং বিভাগীয় সহযোগিতায় রাজ্যের বেকার যুবসমাজকে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে দুগ্ধ উৎপাদন, ছাগ প্রতিপালন, পোল্ট্রি উৎপাদন, শূকর পালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে জীবিকানির্ভর করে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৪,৮৩৪ জন প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

৩.৬ মৎস্য

২০২২-২৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে ১২.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ এবং ২২,২৬৫ মিলিয়ন মাছের পোনা উৎপাদিত হয়েছে। গত ২০২১-২২ সালের নিরিখে বর্তমান বছরে সেই একই সময়কালে মৎস্য উৎপাদন প্রায় ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্য চাষের উপযোগী জলাশয়গুলি 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পের আওতায় এনে পুনরায় খনন ও পরিষ্কার করার ফলে এই অতিরিক্ত উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

নোনা জলের মৎস্য চাষের উপর বিশেষ জোর দিতে, যা কিনা রাজ্যের মোট রপ্তানির ৭০%, বাগদা চিংড়ির একচাষে (১৮.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে) ৪৭টি ভেড়ি, ৫৩.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মিশ্র পদ্ধতিতে বাগদাচিংড়ি চাষের ১৬০টি ভেড়ি, ৪৯.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৪০টি ভেনামি চিংড়ির ভেড়ি এবং ৫.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গাং-কাঁকড়া বড় করার ১২টি ভেড়িতে উৎপাদনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

৫২২ হেক্টর এলাকাব্যাপী ৩,৯২১টি ছোটো জলাশয় মাছ চাষের কাজে নেওয়া হয়েছে। দেশি মাগুর ও শিঙির মতো জিওল মাছের উৎপাদন বাড়াতে ৫৮০টি জলাশয় নির্দিষ্ট করে চাষ শুরু হয়েছে।

২০২২-২৩-এ বর্জ্যখাদক মাছ চাষে জোর দিতে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হুগলি জেলার বিভিন্ন জলাশয়ে চাষের কাজ শুরু করা হয়েছে।

মৎস্যচাষে নিযুক্ত বাংলার মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য এবং বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ২০২২-২৩ সালে 'বঙ্গ মৎস্য যোজনা' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যে ৭টি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ চালু করতে ৯৪টি জলাশয় ও ভেড়িকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর জন্য ব্যয়িত হয়েছে ৪১৬.৩৫ লক্ষ টাকা।

পূর্বে অব্যবহৃত বিল বা জলাশয়গুলিকে কাজে লাগাতে এবং বৃহৎ জলাশয়গুলির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি অগ্রণী প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে কংসাবতীর 'আবদ্ধ জলাধারে মৎস্যচাষ প্রকল্প' নামে একটি পাইলট প্রকল্প রূপায়ণ করা হয়েছে। একাজে ICAR-CIFRI-এর প্রযুক্তিগত সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। এর জন্য ১০৭.১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের 'নয়াচর ফিশারি হাব'-এ বিবিধ পরিকাঠামোগত কাজের উদ্যোগ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় নেওয়া হয়েছে। এর জন্য ৯২টি PFCS Ltd. গঠন করা হয়েছে। এর ফলে ৮,৩২৩ একর জলাশয়ের মাধ্যমে ২,৯৫৭জন মৎস্যজীবীকে কাজে লাগিয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ চাষ শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

আরও অধিক মৎস্যজীবীকে ওল্ড এজ পেনশনের আওতায় আনার জন্য এই সেক্টরে কোটা বাড়িয়ে ২০,০০০ করা হয়েছে এবং মাসিক ১,০০০ টাকা করে পেনশন প্রদান করা হচ্ছে।

রাজ্যে ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত প্রতিরোধ করতে ৪.৫ কোটি গাপ্পি মাছ বিভিন্ন জলাশয়ে ছাড়া হয়েছে।

৩.৭ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন

২০২২-২৩ অর্থবর্ষে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (PMAY-G) প্রকল্পে আমাদের রাজ্যে ৪.০৫ লক্ষ মানুষ নিজ গৃহ পেয়েছেন। চলতি অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত ১.৯৯ লক্ষ গৃহ তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। বেশিরভাগ গৃহ তৈরির ক্ষেত্রে তৃতীয় কিস্তির টাকা পাওয়া গেছে। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত এই খাতে মোট ১,০১৯.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

এছাড়াও, ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন বিভাগ ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে আরও ১১,৩৬,৪৮৮টি নতুন গৃহ নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছিল, যারমধ্যে ১০,৫৪,৪৯৮টি গৃহ নির্মাণের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে ব্যয় হবে ১৩,৬৩৭.৮৬ কোটি টাকা যা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ৬০ : ৪০ অনুপাতে ব্যয়ভার গ্রহণ করবে। (অর্থাৎ কেন্দ্র সরকার দেবে ৮,১৮২.৭১ কোটি টাকা আর রাজ্য সরকার দেবে ৫,৪৫৫.১৪ কোটি টাকা)। গৃহ নির্মাণের অনুমোদন ও অর্থ প্রদান শীঘ্রই শুরু হবে।

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY)-র অধীনে পশ্চিমবাংলায় ফেজ-১ ও ফেজ-২ মিলিয়ে ৩৬,৭৮৬ কিমি রাস্তা ও ৫৫টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণের অনুমোদন পাওয়া গেছে, যেখানে ব্যয় হবে ১৮,৪০৩.৬০ কোটি টাকা। ৩৬,৭৮৬ কিমি বিস্তৃত রাস্তার মধ্যে ২২,৫৮৪.৯৭ কিমি রাস্তা নির্মাণের জন্য ২০১১-১২ থেকে ২০১৮-১৯ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা ফেজ-১ ও ফেজ-২-এর অধীনে ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন বিভাগ চূড়ান্ত অর্থ মঞ্জুর করেছে। এছাড়াও, বিগত অর্থবর্ষে ৩৮টি সড়ক সংযোগকারী দীর্ঘ সেতুর কাজ শেষ হয়েছে এবং আরও ১৭টি সড়ক সংযোগকারী ব্রিজ তৈরির কাজ আগামী ২০২৩-এর মে মাসের মধ্যেই শেষ হবে।

২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY) খাতে মোট খরচ হয়েছে ৪৩২.২৭ কোটি টাকা এবং ১১৫ কিমি নতুন সড়ক নির্মিত হয়েছে। ফেজ-১ ও ২-এর শুধু ৬৯ কিমি রাস্তা তৈরির কাজই বাকি রয়েছে।

২০২২ সালের ১৭ই নভেম্বর রাজ্য সরকার ৮৫৭.২৫ কিমি ১১৪টি সড়ক প্রকল্পের জন্য PMGSY-র ছাড়পত্র পেয়েছে। PMGSY-এর ফেজ-৩, ব্যাচ-১-এর অধীনে এই প্রকল্পের জন্য ৫৮৪.৮৮ কোটি টাকা খরচ হবে, যারমধ্যে কেন্দ্র সরকার দেবে ৩৪৩.১৬ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকার ২৪১.৭২ কোটি টাকার ব্যয়ভার বহন করবে।

'মিশন নির্মল বাংলা' কর্মসূচির সফল রূপায়ণের ফলে বাংলার সব গ্রাম পঞ্চায়েত ২০২১ সাল থেকেই 'উন্মুক্ত শৌচমুক্ত' (ODF) বলে ঘোষিত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ২,৮৯,৪৬৪টি গৃহ-শৌচালয় নির্মিত হয়েছে এবং ১,৩৪৮টি সর্বসাধারণের জন্য কমিউনিটি স্যানিটারি কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে। ২০২২-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯৯০টি গ্রাম পঞ্চায়েত কঠিন ও তরল বর্জ্য নিষ্কাশন কর্মসূচির (SLWM) বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করেছে। এরমধ্যে ২৮২টি গ্রাম পঞ্চায়েত ৯৯০টি SLWM-এ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU) তৈরি করেছে, যারমধ্যে ১৬৬টি CPU চালু হয়ে গেছে। ৭,৩০,৬৮৮ সংখ্যক গৃহ থেকে কঠিন বর্জ্য সংগৃহীত হচ্ছে। ১,৪৯,১৪৫ সংখ্যক প্ল্যাটফর্ম এবং ৭২,২৩১টি পাবলিক টিউবওয়েলে Soak Pit নির্মাণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এইক্ষেত্রে ৩৬৭.৮১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (NSAP)-র অধীনে রাজ্যের দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষজনের জন্য নানাবিধ সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকার ন্যাশনাল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিম (NFBS)-এর অধীনে গ্রামীণ এলাকায় দুঃস্থ পরিবারের ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত একমাত্র রোজগেরে সদস্যের আকস্মিক মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ এককালীন ৪০,০০০ টাকা নিকট আত্মীয়কে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

‘জয়বাংলা’ প্রকল্পের অধীনে NSAP স্কিমে ২০২২-এর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ২০,৪৮,১৯০ জন উপভোক্তা উপকৃত হয়েছেন এবং এক্ষেত্রে ব্যয় হয়েছে ১,৮৮৩.৬৪ কোটি টাকা।

উপভোক্তাগণ এখন মাসের ১০ তারিখের মধ্যেই পেনশনের টাকা পাওয়ার সুবিধা লাভ করছেন। ২০২১-এর নভেম্বর থেকে সরাসরি অর্থমূল্য প্রেরণ (DBT) করার ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন’ (WBSRLM) কমসূচির অধীনে ১.০৭ কোটি গ্রামীণ মহিলাকে ১০,৩৪,৯১৭টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে স্বনিযুক্তির বন্দোবস্ত করেছে। একইসঙ্গে ৩,৩৪১ মহিলা সংঘের কর্মপরিধি বাড়ানো হয়েছে এবং ৩,৩৩৭টি মহিলা সংঘকে ১৯৬১-র পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি আইন মোতাবেক বহুমুখী প্রাথমিক সমবায় সমিতি (MPCO-S)-র সঙ্গে নথিবদ্ধ করা হয়েছে।

(WBSRLM) কর্মসূচির অধীনে ৭,৫৬,৮৯১টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ২০২১-এর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ১,১৩৪.৮৫ কোটি টাকার অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। ৩,৩৩৫টি মহিলা সংঘকে গোষ্ঠী পরিচালিত কর্মোদ্যোগের (CIF) জন্য ৯২৩.৩৫ কোটি টাকার অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। ২০২১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত গোষ্ঠী কর্মদ্যোগে ১,৯২৮.৪১ কোটি টাকার ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ৬,৩৪,৬৪৭টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ১৩,১২২.৭৯ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে, ২০২২-এর ডিসেম্বর অবধি সময় NRLM কর্মসূচির মাধ্যমে ৫,৮২,৮৩৫টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ব্যাংক মারফত ১৫,৯৬০.৭৬ কোটি টাকা ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরফলে পশ্চিমবঙ্গ এখন দেশের মধ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী উন্নয়নে দ্বিতীয় সেরা রাজ্যের খ্যাতি অর্জন করেছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী বাজারজাত ও বিপণনের জন্য কলকাতার ঢাকুরিয়াতে ‘সৃষ্টিশ্রী’ নামে একটি বিশেষ শপিং মল চালু করা হয়েছে। এছাড়াও কলকাতা

বিমানবন্দর, বাগডোগরা বিমানবন্দর, বাংলার বিভিন্ন রেলস্টেশন ও কলকাতার তিনটি শপিং মলে 'সৃষ্টিশ্রী'র বিপণন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। তদুপরি স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করার জন্য প্রতিবছর কলকাতা ও শিলিগুড়িতে 'সরস মেলার' আয়োজন করা হয়ে থাকে।

'আনন্দধারা' নামক কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে থাকে। এই কর্মসূচিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি রাজ্যের ৮২,৫০৪টি বিদ্যালয়ের ১,১৮,৯৪,৫০৪ সংখ্যক শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ইউনিফর্ম তৈরি করেছে এবং ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে এক্ষেত্রে ২৮৮.২৪ কোটি টাকার ব্যাবসা করেছে। একইভাবে নারী ও শিশুবিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে তৈরি করা খাবার (RTE) বানানোর জন্য রাজ্যের ২১টি জেলায় ৬৭টি রন্ধনশালা তৈরি করা হয়েছে। যেখানে তৈরি খাদ্য রাজ্যের ICDS পরিচালিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও ৯৩টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী আরও ৯৩টি ICDS-এর জন্য প্রস্তুত করা খাদ্য সরবরাহ করছে। এরজন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি বছরে আনুমানিক ১৮ কোটি টাকার ব্যাবসা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২০২২-২৩ অর্থবর্ষের ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত WBSRLM প্রকল্পের অধীনে ২০০.২৯ কোটি টাকা রাজ্যের তরফে মঞ্জুর করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ৩০০.৪১ কোটি টাকা পাওয়া গেছে।

৩.৮ সেচ ও জলপথ পরিবহণ

রাজ্যের যত বেশি সম্ভব অঞ্চল, বিশেষত বন্যাপীড়িত অঞ্চলগুলিকে সেচের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ১৩২টি ক্ষেত্রে কাজ শুরু করা হয়েছিল, যার বেশিরভাগ কাজই ডিসেম্বর, ২০২২-এর মধ্যে শেষ করা হয়েছে। এছাড়া, আরও ৩০৬টি প্রকল্পের কাজ সময়ানুযায়ী চলছে।

২০২২-২৩ বর্ষে দক্ষিণবঙ্গে মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের অধীনে সংস্কার সাধন করে আরও ৩৩,৯০৪ একর জমিকে সেচসেবিত এবং চাষযোগ্য করে গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও, কংসাবতী রিজার্ভার প্রোজেক্ট, ময়ূরাক্ষী রিজার্ভার প্রোজেক্ট এবং মেদিনীপুর প্রধান ক্যানেল—এই তিনটি বড় সেচ প্রকল্পে ক্যানেলগুলির সংস্কারের কাজ শেষ হওয়ার মুখে।

২০২০-র মে মাসে 'আমফান' এবং ২০২১ সালের মে মাসে 'যশ'-এর প্রাবল্যে সুন্দরবন অঞ্চলের নদীবাঁধগুলির/নদীপাড়গুলির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। ৪২৪ কিমি নদীপাড় বাঁধানো এবং ২৯৭টি আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। যারফলে এইসব অঞ্চলগুলি পরবর্তী জলপ্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

২০২২-২৩ বর্ষে ১০৫ কিমি ব্যাপী অঞ্চলে বন্যা ও নদীপাড় ক্ষয় রোধ করার জন্য সংস্কার করা হয়েছে এবং ২২৫ কিমি নদীখাত (ক্যানেল) খনন করা হয়েছে। বিগত বছরের মতো ১,১০৫ কিমি নদীখাতগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য একাকালীন ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে, যেখানে ২০২২-এর বর্ষাঋতুতে ৪৪৫ কিমি নদীখাতের সংস্কার করা হয়েছে এবং এরফলে এইসব অঞ্চলে মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমেছে।

২০২২-এ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গা-পদ্মানদীর ১৪ কিমি ব্যাপী নদীপাড় ভাঙন রোধ করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও, কাকদ্বীপ-সাগরদ্বীপের মধ্যবর্তী মুড়িগঙ্গা নদীতে বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে ড্রেজিং-এর কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে, যারফলে গঙ্গাসাগর মেলার সময় ২৪ ঘণ্টা বাধাহীনভাবে লঞ্চ চলাচল করতে পারে।

কয়েক দশকের পুরানো DVC ক্যানেল নেটওয়ার্ক-কে আধুনিক করে গড়ে তোলার জন্য দক্ষিণবঙ্গের ৫টি জেলায় কৃষিজমিগুলিকে সেচের আওতায় নিয়ে আসার জন্য এবং নিম্ন দামোদর অঞ্চলের হাওড়া ও হুগলি জেলার দীর্ঘকালীন প্রয়োজনীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ

পরিকাঠামো তৈরি করার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মেজর ইরিগেশন অ্যান্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট প্রোজেক্ট গড়ে তোলা হয়েছে। এই প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক-এর আর্থিক সাহায্যে ৩,০১৫ কোটি টাকা ব্যয় করে ১৭টি চুক্তির মাধ্যমে ৭টি ক্ষেত্রে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ২টি চুক্তির মাধ্যমে দুটি ক্ষেত্রে সেচব্যবস্থার কাজ শেষ করা হয়েছে। তদুপরি, ৩৩ কিমি ব্যাপী নদীপাড়কে উঁচু ও মজবুত করা হয়েছে এবং নদীর ড্রেজিংসহ ৭০ কিমি নদীখাতের সংস্কার সাধন করা হয়েছে ও ১১২ কিমি সেচ ক্যানেলের সংস্কার করা হয়েছে। বর্তমানে ৪টি চুক্তির ভিত্তিতে ৪টি ক্ষেত্রে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে ব্যয় হচ্ছে ৭৬১.৭৯ কোটি টাকা। এছাড়াও ৩২টি চুক্তির মাধ্যমে ১,৩০৮.৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২টি ক্ষেত্রে সেচের পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে। এই প্রকল্পগুলির কাজ ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই শেষ হবে।

কলকাতা, তৎসংলগ্ন অঞ্চল এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অঞ্চলে ২০২১ সালের বর্ষাঋতুতে জমাজলের দূরীকরণে নিকাশি পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জরিপের কাজ শেষ হওয়ার পরে নিকাশি নালার ১৪৭ কিমি ড্রেজিং-এর কাজ শুরু করা হয়েছে, যা ২০২৩-র বর্ষা ঋতুর মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। কলকাতার ৪৫টি বিশেষ অঞ্চলে স্বয়ংক্রিয় ওয়াটার লেভেল সেন্সর বসানো হয়েছে, যারফলে প্রয়োজনের সময় কলকাতার নিকাশি নালার জলের লেভেল পরিমাপ করা সম্ভব হবে।

৩.৯ জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন

২০২২-২৩ অর্থবর্ষে 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পের অধীনে ১৩,১০৫টি জলাশয় তৈরি করা হয়েছে।

২০১১-১২ সাল থেকে শুরু করে ৩১.১২.২০২২ পর্যন্ত সময়কালে মোট ৩,৯২,৯২৬টি জলাশয় তৈরি/সংস্কার করা হয়েছে।

রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে ৬টি জেলায় যথাক্রমে বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমানে পতিত জমিগুলিকে উৎপাদনশীল করার লক্ষ্যে ২০২০-র মে মাসে 'মাটির সৃষ্টি' প্রকল্প চালু করা হয়েছে। 'মাটির সৃষ্টি' প্রকল্পের অধীনে ২০২১-২২ সাল পর্যন্ত সময়কালে ৪,৬৫০ হেক্টর অনাবাদি জমিকে উদ্যানপালনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে 'মাটির সৃষ্টি' প্রকল্পের অধীনে অন্যান্য সরকারি বিভাগের সহযোগিতায় জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ নতুন SOP-র অধীনে ৪,২০০ হেক্টর জমিতে ১৪১টি ক্লাস্টারের জন্য ক্ষুদ্র পরিকল্পনার কাজ শেষ করেছে। এছাড়াও, ১২৬টি কমিউনিটি বেসড অর্গানাইজেশন (CBOs) এবং ২০টি ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনস (FPOs) গঠন করা হয়েছে। ৩০,৮৭৫ সংখ্যক হাঁস-মুরগির ছানা/ছাগল/শূকর/বাছুর ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। জলাশয়গুলিতে জোটবদ্ধ মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে চিংড়ি, চারামাছ, জিওল মাছ, বড়ো মাছ ইত্যাদি চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তদুপরি ৪৪৭ রকম বিভিন্ন প্রকার মাটি সংরক্ষণের কাজ শেষ হয়েছে।

'মাটির সৃষ্টি' প্রকল্পের অধীনে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে ১০৮টি সেচ পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে, যার ফলস্বরূপ ১,১৩৬ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে।

'জলতীর্থ' প্রকল্পের অধীনে বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো খরাপ্রবণ জেলাগুলিতে সেচ ব্যবস্থার জন্য বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার লোনা জলের জেলাগুলিতে এবং দার্জিলিং-কালিম্পং-এর মতো পার্বত্য অঞ্চলে ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। চলতি বছরে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে ২০২টি স্কিমের কাজ শেষ হয়েছে এবং ৫,২৭৮ হেক্টর জমিকে সেচসেবিত করা হয়েছে।

সূচনাকাল থেকে ধরে ৩১.১২.২০২২ পর্যন্ত সময়কালে ভূগর্ভ জলের ১,৫৭০টি ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্প তৈরি হয়েছে, যাতে ৬০,৫৩০ হেক্টর জমি সেচসেবিত হয়েছে।

গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন ফান্ড-এর অধীনে এবং নাবার্ডের আর্থিক সহায়তায় ৬৩১টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের কাজ ৩১শে ডিসেম্বর ২০২২-এর মধ্যে শেষ হয়েছে। এর ফলস্বরূপ ১৫,৩৪২ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্সিলারেটেড ডেভেলপমেন্ট অফ মাইনর ইরিগেশন প্রোজেক্ট (WBADMIP)-র অধীনে ২০২২-এর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ৭৭৯টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে এবং তারফলে অতিরিক্ত ৪,১৮৬ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা গেছে।

২,৭২৩টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩৮,২৪৬ জন কৃষককে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এছাড়াও ৭,৯২৭টি ব্যাবহারিক প্রদর্শনের মাধ্যমে কৃষি, উদ্যানপালক, মৎস্যজীবী পরিবারের ১৪,৮৫০ জনকে উন্নততর এবং আধুনিক কৃষি, উদ্যানপালন এবং মৎস্যচাষে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে কৃষক পরিবারগুলির আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎসের ক্ষেত্রে সৌরশক্তি চালিত ৭৭১টি ক্ষুদ্র সেচের কাজ শেষ হয়েছে, যেখানে ৭,৩৮৭ হেক্টর জমি সেচসেবিত হয়েছে। এছাড়াও, অতিরিক্তভাবে ক্ষুদ্র সেচের ক্ষেত্রে স্প্রিঙ্কলার ও ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচব্যবস্থা করা হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১৬টি স্প্রিঙ্কলার ইরিগেশন এবং ১৩টি ড্রিপ ইরিগেশন স্কিমের কাজ শেষ হয়েছে। যাতে করে ৪৫৩.৭ হেক্টর এবং ৬৬.৪ হেক্টর জমি সেচসেবিত হয়েছে, যা পুরোটাই সৌরশক্তি চালিত।

WBADMIP-র অধীনে সেচের সুব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ভূগর্ভ জলের সংরক্ষণ করা এবং পুরোনো ও পলি পড়া-ভগ্ন খাঁড়িগুলিকে সংস্কার করা হয়েছে। 'জলতীর্থ' ও অন্যান্য প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের ফলে শীতকালীন শস্য ও মৎস্যচাষের মাধ্যমে এই অঞ্চলগুলির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে ৩১শে ডিসেম্বর-২০২২ পর্যন্ত ১৩২ কিমি পুরোনো পলি পড়া খাঁড়িগুলিকে সংস্কার সাধন করা

হয়েছে এবং তারফলে ৩,০০০ হেক্টর জমি সেচসেবিত হয়েছে। এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে জলবায়ু সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা মোকাবিলায় স্থিতিশীলতা এসেছে। ভূগর্ভের জলের পরিপূরণ হচ্ছে, জলের লবণাক্ততা কমেছে। সর্বোপরি পর্যাপ্ত বৃক্ষরোপণের ফলে নদীবাঁধগুলির ক্ষয় অনেকটাই কমেছে এবং ঝড়ের প্রকোপ অনেকটাই রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

৩.১০ সমবায়

এই রাজ্যের সমবায় আন্দোলনকে পরিকাঠামোগত ও আইনগত দিক থেকে খুব শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হয়েছে। ২৯,০০০ এরও বেশি সমবায় সমিতিতে ৮৫ লক্ষেরও বেশি সদস্যের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কৃষি, বিপণন, উপভোক্তা বিষয়ক, আবাসন এবং কর্মক্ষেত্রে সমবায় সংস্থা একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বিগত বছরগুলিতে সমবায় বিভাগ অধিক সংখ্যক সদস্যকে সমবায়ের সুবিধা, কৃষি উন্নয়ন, গ্রামীণ পরিকাঠামো নির্মাণ এবং যেখানে ব্যাঙ্ক পরিষেবা পৌঁছোয়নি সেইসব ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে মহিলাদের সার্বিক উন্নতিতে বিশেষ জোর দিচ্ছে।

সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ১১.১৫ লক্ষ কৃষকসদস্যকে কৃষিঋণ বাবদ ৩০৮৫.৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ৩০.১১.২০২২ অবধি মোট ১২,৫৪,৬৮২ জন সদস্যের মধ্যে রুপে কিষান কার্ড (RuPay Kisan Card) ইস্যু করা হয়েছে। প্রাইমারি এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি (PACS)-র মাইক্রো এটিএম (Micro ATMs)-এর মাধ্যমে কৃষক ভাইদের মধ্যে শস্যঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(KMS) ২০২১-২২ এর অধীনে রাজ্যের বিভিন্ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে ২১.০৩ লক্ষ মেট্রিকটন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, বেনফেড (BENFED)-এর অধীনে ৫৪৩টি সমবায়ের সহায়তায় ২.৫৭ লক্ষ কৃষকের থেকে ৫.৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধান

এবং কনফেড (CONFED)-এর অধীনে ৩৮টি সমবায়ের সাহায্যে ৭৪,৭৬৯ মেট্রিক টন ধান ৪১,৩৪৯ জন কৃষকবন্ধুর কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

রাজ্যের ৯,১৬৩টি নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠিত হওয়ার ফলে মোট ২,৩৮,৫২৬টি গোষ্ঠী বর্তমানে কাজে নিযুক্ত। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণ বাবদ ১,১২১.৯৮ কোটি টাকা গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

এপর্যন্ত ২,৮৫৩ জন শিক্ষার্থীকে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড স্কিমের আওতায় এনে উচ্চশিক্ষায় ঋণ দেওয়া হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড এবং বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড তাদের গ্রাহকদের জন্য ভ্রাম্যমান ব্যাঙ্কিং পরিষেবা কেন্দ্র চালু করেছে।

চলতি বছরে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার (RKVY) আওতায় ১৪টি গ্রামীণ শস্যাগার তৈরি করা হয়েছে যার মোট ধারণক্ষমতা ১,৪০০ মেট্রিক টন। এর জন্য ব্যয় হয়েছে, ২.৪৬ কোটি টাকা। ৩,৩০০ মেট্রিক টন শস্য সংরক্ষণের উপযোগী আরও ৩৩টি গ্রামীণ গুদামঘর তৈরির কাজ চলছে। আশা করা যাচ্ছে আগামি অর্থবর্ষের মধ্যে এই কাজ শেষ হয়ে যাবে।

এছাড়াও ৩টি কৃষি-যন্ত্রাংশ হাব, ১টি বহুমুখী হিমঘর, ১টি কৃষিপণ্য বিক্রয় কেন্দ্র ও কর্মশালা তৈরির কাজ চলছে এবং দ্রুত শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে চলতি অর্থবর্ষে রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (RIDF) এবং ওয়ার হাউস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড (WIF)-এর অধীনে ১০,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি এবং ২,০০০ মেট্রিক টন শস্যধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি গুদামঘর তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর জন্য ব্যয়িত হয়েছে যথাক্রমে ১০.৪৪ কোটি টাকা এবং ৭.১০ কোটি টাকা।

এছাড়া, ১৬.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিক্ষেত্রে ১,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন আরও ১০টি গুদামঘর, এবং ৪.৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি ধানবীজ তৈরির ক্ষেত্র চলতি অর্থবর্ষে শেষ হয়েছে।

আরও ১০,০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ৮টি গুদামঘর, ১,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১৭টি গুদাম এবং ২,০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ১০টি গুদাম, ৫,০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ৫টি গুদাম এবং ১৬টি ধানবীজ তৈরির ক্ষেত্রের নির্মাণ কাজ চলছে।

৩.১১ বন

ন্যাশনাল ফরেস্ট পলিসি এবং ন্যাশনাল অ্যাকশান প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর সুপারিশ অনুযায়ী ৪৪৮৮ হেক্টর জমিকে বনাঞ্চলে পরিণত করা হয়েছে এবং বনসৃজনের লক্ষ্যে ৯১.২০ লক্ষ গাছের চারা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এর ফলে বন ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষিত হয়েছে, সেই সঙ্গে সকলের জন্য সবুজায়ন সমৃদ্ধ সুস্থ পরিবেশ সুনিশ্চিত হয়েছে। বন দপ্তর 'জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট-এর উপর A People's Movement' বিভাগে SKOCH Awards 2022- নামাঙ্কিত প্লাটিনাম অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।

ভারতের সেন্ট্রাল জু অথরিটি (CZA), দার্জিলিঙের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক-কে 'কার্যকরী ব্যবস্থাপন ও মূল্যায়ন' (Management Effectiveness Evaluation)-এর নিরিখে প্রথম স্থানের সম্মান প্রদান করেছে। ওই একই মূল্যায়নের ভিত্তিতে মাঝারি এবং ছোটো চিড়িয়াখানাগুলির মধ্যে কলকাতার আলিপুর জুলজিক্যাল গার্ডেন দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

'সবুজশ্রী' কর্মসূচির আওতায় শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত প্রসূতি মা ও তার নবজাতক শিশুর জন্য ৫৩,০১,৬৩৫টি গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (WBFDCL) সরাসরি বিক্রয় সংক্রান্ত নিলামের পরিবর্তে সম্পূর্ণ অন-লাইন মাধ্যম ব্যবহার করে ই-অকশন চালু করছে। এর ফলে পুরো প্রক্রিয়াটাই স্বচ্ছ, বিশ্বাসযোগ্য, সহজসাধ্য ও ঝামেলামুক্ত হয়েছে। চলতি বছরে ই-অকশনের মাধ্যমে ১২০০ মতো নিলাম ডাক কার্যকর করা হয়েছে এবং বিক্রয়কর বাবদ ২২৮ কোটি টাকা আদায় হয়েছে।

হারিয়ে যাওয়া বনভূমিকে পুনরুদ্ধার করা ও পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য কমপেনসেটরি অ্যাফরেস্টশান ফান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং অথরিটি (CAMPA) বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। এর ফলে ৩৯৭.৫৪ হেক্টর জমি বনভূমিতে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং ৮৭৪.০১ হেক্টর পুরোনো কমপেনসেটারি অ্যাফরেস্টশনের জমিতেও বনাঞ্চল রক্ষা করা হচ্ছে।

Ease of Doing Business (EoDB) কে ত্বরান্বিত করতে ন্যাশনাল ট্রানজিট পাশ সিস্টেম অনলাইন ননফরেস্ট এরিয়া সার্টিফিকেশন এবং ডিসটেন্স ফ্রম ফরেস্ট সার্টিফিকেশন অনলাইন মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে।

রাজাভাতখাওয়া সংলগ্ন বনাঞ্চলে Gyps প্রজাতির শকুনের (এশিয়ার মধ্যে বিশেষ প্রজাতি) প্রজনন ও সংরক্ষণের কাজ সফলভাবে শুরু হয়েছে। বর্তমানে ওই অঞ্চলে তিনটি বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির ১৪৬টি শকুনকে রাখা হয়েছে। গত জুলাইয়ে ১০টি হোয়াইট ব্যাকড প্রজাতির শকুন ও ৩টি হিমালয়ান জিফনকে Platform Transmitter Terminals (স্যাটেলাইট ট্যাগ) লাগিয়ে বনাঞ্চলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

২০০৮ সাল থেকে 'টার্টল সারভাইভাল অ্যালায়েন্স ইন্ডিয়া'র সহযোগিতায় সুন্দরবনের টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট অঞ্চলে ভাতাগুর বাস্কা (Northern River Terrapin) প্রজাতির কচ্ছপ সংরক্ষণ কর্মসূচি চালু রয়েছে। ২০১২ সালে এই প্রজাতির ৩৩টি কচ্ছপশাবক থেকে বর্তমানে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে এখন সর্বমোট ৩৮৯টি কচ্ছপ হয়েছে।

সংরক্ষণ ও প্রজনন কর্মসূচি হাতে নেওয়ার পর থেকেই অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে রেড পাণ্ডা, রেড জাঙ্গল ফাউল (বনমোরগ) এবং হিমালয়ান গরাল-এর সংখ্যা সন্তোষজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের স্নো লেপার্ড সংরক্ষণ ও প্রজনন কর্মসূচির আওতায় দার্জিলিং-এর পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক-ই একমাত্র সফল প্রতিষ্ঠান।

JICA-র আর্থিক সহায়তায় ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট অ্যান্ড বায়োডায়ভার্সিটি কনজারভেশন প্রোজেক্ট-এর প্রথম পর্যায়ের সাফল্যের পরে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে ফরেস্ট অ্যান্ড বায়োডায়ভার্সিটি কনজারভেশন ফর ক্লাইমেট-রেজিলেন্স এনহান্সমেন্ট-এর প্রকল্প রূপায়ণের খরচ বাবদ ৬৫০ কোটি টাকার আর্থিক অনুমোদন পাওয়া গেছে।

২০১৭ সাল থেকে প্রতি বছর 'বক্সা বার্ড ফেস্টিভাল' অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ২৪৬টি প্রজাতির পাখি নথিভুক্ত করা হয়েছে। ২০২২ সালে গন্ডারের সংখ্যা গণনা করা হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে গত তিন বছরে গন্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৮৯ থেকে ৩৪৭ হয়েছে।

২০২১-২২ সালে সর্বভারতীয় ব্যাঘ্র গণনা কর্মসূচির অধীনে ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। রাজ্যে গাঙ্গেয় শুশুক (Gangetic Dolphin) ও ঘড়িয়াল সংরক্ষণ কর্মসূচি (২০২১ থেকে ২০৩১) MoEF & CC-র অনুমোদন পেয়েছে। গঙ্গা ও রূপনারায়ণ নদীবক্ষে এর কাজ শুরু হয়েছে এবং সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা ও সক্ষমতা তৈরির ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়েছে।

রাজ্যে হাতি ও মানুষের সংঘর্ষ রুখতে আগাম সতর্কতা স্বরূপ 'গজমিত্র কর্মসূচি' চালু হয়েছে।

রাজ্যে ৩৪টি ইকো-টুরিজম কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। সুন্দরবনের মধু সংগ্রহে ইকো ডেভেলপমেন্ট কমিটি গঠন করে প্রায় ১৬.০৬ মেট্রিক টন অপরিশোধিত মধু আহরণ করা গেছে।

৩.১২ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নততর করার জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্য সরকার সর্বদাই বিশেষ গুরুত্ব দেয়। বিগত ১০ বছরে স্বাস্থ্যের মানদণ্ডের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। এই সময়ে মধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগের বাজেট খাতে ব্যয়বরাদ্দ যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১০-১১ সালে যা ছিল ৩,৫৮৪ কোটি টাকা, ২০২২-২৩ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৯,৪৭১.৯৪ কোটি টাকা।

২০১১ সালের ৬৮.১০% প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের তুলনায় ২০২২ সালে ৯৯% প্রসব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে হয়েছে। ২০২২ সালে প্রসূতি মৃত্যুর হারও প্রতি লক্ষে ১০৯-এ নেমে এসেছে, যা ২০১১ সালে ছিল ১১৭। বলাবাহুল্য এই হার জাতীয় প্রসূতি মৃত্যুর হার ১১৩-র চেয়েও কম। এই সময়ে রাজ্যের নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৯,যেখানে ২০১১ সালে এই হার ছিল ৩২। এক্ষেত্রেও জাতীয় হার ২০২১ সালের ৩২-এর তুলনা রাজ্যের হার অনেক কম।

২০২২ সালের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৯৯.৬০% শিশুর সম্পূর্ণ টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১১ সালে এই হার ছিল ৬৫%।

'মাতৃ মা' পোর্টালের মাধ্যমে ১.২৫ কোটি সন্তানসম্ভাব্য দম্পতির স্বাস্থ্য, ৭.৪ লক্ষ গর্ভবতী মায়ের প্রাক্‌প্রসব স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ১০.১৮ লক্ষ শিশুর টিকাকরণে নজর রাখা হচ্ছে।

কোভিড-১৯ অতিমারির আবহে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নির্মাণ ও পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রভূত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব থেকে এ পর্যন্ত রাজ্য সরকার অতিমারি প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনায় ২,৯৯২ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। রাজ্যের

২৮টি হাসপাতালে লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন প্লান্ট (LMO) কার্যকর করা হয়েছে এবং ৭৬টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রেসার সুইং অ্যাবসরপ্শন (PSA) প্লান্ট বসানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে কোভিড উত্তাল পরিস্থিতিতে সপ্তাহে সাত দিনই ২৪ ঘণ্টা টেলি-মেন্টাল হেলথ সার্ভিস দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে দূরভাষ মাধ্যমে টেলি-কনসালটেশন, টেলি মেডিসিন, সাইকোলজিকাল টেলি কনসালটেশন ইত্যাদি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অন্যতম পথপ্রদর্শক কর্মসূচি হল 'স্বাস্থ্য সাথী স্কিম'। ২০২২-এর ৩১ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ২.৪১ কোটি পরিবার এই স্কিমের সুবিধা লাভ করেছে। শুরুর সময় থেকে এপর্যন্ত ৪৫.৪৮ লক্ষ মানুষ এই স্কিমের আওতায় চিকিৎসা পরিষেবা লাভ করেছে। আর এর জন্য ব্যয় করা হয়েছে ৬,১৯৯.৯৪ কোটি টাকা।

চিকিৎসা পরিষেবার আরও একটি অনন্য কর্মসূচি হল 'চোখের আলো' যা ২০২১ সালের ৪ঠা জানুয়ারি থেকে চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সকলের জন্য চোখের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এই পর্যন্ত ৪৯.৯৪ লক্ষ লোক এই পরিষেবায় চক্ষু পরীক্ষা করিয়েছেন এবং তার মধ্য থেকে ৭.৪ লক্ষ লোক ছানি অপারেশন করিয়েছেন। চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে বিশেষ করে অল্প আয় গোষ্ঠীর বয়স্ক মানুষজনের মধ্যে ১২.১ লক্ষ চশমা দেওয়া হয়েছে। স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যেও ৬৩,৪৬৩টি চশমা বিতরণ করা হয়েছে।

'স্বাস্থ্য ইঙ্গিত' নামে এক নতুন টেলিমেডিসিন স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু হয়েছে। এই পরিষেবা শুরু থেকেই দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং ইতিমধ্যেই জাতীয় স্তরে SKOCH অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। এপর্যন্ত ৯৪.৪৮ লক্ষ লোক টেলি কনসালটেশনের মাধ্যমে এই সুবিধার আওতায় এসেছে। রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এই টেলিমেডিসিনের সুবিধা পৌঁছে যাচ্ছে। ৩৭টি HUBS (এর মধ্যে সব জেলা এবং সবকটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং SSKM-এর একটি কেন্দ্রও ধরা আছে), ৫টি সুপার স্পেশালিস্ট HUBS

(নিউরোলজি, অঙ্কোলজি, নেফ্রোলজি, গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজি ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ বিভাগসহ) চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে ৫,৯৩৬টি কেন্দ্র থেকে এই পরিষেবার কাজ চলছে।

রাজ্যে এখন ১০,৩৫৭টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ২৭৩টি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৭৫টি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে ৮,১০১টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৯১৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৪৫৯টি সদর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৩৪৪টি সদর স্বাস্থ্য সুরক্ষা কেন্দ্র এবং ২৭১টি আয়ুষ উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করে সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র রূপে গড়ে তোলা হয়েছে। এখন থেকে এই কাজে সু-স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ৮,১০১ জন কমিউনিটি হেলথ অফিসার (CHO) চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করবেন। ২০২২-২৩ থেকে রাজ্য সরকার বিভিন্ন সরকারি ভবনগুলিতে এবং বাড়িভাড়া নিয়ে ২,২০৩টি আরও নতুন উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করেছে।

রাজ্যে পিপিপি মডেলে ফেয়ার প্রাইস মেডিসিন শপ (FPMS) চালু আছে। ২০১২ সালে এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে ১১৭টি ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান ওষুধের সর্বোচ্চ দামের উপর ৪৮% থেকে ৮০% পর্যন্ত দামে ছাড় দিচ্ছে। শুরু থেকে নিয়ে এপর্যন্ত প্রায় ৮.১ কোটি প্রেসক্রিপশনের উপর ২,৪৩৫.৪১ কোটি টাকার বিশেষ ছাড়ের সুবিধা রোগী লাভ করেছেন।

এছাড়ও মেডিকেল কলেজ ও অন্যান্য হাসপাতালে ফেয়ার প্রাইস ডায়গোনেস্টিক সেন্টার (FPDC) ও ডায়ালিসিস সেন্টার চালু করা হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে ১৫৬টি ইউনিট, ১৮টি MRI, ৪৬টি CT Scan, ৩৩টি ডিজিট্যাল এক্সরে, ১৩টি অডিয়ো ভেস্টিবুলার ক্লিনিক এবং একটি পেট স্ক্যান এবং ৪৫টি ডায়ালিসিস ইউনিট চালু আছে। সূচনালগ্ন থেকে এক্ষেত্রে ১,১৮৬.১৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং এতে ১.৯৭ কোটি রোগী উপকৃত হয়েছেন।

রাজ্যে ২০১১ সালের ১০টি মেডিকেল কলেজের জায়গায় এখন বর্তমানে ৩৩টি মেডিকেল কলেজ চালু আছে। এর মধ্যে ২৪টি-ই সরকারি মেডিকেল কলেজ। কলেজ গুলিতে MBBS-এ আসন সংখ্যাও ২০১১ সালের ১,৩৫৫টি থেকে বেড়ে ২০২২ সালে ৪,৮৫০টি করা হয়েছে।

অপর দিকে নার্সিং শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে ২০১১ সালে রাজ্যে যেখানে ৪৫টি নার্সিং ট্রেনিং স্কুল (NTS) ছিল সেখানে ২০২২-এ তা বেড়ে হয়েছে ৪৯৯টি। একই রকমভাবে নার্সিং শিক্ষার আসন সংখ্যাও ২০১১ সালের ২,২৬৫ থেকে বেড়ে বর্তমানে ৩০,২৪২ হয়েছে।

রাজ্যের ৪২টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে প্রায় ১৪,০০০ শয্যা তৈরি করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত ৪১টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল-এ (SSH) রোগী চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন। বেলদা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালটিও খুব শীঘ্রই চালু হয়ে যাবে।

২০১১ সালে রাজ্যে যেখানে ৫৮টি ব্লাড ব্যাঙ্ক ইউনিট ছিল, সেই জায়গায় ২০২২-২৩ সালে ৮৭টি ইউনিট কাজ করছে। এছাড়াও, ৩৬টি ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিট (BCSU) এবং ৭৩টি ব্লাড স্টোরেজ ইউনিট (BSU) সর্বক্ষণ পরিষেবা দিচ্ছে। রাজ্যে ২০১১ সালের ৯টি BCSU-এর তুলনায় এখন প্রায় চার গুণ বেশি ইউনিট কাজে বহাল আছে।

রাজ্যে এখন ৪৭টি ট্রমা কেয়ার সেন্টার (লেভেল II ও III) চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছে, SSKM হাসপাতালেও এখন থেকে রোগীরা লেভেল-I ট্রমা কেয়ারের সুবিধা পাচ্ছেন।

রাজ্যে কলকাতায় অবস্থিত IPGMER এবং শিলিগুড়িতে অবস্থিত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের সঙ্গে মুম্বই-এর টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির 'ক্যানসার হাব' গঠনের জন্য মউ (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

আয়ুষ পদ্ধতিতে চিকিৎসা যেহেতু ব্যয়সাশ্রয়কারী এবং সব বয়সের জন্য উপযোগী, তাই এই চিকিৎসা স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এর বিভিন্ন

শাখা; যেমন— আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও যোগা-এর উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এই লক্ষ্যে হাওড়ার বেলুড়ে একটি নতুন যোগা অ্যান্ড নেচারোপ্যাথি কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল স্থাপন করা হয়েছে। এখান থেকে প্রতিবছর ৬০টি আসনে ব্যাচেলর অফ নেচারোপ্যাথি অ্যান্ড যোগিক সায়েন্সেস-এর ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ২৭১টি আয়ুষ সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও তার সঙ্গে যুক্ত যোগা কেন্দ্র ও ভেষজ উদ্যান তৈরি হয়েছে।

রাজ্যে এখন সরকার পোষিত ৬টি মানসিক হাসপাতাল রয়েছে যার মোট শয্যা সংখ্যা-১,০৮০। অন্যদিকে জেলা হাসপাতালগুলিতে মানসিক রোগীদের চিকিৎসার স্বার্থে ডে কেয়ার এবং IPD পরিষেবা প্রদান করার জন্য মানসিক চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে। কোলকাতার ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রি এবং ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের মানসিক চিকিৎসা বিভাগে দুটি উৎকর্ষ কেন্দ্র কাজ শুরু করেছে।

৩.১৩ বিদ্যালয় শিক্ষা

২০১১-সাল থেকে এরাজ্যে বিদ্যালয় শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি ও সঙ্গতিপূর্ণ উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে উন্নত মানের শিক্ষা প্রসার ও ছাত্রদের বিদ্যালয়মুখী করে তোলার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভবপর হয়েছে। ৭৬২টি জুনিয়ার হাই স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়েছে, ২,১১৪টি হাই স্কুলকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। উত্তরোত্তর ছাত্রবৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে ৭,২৫১টি নতুন স্কুল বিল্ডিং ও ২,২১,৮৪৯টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিকে ICT @ School Programme-এর অধীনে আনার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ৯,৩০৫টি স্কুলকে ICT -কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

এছাড়াও স্কুলগুলিতে ৪০,৮০২টি ছাত্রী-শৌচাগার ও ২৪,১১৫টি ছাত্র-শৌচাগার এবং ৭,৩০৪টি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু (CWSN)-দের শৌচালয় তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ১০.৯৩ কোটিরও বেশি ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ইউনিফর্ম

দেওয়া ও প্রাক্-প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের-(CWSN) জন্য ২১,৭০০টিরও বেশি ব্রেইলপুস্তক (দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের জন্য) এবং বড়ো হরফে ছাপা পুস্তক (ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য) বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ৬১,২১২ জন ছাত্রী ও ২৮,৩২৩ জন CWSN পড়ুয়াদেরপাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাসামগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পের অধীনে সরকারি, সরকার পোষিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের এবং মাদ্রাসার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের ই-লার্নিং-এর সুবিধার্থে ট্যাব বা স্মার্টফোন কেনার জন্য এককালীন ১০,০০০ টাকা করে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছে। এখনও পর্যন্ত এই স্কিমে ২৬,৯৭,৩৭৭ জন ছাত্র-ছাত্রী এই বিশেষ সুবিধা লাভ করেছে, এর মধ্যে ২০২২-২৩ সালে ৯,৮১,৩২৪ জন ছাত্র-ছাত্রী এই সুবিধা পেয়েছে।

২০১৫-২০২১ সাল পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের মার্কশিট ও সার্টিফিকেটগুলি ডিজিলকার (Digilocker Platform)-এর মাধ্যমে আপলোড করে তথ্যসংরক্ষণ করা হয়েছে এর ফলে ছাত্র-ছাত্রী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে তা সহজে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এছাড়াও, ২০২২ সালের ৩ নভেম্বর থেকে একটা অন-লাইন পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে CBSE ও CISCE বোর্ড ও কাউন্সিলের অধীনে থাকা স্কুলগুলিকে অনুমোদন দিতে নো-অবজেকশান সার্টিফিকেট (NOC) প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার, মিড-ডে-মিল (পি এম পোষণ) কর্মসূচির অধীনে, এরাজ্যের ১০০% সরকারি, সরকার পোষিত, ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের ১.১৮ কোটি ছাত্র-ছাত্রীকে রান্না করা খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ছাত্রদের মিড-ডে-মিল রান্না করার সুবিধার্থে রাজ্যের ১০০% স্কুলে LPG গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা ক্ষেত্রে ২০২১ সালে ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভের র‍্যাঙ্ক অনুসারে শিক্ষার ধারাবাহিক মানোন্নয়ন করে সপ্তম স্থানে জায়গা করে নিয়েছে। অন্যদিকে ভারত সরকার প্রকাশিত (Foundational Numeracy Index, 2022) অনুসারে এই রাজ্য অন্যান্য বড়ো রাজ্যগুলির তুলনায় উচ্চস্থান অধিকার করেছে।

৩.১৪ উচ্চ শিক্ষা

বিগত ১১ বছরে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা খাতের বাজেটে ব্যয়-বরাদ্দ দশ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১০-১১ সালে রাজ্য পরিকল্পনা খাতে মোট অর্থ বরাদ্দ যেখানে ছিল ১২০ কোটি টাকা, সেখানে ২০২২-২৩ সালে ব্যয়-বরাদ্দ বেড়ে ১,২৪৪.৪০ কোটি টাকা হয়েছে। এই বৃদ্ধি স্পষ্টতই দেখা যাবে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা নিরিখে। বিগত ১১ বছরে ১২টির জায়গায় রাজ্যে এখন ৪২টি বিশ্ববিদ্যালয়, যার মধ্যে ৩১টি রাজ্যপোষিত এবং বাকি ১১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। অন্যদিকে সরকারি এবং বেসরকারি মিলিয়ে বর্তমানে ৫০৯টি কলেজ কার্যরত, যার মধ্যে ৫২টি নতুন কলেজ এই ১১ বছরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলস্বরূপ ছাত্র ভর্তির সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০-২০১১ সালে যেখানে উচ্চ শিক্ষায় ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩.২৪ লক্ষ সেই জায়গায় ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২২.২৯ লক্ষ।

২০২২-২৩ অর্থবর্ষের ৩-১১-২০২২ তারিখ থেকে স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিনস্ স্কিমে মেধাবৃত্তি পাওয়ার আবেদনের জন্য একটি অন-লাইন পোর্টাল চালু হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ৬০% থেকে ৭৫% নম্বরপ্রাপ্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রী এই পোর্টালে আবেদন করতে পারবে যাদের বার্ষিক পারিবারিক আয় অনধিক ২.৫০ লক্ষ টাকা। ২৭-১২-২০২২ পর্যন্ত এই পোর্টালে ৮,৩৯,৯২২টি আবেদন জমা পড়েছে।

রাজ্য সরকার ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষার সুবিধার্থে কন্যাশ্রী স্কিমের সুবিধাপ্রাপ্ত স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত ছাত্রীদের জন্য কন্যাশ্রী-৩ প্রকল্প চালু করেছে। গত অর্থবর্ষে

৩৩,৫১২ জন ছাত্রী কন্যাশ্রী-৩ প্রকল্পের সুবিধালাভ করেছে এবং এই অর্থবর্ষে ২৭.১২.২০২২ পর্যন্ত ৩৩,৮৪৮ জন ছাত্রী কন্যাশ্রী-৩ প্রকল্পে আবেদন করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বা বিদেশে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ৩০শে জুন ২০২১ থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টুডেন্টস্ ক্রেডিট কার্ড স্কিম চালু হয়েছে। ৩১-১২-২০২২ পর্যন্ত ১,৫০,৩৩৭টি আবেদনের মধ্যে ১,৪৩,২১৭টি আবেদনপত্র সরাসরি ব্যাংকে প্রেরিত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৩৯,৪৯০টি অনুমোদন পাওয়া আবেদনের জন্য মোট ১১৭০.৮৫ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদিত হয়েছে।

৩.১৫ কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন

কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ আমাদের যুবদের দক্ষতা, কর্মসংস্থান এবং এর সুযোগ বাড়ানোর জন্য শিল্পক্ষেত্রে কুশলী কর্মী জোগানের উদ্দেশ্যে নিরন্তর পরিকাঠামোগত উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এই বিভাগের অধীনে থাকা 'ইন্ডাস্ট্রি রিসোর্স সেল' যৌথভাবে উদ্যোগ নিয়ে শিল্প বিস্তারে সহায়তা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সব রকমের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

মডেল প্রতিষ্ঠান (যা NBA বা তদ্রুপ মান স্বীকৃত) তৈরির জন্য পরিকাঠামো, সম্পদ উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করা এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সবধরনের পরিকল্পনা তৈরি করা— এই সব কাজের জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট সেল তৈরি করা হয়েছে। এই সেল পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রস্তাব এবং তার নিরিখে পরিকল্পনাগুলির পরীক্ষাও করে।

উৎকর্ষ বাংলার মধ্যস্থতায় এপর্যন্ত প্রায় ২৩.৫ লক্ষ কর্মপ্রার্থীর কর্মোপযোগী স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত হয়েছে। 'কর্মদিশা' (কেরিয়ার কাউন্সেলিং অ্যাপ)-এর মাধ্যমে প্রায় ১.১৬ লক্ষ কর্মপ্রার্থী নথিভুক্ত হয়েছেন।

বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী জেলা দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা ২৩ জেলার জন্য আরও আধুনিক করা হয়েছে এবং জেলাগুলিকে অ্যাকশন প্ল্যানের ব্যাপারে সচেতন করা হয়েছে।

অধিকর্তার দপ্তর, রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় অন্তত একটি করে পলিটেকনিক খোলার পরিকল্পনা রূপায়নের কাজ করে চলেছে। বর্তমানে রাজ্যের ৬৯টি মহকুমার মধ্যে ৬১টি মহকুমায় একটি করে পলিটেকনিক চালু আছে। ২০২২ সালে AICTE অনুমোদিত আরও দুটি নতুন সরকারি পলিটেকনিক একটি আলিপুরদুয়ারে এবং অন্যটি দাসনগরে চালু হয়েছে। রাজ্যে পলিটেকনিকগুলিতে মোট ভর্তির সিট সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যা ২০১১-এর ১লা জুনে ছিল ১৭,১৮৫ তা ২০২২ সালে এক লাফে বেড়ে হয়েছে ৪১,১৬২।

নতুন পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাম্প্রতিক প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষার পাঠক্রম যুক্ত করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে মেকাট্রনিকস, ট্র্যাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম, রিনিউয়েবল এনার্জি, সাইবার ফরেন্সিক অ্যান্ড ইনফরমেশন সিক্যুরিটি, ইনটেরিওর ডেকরেশন ইত্যাদি নতুন নতুন বিষয়ে শিক্ষা চালু হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা অধিকর্তার দপ্তরের অধীনে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কাজের জন্যই একটি ট্রেনিং ও প্লেসমেন্ট সেল চালু করা হয়েছে। সেখান থেকে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউর মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে ও প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে ২৯৮টি ITI (৫৩টি সরকারি, ৯৭টি PPP মডেলে চলা সরকারি ITI এবং ১৪৮টি বেসরকারি ITI) রাজ্যে চালু আছে যার মোট আসন সংখ্যা ৯৫,২১৪টি। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্যে PPP পদ্ধতিতে আরও ১৯টি ITI চালু করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

প্রতিমাসে ৮টি ITI শিক্ষাকেন্দ্রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এরফলে ITI পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক বেশি শিক্ষানবিশ প্রকল্পের তথা শিল্পমুখী শিক্ষার অভিজ্ঞতা পাবে।

২০২২ সালে অল ইন্ডিয়া ট্রেড টেস্ট (AITT)-এ এই রাজ্যের ITI পাশ ছাত্র-ছাত্রীরা নজরে পড়ার মতো সাফল্য অর্জন করেছে। এবছর এরাজ্য থেকে ৪ জন ছাত্রী শীর্ষস্থান দখল করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বোত্তম রাজ্য বলে ঘোষিত হয়েছে।

২০১৯ সালে রাজ্য সরকার M/s Siemens সংস্থার সঙ্গে একটি মৌ (MoU) স্বাক্ষর করেছে। এর মাধ্যমে Dual VET কর্মসূচির আওতায় ১২টি সরকারি ITI-র প্রশিক্ষিতরা অন জব ট্রেনিং (OJT)-এর সুবিধা লাভ করেছে। এখন আরও ৩৮টি ITI এই কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছে। ১১টি বিভিন্ন শাখায় এই প্রশিক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলস্বরূপ ৬,৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী তাদের কোর্স চলাকালীন অবস্থায় প্রশিক্ষণ লাভ করেছে।

M/s L & T PBSSD'র অধীনে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ITI বহরমপুর ও ITI সিউড়িতে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু হয়েছে। ঝাড়গ্রাম ITI-তেও খুব শীঘ্রই চালু করা হবে। ১৭৬ জন প্রার্থী M/s L & T সংস্থা কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছে এবং ১০০%-ই চাকরিতে নিয়োগ পেয়েছে।

বর্ধমানের মহিলা ITIতে M/s Mahindra & Mahindra'র উদ্যোগে অটোমোবাইল ক্ষেত্রে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। M/s TATA Metaliks-ও শীঘ্রই PBSSD-র অধীনে প্রথম বার স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করতে চলেছে।

NSDC-র পক্ষ থেকে Skill India International (SII)'র অধীনে ১০টি ITI–কে বাছাই করে জাতীয়স্তরের মানদণ্ড অনুযায়ী মূল্যাঙ্কন করার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে করে ITI প্রশিক্ষিতরা দেশের বাইরে কাজের সুযোগ পাবে।

৩.১৬ যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিশোর প্রতিভাদের সুযোগ দেওয়ার জন্য রাজ্যে স্টুডেন্ট ইয়ুথ সায়েন্স ফেয়ার এবং স্টুডেন্ট ইয়ুথ ফেস্টিভাল-এর আয়োজন করা হয়। এগুলিতে রাজ্যের সব প্রান্ত থেকে প্রতিযোগীরা যোগদান করে। রাখীবন্ধন উৎসব, বিবেক চেতনা উৎসব, সুভাষ উৎসব, পর্বতারোহণ ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যুবক-যুবতীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নদিয়া জেলার শান্তিপুর স্টেডিয়ামে দর্শকদের জন্য গ্যালারি নির্মাণ এবং বাঁকুড়া জেলার খারিংদুংরি স্পোর্টস কমপ্লেক্স-এর কাজ সম্পূর্ণ করে জেলা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আসানসোল যুবআবাস, হলদিয়া যুবআবাস এবং কিশোরভারতী স্টেডিয়াম যুবআবাসের উদ্বোধন করা হয়েছে এবং এগুলি বর্তমানে কার্যকর করা হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় যৌথভাবে ডুরান্ড কাপ ২০২২ সফলভাবে শেষ হয়েছে।

বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম এবং কিশোরভারতী স্টেডিয়ামের উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বেঙ্গল টেবিল টেনিস একাডেমি সফলভাবে চলছে এবং এরফলে রাজ্যের যুব সমাজের বিশেষ উন্নয়নের সুবিধা হয়েছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত স্তরে এবং সংস্থাগতভাবে বিভিন্ন পুরস্কার তথা অনুদান দেওয়া হয়। 'খেলাশ্রী' প্রকল্পের অধীনে ক্লাবগুলিকে এবং কোচিং ক্যাম্পগুলিকে বার্ষিক অর্থসাহায্য করা হয় এবং 'খেলসম্মান' পুরস্কার দেওয়া হয়।

৩.১৭ তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক

UNESCO ২০২১ সালে কলকাতার দুর্গাপূজাকে 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অফ্ হিউম্যানিটি'-র নথিভুক্ত হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই সাফল্যের প্রতিদানে UNESCO-র প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার ২০২২-এর সেপ্টেম্বর মাসে রেড রোডে এক বিশাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এই অনুষ্ঠানে UNESCO-র প্রতিনিধি, কূটনীতিবিদ, বিশিষ্ট শিল্পপতি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

২০২২-এর ১৫ই ডিসেম্বর কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে ২৮তম 'কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল (KIFF)-র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বিশিষ্ট তারকা অভিনেতাদের উপস্থিতিতে বর্ণাঢ্যভাবে সূচনা করা হয়েছে, যা চলেছে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কলকাতার ১০টি সরকারি প্রেক্ষাগৃহে ৮২টি বিদেশি সিনেমা-সহ মোট ১৮৩টি সিনেমা প্রদর্শিত হয়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য ৩৯ জন কলাকুশলীকে 'বঙ্গবিভূষণ' ও 'বঙ্গভূষণ' সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। গত ২৫ জুলাই, ২০২২ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এই সম্মান প্রদান করেছেন। এছাড়াও দুজন কলাকুশলীকে 'মহানায়ক' সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

লোকপ্রসার প্রকল্পের অধীনে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত ১.৮৭ লক্ষ লোকশিল্পীকে মাসিক ১,০০০ টাকা করে রিটেনার ফি হিসাবে দেওয়া হচ্ছে। বয়োজ্যেষ্ঠ ষাটোর্ধ্ব লোকশিল্পীদের মাসিক ১,০০০ টাকা করে পেনশন দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও নথিভুক্ত লোকশিল্পীদের অনুষ্ঠান প্রদর্শনের জন্য ১,০০০ টাকা করে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। 'ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার মোড'-এ কলাকুশলীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানো হয়। এই অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার ১৮০ কোটিরও বেশি টাকা এক্ষেত্রে ব্যয় করেছে।

দরিদ্র পুরোহিত ও যাজকদের আর্থিক সহায়তার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার মাসিক ১,০০০ টাকা করে অনুদান দিয়ে চলেছে। এপর্যন্ত ২৭,৯৭২ জন এইক্ষেত্রে সুবিধা পেয়েছেন এবং মোট ২৭.৯৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যা সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রদান করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার সাংবাদিকদের জন্য পেনশন স্কিম চালু করেছে। বর্তমানে ১১৮ জন অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পেনশন স্কিম ফর দ্য জার্নালিস্ট, ২০১৮'-এর অধীনে মাসিক ২,৫০০ টাকা করে পেনশন পাচ্ছেন, যা সরাসরি ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার মোড-এর মাধ্যমে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্য সরকার ২৫ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ১ জানুয়ারি, ২০২৩ সময়কালে 'বাংলা সংগীত মেলা' এবং 'বিশ্ববাংলা লোকসংস্কৃতি উৎসব' পালন করেছে। এই অনুষ্ঠানে তিন হাজার শিল্পী ও যন্ত্রশিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন।

'যাত্রা' হল বাংলা লোকশিল্পের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম। যাত্রাশিল্পকে আরও ভালোভাবে উজ্জীবিত করার জন্য দরিদ্র ও বয়স্ক যাত্রাশিল্পীদের জনপ্রতি এককালীন

২৫,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও যাত্রা সংস্থাগুলিকে এককালীন ৫০,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার আর্থিকভাবে দুর্বল ও বয়স্ক কলাকুশলীদের আর্থিক সহায়তা দানের জন্য 'লিটারারি ও কালচারাল পেনশন স্কিম'-এর অধীনে মাসিক পেনশন দিচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ১১৫ জন কলাকুশলী এই প্রকল্পের অধীনে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন।

সিনেমা এবং টেলিভিশনের কলাকুশলী ও কর্মীদের জন্য গ্রুপ ইনস্যুরেন্স ও পার্সোনাল অ্যাক্সিডেন্ট ইনস্যুরেন্স-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্য সরকার এক্ষেত্রে ২.১০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে এবং এরফলে ৭,৩৫৫ সংখ্যক মানুষজন উপকৃত হয়েছেন।

৩.১৮ জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা

'সহানুভূতি স্কিমের' অধীনে বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যার্থে ২০২১ সালে ন্যূনতম ৪০% নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়া নবম ও তদূর্ধ্ব শ্রেণির ৪,৫৩৪ জন শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এর জন্য খরচ হয়েছে ৫ কোটি টাকারও বেশি।

রাজ্যের সমাজ কল্যাণমূলক আবাসগুলির আবাসিকদের রাহা খরচ বাবদ প্রদেয় অর্থ আবাসিক প্রতি মাসিক ১,৬০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২,২০০ টাকা করা হয়েছে। সরকার পোষিত বিশেষ আবাসিক স্কুলগুলির জন্য প্রদেয় আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ ছাত্রপ্রতি বাৎসরিক ৭০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,২০০ টাকা করা হয়েছে।

দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিতে বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উচ্চতর শিক্ষার দরজায় পৌঁছে দিতে বিশেষভাবে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগনার বাণীপুরে এই ধরনের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার হোমগুলির আবাসিকদের বিভিন্ন পলিটেকনিক কলেজগুলিতে

ভর্তির সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে, DDUGKY স্কিমের অধীনে এইসব আবাসিকদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মোপযোগী ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে বিবেচনা করা হবে।

ANM ও GNM নার্সিং কোর্সে ভর্তির জন্য শিক্ষা সহায়ক আবাসগুলির ছাত্রীদেরকেও সমাজকল্যাণ আবাসে ছাত্রীদের ২% আসনের কোটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বাদশশ্রেণিতে পাঠরত দৃষ্টিশক্তিতে বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠের উন্নতির জন্য ট্যাবলেট কম্পিউটার বা স্মার্টফোন কেনার জন্য এককালীন ১০,০০০ টাকা অর্থ সাহায্য করা হয়েছে।

২০২২-২৩ সালে রাজ্যব্যাপী ১,৬০০টি বেসরকারি বা সরকারি সাহায্যহীন গ্রন্থাগারগুলির প্রতিটির জন্য ২৫,০০০ টাকা অ্যাড-হক অনুদানের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

৭৪৮টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত পাবলিক লাইব্রেরিগুলিতে 'বাংলা সহায়তা কেন্দ্র (BSK)' স্থাপনার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অনলাইন তথ্য পরিষেবা দেওয়ার কাজ শুরু করেছে।

২০২২-২৩ সালের জেলা পুস্তক মেলার একটি বার্ষিক পঞ্জি দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী ২০২২-এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্তর দিনাজপুর পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, দক্ষিণ দিনাজপুর, হাওড়া, জলপাইগুড়ি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পুস্তক মেলা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাজ্যের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি-সহ ২৬টি সরকারি ও সরকার পোষিত গ্রন্থাগারে এবং ২৩২টি টাউন বা মহকুমাস্তরের গ্রন্থাগারে বেকার যুবক-যুবতীদের ভবিষ্যৎ পন্থা নির্দেশ করে কেরিয়ার গাইড-এর পরামর্শ দেওয়ার আয়োজন করা হচ্ছে। এই কেরিয়ার গাইড

কেন্দ্রগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, যা কিনা বেকার যুবক-যুবতীকে রাজ্যস্তরে ও কেন্দ্রস্তরে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভে সহায়তা দিচ্ছে।

বস্তুগত পরিকাঠামো

৩.১৯ জনস্বাস্থ্য কারিগরি

কেন্দ্র ও রাজ্যের ৫০:৫০ আনুপাতিক অর্থানুকূল্যে চলা 'জলজীবন মিশন' (JJM) প্রকল্পের লক্ষ্যই হল গ্রামীণ অঞ্চলের প্রতিটি ঘরে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া। ২০২৪ সালের মধ্যে গ্রামীণ অধিবাসীদের সুস্থায়ী জীবনযাপনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ঘরে ঘরে জলের কল সংযোগ স্থাপন করে (FHTC) সকলকে এই মিশনের আওতায় আনার সংকল্প নেওয়া হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষে জলজীবন মিশনের অধীনে ১০,১৪৭টি প্রকল্পের আওতায় ১৭১ লক্ষ কলের সংযোগ দেওয়ার মাধ্যমে জল পৌঁছানোর কাজ শুরু হয়েছে আর এর জন্য খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ৫২,০০০ কোটি টাকা। ইতিমধ্যেই ৭,৩৬৭টি প্রকল্পের কাজে ১৩০ লক্ষ ঘরে কল বসানোর কাজ শেষ করা হয়েছে।

সমগ্র রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ১৮২.২৬ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ৫৩.১৯ লক্ষ পরিবারে কল বসিয়ে জল সরবরাহ করার কাজ শেষ হয়েছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ১৩.৪৪ লক্ষ জলের সংযোগ (FHTC) দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

রাজ্যের ২৭টি গ্রাম-পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত পরিবারকে নলবাহিত জল সরবরাহের মাধ্যমে কলের সংযোগ দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মোট ৩,৫২৫টি গ্রামকে 'স্বজল গ্রাম' (হর ঘর নল যোজনা)-এ উন্নীত করে সমস্ত পরিবারে জলের কল বসানোর কাজ শেষ হয়েছে।

এছাড়াও ৫৮,৫৪৩টি বিদ্যালয় ও ৪১,৩৯১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নলবাহিত জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

এই রাজ্যে ২১৯টি জল-পরীক্ষাগার গ্রামীণ অঞ্চলের পানীয় জলের বিশুদ্ধতা পরীক্ষণের কাজ করছে। এই কাজে সমগ্র দেশের মধ্যে এই রাজ্যই শীর্ষস্থানে আছে। এদের মধ্যে ২০৪টি পরীক্ষণাগার জাতীয় স্তরের ন্যাশনাল অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ফর টেস্টিং অ্যান্ড ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরিজ (NABL)-এর মানাঙ্ক অনুসারে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

৫,১৪৭ জন যুবক-যুবতীকে 'উৎকর্ষ বাংলার' অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্লাম্বার ও ফিটার-এর প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। ফলে জলজীবন মিশনের এবং এই সংক্রান্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা O & M-এর কাজ আরও গতি পেয়েছে।

৪২,০১৮ জন আশা কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে তাদের হাতে ফিল্ড টেস্ট কিটস্ (FTK) প্রদান করে পানীয় জল পরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। এই আশা কর্মীরা FTK-দ্বারা সংগৃহীত বিভিন্ন গৃহস্থ পরিবার, স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র মিলিয়ে ২,৫৬,৭০৭টি FHTC জলের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

পুরুলিয়া জেলায় জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি'র (JICA) আর্থিক সহায়তায় ১,২৯৬.২৫ কোটি টাকার প্রকল্পে পানীয় জল সরবরাহের কাজ ত্বরান্বিত হয়েছে। এরফলে ৬.৩২ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। আগামী ডিসেম্বরের (২০২৩) মধ্যেই এই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে যাবে। এছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (ADB) আর্থিক সহায়তায় ২,৪৯৬.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। আগামী ২০২৪-এর মার্চের মধ্যেই এর কাজ সমাপ্ত হবে। এরফলে ২৪.১১ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।

রাজ্যব্যাপী মেলা, উৎসব, সরকারি অনুষ্ঠান কর্মসূচি এবং খরা, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সকলের মধ্যে পানীয় পৌঁছে দিতে ৩৬.৫ লক্ষ জলের বোতল, ৩.০২ কোটি জলের পাউচ প্যাকেট এবং ৪১.৭ মিলিয়ন লিটার জলবাহী ট্যাঙ্কার পাঠিয়ে জনসাধারণের মধ্যে জল সরবরাহ করা হয়েছে।

গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণে আগত তীর্থযাত্রীদের জন্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে অস্থায়ী আবাস, সুরক্ষিত পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচ ও নিকাশি ব্যবস্থায় জল সরবরাহ, তরল ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন, অগ্নি নির্বাপণ ও সুরক্ষা ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

৩.২০ পরিবহণ

চলতি অর্থবর্ষে কোভিড-১৯ অতিমারির কবল থাকা সত্ত্বেও যানবাহন থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব আদায়ে বিশেষ জোর দেওয়ার ফলে ২০২২ সালে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২,৪৫৩.৪৭ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

২০২২ সালে SBSTC'র অধীনে থাকা খাতরা, কৃষ্ণনগর ও ঝাড়গ্রামের বাস টার্মিনালগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ শেষ করার পর তা চালু করা হয়েছে। WBTIDCL কর্তৃক নন্দীগ্রাম বাস টার্মিনালের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত Transportation Operation Improvement Programme (TOIP) এবং অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ১২.৭১ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

২০২২-এর ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত অন্তর্দেশীয় জলপথ পরিবহনের ক্ষেত্রে ফেরিঘাটগুলির সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য ৬৫.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। গোসাবার ফেরিঘাট, রাঙাবেলিয়া ফেরিঘাট, দয়াপুর ফেরিঘাট-সহ অন্যান্য ফেরিঘাটগুলির নির্মাণ ও সংস্কার-সহ ভাসমান জেটি তৈরির কাজ WBTIDCL-এর তত্ত্বাবধানে শেষ হয়েছে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগমের (WBTC) অধীনে গঙ্গাসাগরের মেলা প্রাঙ্গণের কচুবেড়িয়ার ৮নং লটের স্থায়ী জেটি তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ জলপথ পরিবহনে বিশেষ পরিকাঠামোগত রূপায়ণ প্রকল্পের অধীনে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পিত ২৯টি জেটির মধ্যে ৯টির নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়েছে।

প্রকল্পিত ২২টি জলযানের মধ্যে ৩টি জলযান ইতিমধ্যেই যাত্রী পরিবহন শুরু করেছে। ৪০টি জেটি ঘাট নির্মাণ প্রস্তাব রয়েছে। এরমধ্যে এখনও পর্যন্ত ১৫টি জেটি ঘাটে স্মার্ট গেট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমানাগুলিতে অবস্থিত চেকপোস্টগুলিতে যেমন — জয়গাঁওয়ের চেকপোস্ট, চাংড়াবান্ধা চেকপোস্ট, পানিট্যাঙ্কি চেকপোস্ট, হিলি চেকপোস্ট, ফুলবাড়ি চেকপোস্ট, মাহাদিপুর চেকপোস্ট, পেট্রাপোল চেকপোস্ট এবং হলদিয়া চেকপোস্টের ট্রাক টার্মিনাল ও পার্কিং চত্বরে মোটর ভেহিকেলস্ অফিসের উদ্যোগে পরিবহণ ব্যবস্থাকে উন্নত ও সহজতর করতে স্থায়ী চেকপোস্ট তৈরি শুরু হয়েছে।

পরিবহণ ক্ষেত্রে 'পথসুরক্ষা' কর্মসূচি একটি উল্লেখযোগ্য এবং বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। ২০২২-২৩ সালে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই খাতে ৫.১৬ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে। উক্ত অর্থ পথনিরাপত্তা খাতে পুলিশ বাহিনী ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে CCTV ক্যামেরা লাগানো, স্পিড রিটার্ডার ইত্যাদির খাতে ব্যয়বাবদ খরচ করা হয়েছে।

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রোড্ সেফটি কমিটির (SCCoRS) নির্দেশ মতো পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ট্র্যাফিক স্টাডি অ্যান্ড ট্রেনার্স কর্মসূচি খড়গপুর IIT'র প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ও পরিবহণ অধিকর্তার নজরদারিতে শুরু হয়েছে। অন্যদিকে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' প্রচার কর্মসূচির আওতায় পরিকাঠামো ও সুযোগসুবিধা তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহারিক সুবিধা বাড়ানোর ফলে বর্তমানে বিগত বছরগুলির তুলনায় (২০১৫ থেকে ২০২১) পথ দুর্ঘটনা ৩২% কমে গেছে।

রাজ্যের বায়ুমণ্ডলের দূষণ মাত্রা কমানোর লক্ষ্যে ৫৭,৪৬৪টি ইলেকট্রিকচালিত যানবাহন নথিভুক্ত হয়েছে। বিশেষত ২০২২ সালেই ১১,০৭২টি এইরকম যান পথে নেমেছে। পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমের (WBTC) অধীনে ৮১টি ইলেকট্রিক বাস কলকাতায় এবং দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (SBSTC) আওতায় ৫টি ইলেকট্রিক বাস দীঘা

রুটে চালু হয়েছে। LOA-এর মাধ্যমে ১৭ই নভেম্বর ২০২২-এ JBM Eco Life Mobility Pvt. Ltd. সংস্থাকে ১,১৮০টি ইলেকট্রিক বাসের বরাত দেওয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে ২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে ওই বাসগুলি পাওয়া যাবে।

এখনও পর্যন্ত ১১৪০টি CNG জ্বালানি চালিত বাস রাস্তায় নামানোর জন্য রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৮৪টি বাস ২০২২-এ-ই নামানো হয়েছে। SBSTC'র অধীনে আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলে CNG চালিত ৬০টি বাস চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও ডিজেল পরিচালিত বাসগুলিকে পর্যায়ক্রমে CNG চালিত বাসে রূপান্তরিত করা হচ্ছে।

অন্যদিকে ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ সালের জন্য বিভিন্ন ব্যাটারি চালিত (BoV) এবং CNG চালিত মোটর যানগুলির রেজিস্ট্রেশন ফি ও প্রদেয় কর বাবদ অর্থ মকুব করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজ্যে দূষণমুক্ত জ্বালানি (Green fuel) ব্যবহারের উৎসাহ বাড়বে। VAHAN পোর্টালের মাধ্যমে পরিবহণ দপ্তর তথ্য যাচাই করার পর ১৫ বছরের পুরোনো যানবাহনগুলিকে ধীরে ধীরে রাস্তা থেকে তুলে নেওয়া হবে।

Ease of Doing Business (EoDB) পদ্ধতির প্রসারতা বাড়াতে ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে অনলাইন পরিষেবা বাড়ানো হচ্ছে। সবধরনের পারমিট প্রদান করা, ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া, ড্রাইভিং-এ আধার (AADHAAR) ভিত্তিক লারনার্স লাইসেন্স চালু করা, নতুন গাড়ি রেজিস্ট্রেশন করানো ইত্যাদি এখন থেকে অনলাইন ব্যবস্থায় চালু করা হয়েছে।

Buy Own Operation-এর আওতায় অতিরিক্ত মাল বোঝাই গাড়ি পরীক্ষা ব্যবস্থায় রাজ্য দুটি মেশিন ভাড়া নিয়েছে। রাজ্য সরকার স্ব উদ্যোগে এখন থেকে মোটর যান পরীক্ষণ ব্যবস্থায় বিভিন্ন চেকপোস্টে ANPR ক্যামেরা, কম্পিউটারাইজেশন, ওয়েব্রিজ (weighbridge)-এর উন্নয়ন ইত্যাদি প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়ে পরিবহণ ব্যবস্থায় পর্যায়ক্রমে আরও স্বচ্ছতা ও গতি আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

রাস্তায় যানবাহন র‍্যানডম চেকিং-এর সময় POS মেশিনের মাধ্যমে ডিজিটাল চালান ইস্যু করার উদ্দেশ্যে ই-চালান চালু করা হয়েছে।

যাত্রী সুরক্ষার কথা ভেবে ২০২২-এর ডিসেম্বর থেকে বাণিজ্যিক যানবাহনে ভেহিক্যালস্ লোকেশন ট্র্যাকিং ডিভাইস লাগানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৩.২১ পূর্ত

রাজ্যের সড়কপথের পারস্পরিক সংযোগ বাড়ানো, যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য ও পরিবহণ, যান চলাচলের সুবিধা ও জ্বালানি খরচ কমানোর লক্ষ্যে, এই বিভাগ, চলতি অর্থবর্ষের ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ৪১ কিমি রাস্তাকে পার্শ্ববর্তী রাস্তা-সহ ২ লেনে (১০ মিটার চওড়া) প্রশস্ত ও মজবুতিকরণ, ২১৮ কিমি রাস্তাকে ২ লেনে (৭ মিটার চওড়া) প্রশস্তকরণ এবং ১১০ কিমি রাস্তাকে মধ্যবর্তী রাস্তারূপে ৫.৫০ মিটার চওড়া করে মজবুতিকরণের কাজ করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন জেলায় ৫৬১ কিমি রাস্তাকে মজবুত করা হয়েছে। একইসঙ্গে ১৯টি সড়ক সেতু, ১টি ROB এবং ১টি আন্ডারপাস তৈরি করা হয়েছে। ১০৫টি পুরোনো জীর্ণ সেতুকে সংস্কার করা হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষে এই বিভাগ উল্লেখযোগ্যভাবে ২ বছর ১ মাস সময়ের মধ্যে বি.টি. রোডের উপর ৭৪৩ মিটার লম্বা, ৪ লেন বিশিষ্ট টালা ROB (হেমন্ত সেতু) নির্মাণের কাজ শেষ করেছে। এই সেতু সংলগ্ন চিৎপুর রেল স্টেশনের ২৯৬ মিটার লম্বা রাস্তাকে নতুন করে তৈরি করেছে। যারফলে উত্তর কলকাতার যান চলাচল ব্যবস্থা বাধাহীনভাবে গতি পেয়েছে।

অন্যান্য যেসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— কলকাতার আলিপুরে 'ধনধান্য' প্রকল্পের অধীনে ২,৪০০ আসনসংখ্যা সমেত ইনডোর প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ হয়েছে। নয়াখালিতে ৩টি সড়কসেতু ও তৎসংলগ্ন রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এরফলে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার 'সৈকত সরণি' প্রকল্পের অধীনে

ঝালদা ও সাউলাত অঞ্চলে পর্যটন ব্যবস্থার আরও উন্নয়ন হবে। উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়া জেলায় ৬.৭১৭ কিমি লম্বা বনগাঁ-চাকদহ রোডকে মজবুত ও চওড়া করে ৪-লেন বিশিষ্ট করা হয়েছে এবং ১০.৫৬৮ কিমি থেকে ৩১.৩২৮ কিমি পর্যন্ত রাস্তাকে চওড়া ও মজবুত করা হয়েছে। পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ২৮.৮০ কিমি লম্বা পটাশপুর-বাঙ্গুচক রোডকে চওড়া ও মজবুত করে গড়ে তোলা হয়েছে। তাছাড়া পুরোনো জীর্ণ সেতুর পরিবর্তে ৩টি নতুন সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। কলকাতার আলিপুরে একটি ফুড কোর্ট ও অফিসঘর-সহ বহুমুখী বহুতলবিশিষ্ট গাড়ি পার্কিং নির্মাণ করা হয়েছে।

এছাড়াও পূর্ত বিভাগ আর যেসব প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ করেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— আলিপুরদুয়ার জেলায় সোনাপুর-হাসিমারা রোড (ভায়া চিলাপোতা ফরেস্ট) অঞ্চলে বুড়ি তোর্সা, কুমাই-১ ও কুমাই-২ নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার দমদম পার্ক ও কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভেনিউয়ের সংযোগস্থলে পথচারীদের রাস্তা পারাপারের জন্য একটি বক্স জ্যাক পুশ প্রযুক্তির আন্ডারপাস তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরদ্বীপে সব মরশুমের উপযোগী হেলিপ্যাড নির্মাণ করা হয়েছে।

পূর্ত বিভাগ নির্ধারিত সময়ের আগেই জাতীয় সড়ক-১১৭-র উপর পুরোনো সাঁতরাগাছি রেলসেতুকে সংস্কারের কাজ শেষ করেছে। যারফলে কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে কলকাতা থেকে যাওয়া ও আসার ক্ষেত্রে যান চলাচল মসৃণ গতি পেয়েছে।

৩.২২ ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন

নাগরিক সমাজের হাতে সুসংহত ও সন্তোষজনক পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার মিউটেশন এবং জমির স্বত্ব পরিবর্তনের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত মোট ৯০,৯৪,৫২৮টি জমি মিউটেশনের কাজ এবং ১,৮৫,০০১টি জমির নাম পরিবর্তনের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এখন থেকে সমস্ত শরণার্থী ত্রাণ শিবির ও কলোনি অঞ্চলের জমিজায়গাগুলি সেখানে বসবাসকারী বৈধ অধিবাসীদের হাতে ফ্রি হোল্ড টাইটেল ডিড স্বত্বাধিকার তুলে দেবে। যারফলে এর একটা সুষ্ঠু সমাধান হবে। এরফলে ওইসব কলোনি অঞ্চলের স্থায়ী ও উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলার সুবিধা হবে। এছাড়াও বহু দরিদ্র পরিবার আছে যারা বহু দশক ধরে সরকারি জমিতে বসবাস করছে। সরকার চায় ওই সকল অধিবাসীকে যে যেখানে আছে সেখানেই বাসস্থানের জায়গাগুলিতেই LR পাট্টা, NGNB পাট্টা এবং LTS স্বত্ব দিয়ে জায়গা-জমির সুষ্ঠু মীমাংসা করতে।

রাজ্য সরকার অনেকদিন থেকেই ''জোর করে জমি অধিগ্রহণ নয় এবং বলপূর্বক কাউকে তার জমি থেকে উৎখাত করা নয়'' নীতি গ্রহণ করে আসছে। সরকারি কাজের জন্য জমির দরকার হলে তা জমি ক্রয় নীতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা হবে। যা কিনা জমির মালিকের সঙ্গে আপোস রফা করে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে জমির ক্ষতিপূরণ প্রদান চুক্তির মাধ্যমে রূপায়িত করা হবে।

২০১৭ সাল থেকেই সমস্ত কৃষি জমি থেকে খাজনা (জমি কর ও তার উপর সেস) সম্পূর্ণরূপে মকুব করা হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষে সরকার কৃষি পাট্টা, বন পাট্টা এবং শরণার্থীদের প্রদেয় FHTD পাট্টাসহ মোট ৬,৮৪১টি জমির পাট্টা বিলিবণ্টন করেছে।

২০২২ সালের ১১ই এপ্রিল রাজ্যে একটি ই-খাজনা মডিউল প্রবর্তন করা হয়েছে। এখন থেকে সাধারণ মানুষ বাড়িতে বসেই তার প্রদেয় জমিকর অনলাইনের মাধ্যমে দিতে পারবে। রায়ত-রা প্রথম থেকেই এই নতুন পদ্ধতিকে স্বাগত জানিয়ে প্রভূত সাড়া দিয়েছে। ২০২৩-এর ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত ৯.৪০ লক্ষের অধিক রায়ত তাদের অকৃষিজমির কর বাবদ স্বেচ্ছায় ৩৮.০৯ কোটি টাকা রাজস্ব দিয়েছে। কেবল অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো অফিসে না গিয়েই এই কাজ সম্ভব হয়েছে।

ই-ভূচিত্র অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহারকারীদের মধ্যে অত্যন্ত উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে এবং অন্যতম জনপ্রিয় অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে পরিচিত হয়েছে, যা ভারত সরকারের Meity দ্বারা প্রকাশিত তথ্য থেকে স্পষ্ট হয়। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১১৫,২৪,৭৮,৭৯৫টি জমি তথ্য অনুসন্ধান-এর পর মোট ১০০,০৬,৫৩,০৬৩টি জমির রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ই-ট্রানজাকশন (e-transaction) হয়েছে। (তথ্যসূত্র http://etaal.gov.in)

চলতি অর্থবর্ষের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভাগের পক্ষ থেকে মোট ২,৩৬১.২৯ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

৩.২৩ বিদ্যুৎ

চলতি অর্থবর্ষে সমগ্র রাজ্যে ৫.৪৩ লক্ষ নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ৮টি ৩৩/১১ কিলো ভোল্ট শক্তি সরবরাহ ক্ষমতাসম্পন্ন সাব-স্টেশন তৈরি করা হয়েছে, যেগুলির প্রকৃত ক্ষমতা ১১৩.৯৫ MVA। এছাড়াও চালু থাকা ৭টি ৩৩/১১ কিলো ভোল্ট ক্ষমতাসম্পন্ন সাব-স্টেশনগুলির কার্যক্ষমতা অতিরিক্ত ৩৫.৩৫ MVA পর্যন্ত বাড়ানোর কাজ শেষ হয়েছে। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে, শিল্প ক্ষেত্রে এবং সরকারি ক্ষেত্রে ৫ KVA থেকে ৫০ KVA ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থায় ২.৪৬ লক্ষ স্মার্ট বিদ্যুৎ মিটার বসানোর কাজ চলছে।

বিদ্যুৎ বিলের টাকা জমা দেওয়া, কোটেশন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা সহজতর করে তোলার জন্য মোবাইল ওয়ালেট/BBPS/UPI/Bharat-QR ইত্যাদি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলা হয়েছে। গ্রীষ্মকালে ও বর্ষা ঋতুতে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে মোবাইল ভ্যান পরিষেবা চালু করা হয়েছে।

External Aided Project (EAP) হিসাবে গ্রিড আধুনিকীকরণ প্রকল্পে (WBEDGMP) ব্যয় হচ্ছে ২,৮০০.৫৪ কোটি টাকা। বিশ্বব্যাংক (IBRD) এবং AIIB থেকে এই প্রকল্প ব্যয়ের আংশিক ঋণ পাওয়া গেছে।

বিদ্যুৎ বিভাগের অন্যতম লক্ষ্য হল পুনর্নবীকরণযুক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন। এক্ষেত্রে পুরুলিয়া পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্পে ৯৬০.৬৩ MU বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। অন্যান্য হাইডেল প্রকল্পে ৪৭৪.২৬ MU বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়াও WBHIDCO-র অধীনে কলকাতার নিউটাউনে সৌরগম্বুজ (Solar Dome) চালু করা হয়েছে। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের উন্নতির লক্ষ্যে সাঁকরাইল, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে কোটালডিতে (ফেজ-১) ১৩.৮ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রাউন্ড মাউন্টেড গ্রিড কানেক্টেড সোলার PV পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করা হয়েছে।

ভোল্টেজ প্রোফাইল উন্নত করে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য WBSETCL ৭টি সাব-স্টেশন তৈরি করেছে, যার সরবরাহের মোট ক্ষমতা ১,৪৭৪.৩০ MVA। একই সময়ে অতিরিক্ত ৪৮৩.৬৪২ CKM ট্রান্সমিশন লাইন তৈরি হয়েছে। আমাদের রাজ্যে WBSETCL ধারাবাহিকভাবে ৯৯.৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে চলেছে, এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ মাত্র ২.১৪ শতাংশ, যা দেশের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

WBSETCL ভোল্টেজ প্রোফাইল ও ভোল্টেজ স্ট্যাবিলিটি উন্নত করার জন্য বিদ্যুৎ পরিচালন ব্যবস্থায় বেশ কিছু স্কিমের সূচনা করেছে। (১) WBSETCL-এর বিভিন্ন EHV সাব-স্টেশনে ৬৭০ MVAR ক্ষমতাসম্পন্ন ৩৩ কিলো ভোল্ট ক্যাপাসিটর ব্যাংক তৈরি করেছে। (২) ৫টি ১২৫ MVAR ক্ষমতাসম্পন্ন সুইচেবল বাস রিয়েক্টর তৈরি করেছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়ানোর জন্য চালু থাকা ট্রান্সমিশন লাইনের মধ্যে ৭টি EHV লাইনে High Temperature Low Sag (HTLS) কন্ডাক্টর ব্যবহার করে ১৯৮.৪৫ CKM, ACSR কন্ডাক্টরের কাজ শেষ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থা (WBPDCL) ২০২১-২২ সালে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৩০.১ বিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে যা পূর্বের বছর থেকে ২৬ শতাংশ বেশি। আশা করা যাচ্ছে, ২০২২-২৩ বর্ষে বিদ্যুৎ উৎপাদন পৌঁছবে ৩২ বিলিয়ন ইউনিটে।

২০২২-২৩ অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত প্লান্ট লোড ফ্যাক্টর (PLF) ৮২ শতাংশ স্পর্শ করতে পেরেছে, যেখানে NTPC-র PLF ৭৪.৫ শতাংশ এবং ভারতের গড় PLF ৬২.৯৮ শতাংশ। WBPDCL ৪৩৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে, যেখানে ইনস্টলড ক্যাপাসিটি ছিল ৪২৬৫ মেগাওয়াট অর্থাৎ ১ অক্টোবরে ১০০ শতাংশের জায়গায় ১০২.৭ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করেছে। ৩০ সেপ্টেম্বর WBPDCL ১০০.৬৮ মেগা ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করেছে (PLF ৯৮.৩৬ শতাংশ) যেখানে উৎপাদন ক্যাপাসিটি ছিল ১০২.৩৬ মেগা ইউনিট। দুর্গা পূজার সময় এটিই সর্বাধিক উৎপাদন।

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থা (WBPDCL) নিরাপত্তা, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য ২০২১-২২ বর্ষে CII-এর ৩-স্টার শংসাপত্র পেয়েছে। WBPDCL প্লান্ট লোড ফ্যাক্টর (PLF)-এর ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে। ভারত সরকারের শক্তিমন্ত্রক কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালে PLF-র হিসাবে ঘোষিত স্থানগুলির মধ্যে বক্রেশ্বর পঞ্চম স্থানে, সাঁওতালডিহি দ্বাদশ স্থানে এবং সাগরদিঘি ১৬ নং স্থানে রয়েছে।

সমস্ত কয়লাক্ষেত্রগুলি বর্তমানে চালু থাকায় কোল ইন্ডিয়ার উপর নির্ভরশীলতা অনেক কমে এসেছে। যেখানে ২০২০-২১ বর্ষে কোল ইন্ডিয়ার উপর নির্ভরশীলতা ছিল ৬৩ শতাংশ, সেখানে ২০২২-২৩ বর্ষে (এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে) নির্ভরশীলতা কমে এসে দাঁড়িয়েছে ২৫ শতাংশে। WBPDCL-এর জন্য বিভিন্ন কয়লাখনিগুলিতে দৈনিক উৎপাদন প্রায় ৪০,০০০ মেট্রিক টন।

WBPDCL পাচওয়াড়া (উত্তর) কয়লাখনিটির জন্য ভারত সরকারের MOEF & CC থেকে স্টেজ-২ ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্স (FC) অর্জন করেছে। দুমকা রেলওয়ে সাইডিং থেকে পাচওয়াড়া (উত্তর) কয়লাখনির কয়লা লোড করার কাজ শুরু হয়েছে। বিষ্ণুপুর গ্রামে পাচওয়াড়া (উত্তর) কয়লাখনির কলোনির পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের কাজ শেষ হয়েছে।

গঙ্গারামচক এবং গঙ্গারামচক-বাদুলিয়া কয়লাখনির সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা ১ MTPA থেকে বাড়িয়ে ৩ MTPA করা হয়েছে। গঙ্গারামচক এবং গঙ্গারামচক-বাদুলিয়া কয়লাখনির ১৮৬.৪২ হেক্টর প্রকল্প অঞ্চলে উত্তোলন ক্ষমতা ১ MTPA থেকে ১.২ MTPA করা হয়েছে, যা ভারত সরকারের MOEF & CC-র ৩৭তম EAC দ্বারা অনুমোদিত। তারা (পূর্ব ও পশ্চিম) কয়লাখনি, নতুন MDO হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার শংসামূলক চিঠি (Letter of Award-LOA) ইস্যু করা হয়েছে।

দেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ কোল ব্লক দেউচা পাচামিতে WBPDCL সমস্ত রকম প্রস্তুতিমূলক কার্য সম্পন্ন করেছে। যেমন— SIA সার্ভে করা, জমি চিহ্নিতকরণ এবং CMPDI দ্বারা সমগ্র অঞ্চলের ড্রিলিং-এর কাজ ইত্যাদি। রাজ্য সরকার এই অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসন প্রকল্পে প্রথম দফায় ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

২০২২-এর নভেম্বর মাস পর্যন্ত DPL-এর ট্রান্স দামোদর কয়লাখনিতে ২,৮৩,২৬০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার কার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার জন্য DPL-র ট্রান্স দামোদর কোল মাইনকে ১০২.৫৮ কোটি টাকা দিয়েছে।

৩.২৪ নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক

এই বিভাগ শহরাঞ্চল এবং শহরতলি অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য দায়বদ্ধ। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের অধিকারভুক্ত অঞ্চলে এই বিভাগ উন্নয়নের জন্য কাজ করে।

'নির্মল বাংলা আরবান মিশন'-এর অধীনে রাজ্য সরকার মুক্ত শৌচ ব্যবস্থা এবং মনুষ্যকৃত আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছে। তাছাড়া বিজ্ঞানসম্মতভাবে তরল ও কঠিন বর্জ্য সাফাই করার ব্যবস্থা নিয়ে স্বাস্থ্যকর নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। এছাড়াও রাজ্য সরকার Solid Waste Management Policy এবং Construction and Demolition Waste Management Policy

গ্রহণ করে কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং পরিবেশ সহায়ক ও দূষণ প্রতিরোধী রূপে কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন করার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

১১২টি স্থানীয় পুরসভার ১২৩টি ডাম্পসাইটে জৈব পদ্ধতিতে বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, যার মধ্যে ২১টি পুরসভার ২৬টি ডাম্পসাইটে জৈব পদ্ধতিতে বর্জ্য নিষ্কাশনের কাজ শেষ হয়েছে। এর ফলে ৪৪৩.৮৮ একর জমির মধ্যে ১৮৩.৭০ একর জমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। ১২৬টি পুরসভায় বাড়ি-বাড়ি ঘুরে তাজা বর্জ্য সংগ্রহ করার কাজ চালু হয়েছে। এছাড়াও ১২৮টি পুরসভার মধ্যে ৪৭টি পুরসভায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সহায়তায় বর্জ্য সংগ্রহের কাজ চালু করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ২৩টি পুরসভায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে কাজে লাগিয়ে স্বল্প ব্যয়ে বর্জ্য সংগ্রহের কাজ চালু হয়েছে।

২৬ লক্ষ মানুষ অধ্যুষিত ২৯টি পৌর এলাকায় তরল বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য ১৯টি প্রকল্পের কাজ চলছে। এতে ব্যয় হচ্ছে ২,৬১৯ কোটি টাকা।

তরল বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় জলদূষণ প্রতিরোধ কল্পে দীর্ঘস্থায়ীভাবে এবং স্বল্প সময়ের জন্য কলকাতার টালিনালার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, ড্রেজিং এবং টালিনালার জলের প্রবাহমানতা চালু রাখার জন্য কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এরজন্য ব্যয় হচ্ছে ৩২.১৬ কোটি টাকা।

ব্যবহৃত জল নিষ্কাশন করা রাজ্যের পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির আরও একটি সমস্যা। Sewage Treatment Plant (STP) এবং Faecal Sludge Treatment Plant (FSTP) প্রকল্পের মাধ্যমে বদ্ধ নালাগুলি চালু করা এবং নালাগুলিকে বিভিন্ন দিকে চালু রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নগরাঞ্চলে বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থায় রাজ্য সরকার ৩,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

স্থানীয় প্রশাসন, সরকারি পরিষেবা, ব্যাংক, বেসরকারি সংস্থা এবং মূল স্রোতের প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তায় 'স্বয়ংসিদ্ধা' প্রতিষ্ঠান শহরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য সামাজিক

ও আর্থিক সহায়তার জন্য জোটবদ্ধ হয়েছে। শহরাঞ্চলের প্রতিটি পৌরসভায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির এবং বস্তি অঞ্চলের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী বিপণনের জন্য 'স্বয়ংসিদ্ধা' ব্র্যান্ড নামের বিপণন কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই ধরনের ২২টি বিপণন কেন্দ্র চালু হয়েছে। এছাড়াও ই-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ফ্লিপকার্ট ও অ্যামাজন ইত্যাদি বড়ো বিপণন সংস্থার মাধ্যমে অনলাইনে দূরতম স্থানগুলিতেও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার বর্তমানে শহরাঞ্চলে বহু সংখ্যক স্বনির্ভর গোষ্ঠী পরিচালনা করে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ৫,১১২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। সূচনাকাল থেকে মোট ৭৯,৭২৫টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী শহরাঞ্চলে গড়ে উঠেছে।

কোভিড-১৯ অতিমারির সময় বহু মানুষ জীবিকা হারিয়েছিলেন। তাদের মুখ্য চাহিদা পূরণের জন্য রাজ্য সরকার শহরাঞ্চলে 'মা' ক্যান্টিন চালু করেছে, যেখানে নামমাত্র মূল্যে দুপুরের আহার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সূচনাকাল থেকে এখনও পর্যন্ত ২৯১টি চালু 'মা' ক্যান্টিনের মাধ্যমে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

রাজ্য সরকার বিগত কয়েক বছরে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পর্যটনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। অন্যান্য চালু প্রকল্পগুলি ছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীঘায় HIDCO স্বপ্নের প্রকল্প 'জগন্নাথ ধাম সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স' তৈরি করছে, যেখানে প্রকল্প ব্যয় হচ্ছে ১৪২ কোটি টাকা। যা রাজ্যের পর্যটন ও সাংস্কৃতিক পরম্পরায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই বিশাল প্রকল্পটির নির্মাণকাজ ২০২৪-এর প্রথম তিনমাসের মধ্যেই শেষ হবে। এছাড়াও কালীঘাট মন্দির কমপ্লেক্সের উন্নয়ন এবং কালীঘাট স্কাইওয়াক নির্মাণের কাজও শেষ হতে চলেছে।

গঙ্গাসাগরের স্থায়ী উন্নয়ন এবং তীর্থযাত্রীদের জন্য পরিকাঠামো নির্মাণ, কপিলমুনি মন্দির ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়ন ইত্যাদি এই বিভাগের উল্লেখযোগ্য

কাজ। 'গ্রিন গঙ্গাসাগর মেলা' সংগঠিত করার জন্য গঙ্গাসাগর-বকখালি উন্নয়ন পর্ষদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। চলতি অর্থবর্ষে বিভিন্ন পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থাকে ২৮.১৬ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

এই বিভাগ সেক্টর-৬ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ গড়ে তোলার উদ্দ্যেশে একটি ভবিষ্যতের মডেল সিটি গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যেখানে পরিবেশ সহায়ক ভাবে স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে এবং নাগরিক পরিষেবার সবরকম আধুনিক বন্দোবস্ত থাকবে এবং কর্মসংস্থানেরও সুযোগ থাকবে। বলাই বাহুল্য যে কলকাতা নিউটাউন টাউনশিপ এই বিভাগের তৈরি এক স্থায়ী বিশ্বমানের শহর। চলতি অর্থবর্ষে নিউটাউনের কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, যাত্রীদের সময়সারণি ডিসপ্লে সিস্টেম, স্মার্ট বাস সেল্টার নির্মাণ, পথচারীদের জন্য আন্ডারপাস নির্মাণ, সাইকেল পরিকাঠামো, কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রভৃতি নাগরিক পরিষেবার আধুনিকীকরণের জন্য ২২০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিভিন্ন নিকাশি নালার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল— নবাব আলি পার্ক সুয়ারেজ পাম্পিং স্টেশন, পালমার ব্রিজ পাম্পিং স্টেশন, বালিগঞ্জের পাম্পিং স্টেশনে হাইপাওয়ার ক্যাপাসিটি পাম্প, বি.টি. রোডের মুক্ত নিকাশি নালাগুলির বর্জ্য নিষ্কাশন এবং হৃষিকেশ পার্কে নতুন ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার রাজ্যের শহরগুলিতে পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতিসাধন করেছে। এরফলে ২০২৩ সালের মধ্যে শহরের সব বাড়িতেই নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। শহরাঞ্চলের ১০০ শতাংশ বাড়িতে নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহের জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেখানে ব্যয় হবে ৭,১৭২ কোটি টাকা।

৩.২৫ আবাসন

'চা-সুন্দরী' আবাস স্কিমে রাজ্যের চা-বাগানগুলির স্থায়ী কর্মীদের, যাদের থাকার জন্য নিজের পাকা ঘর নেই, তাদের বাসস্থানের সুবিধা দিতে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার ৭টি চা-বাগানের ১৭টি অঞ্চলে ৪,০২২টি একতলা বাসস্থান তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ঢেকলাপাড়া, তোর্সা এবং মানাবাড়ি অঞ্চলের ৬টি স্থানে ১,১৭১টি বাসস্থান নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই হস্তান্তর করা হবে।

আবাসন ক্ষেত্রে 'নিজশ্রী' প্রকল্পের অধীনে নিম্নবিত্ত (LIG) এবং মধ্যবিত্তের (MIG) জন্য আবাসন নির্মাণে নজর দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বাসুদেবপুরে এবং বাঁকুড়া জেলার আইলাকান্দিতে আবাসন নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার পথে। এছাড়াও (১) উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর, (২) দুর্গাপুর-ফুলঝোড়, (৩) আসানসোল-গোবিন্দপুর, (৪) কল্যাণী-নদিয়া, (৫) ডাবগ্রাম-জলপাইগুড়ি এবং (৬) বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া এই ৬টি অঞ্চলেও আবাসন নির্মাণের কাজ চলছে।

রোগীর পরিজনদের সুবিধার্থে ২০২২ সালেই ৪টি নৈশাবাস তৈরির কাজ শেষ হয়েছে এবং আরও ৪টি স্থানে নৈশাবাস তৈরির কাজ চলছে।

কর্মরতা মহিলা যারা একা এবং শহরে বসবাসের বাসস্থান নেই, তাদের জন্য 'কর্মাঞ্জলি' প্রকল্পের অধীনে ন্যূনতম ভাড়ায় বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ায় কর্মরত মহিলাদের জন্য ৪৮টি শয্যাবিশিষ্ট ৪তলা মহিলা আবাস নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে ৭০টি শয্যাবিশিষ্ট আরও একটি মহিলা আবাস নির্মাণের কাজ চলছে।

রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য ডায়মন্ড হারবারে ১৬টি ফ্ল্যাটবিশিষ্ট রেন্টাল হাউজিং এস্টেট (RHE) নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও আরও ৪টি অঞ্চলে নির্মাণের কাজ

শেষ হতে চলেছে। এগুলি হল— (১) বাছুরডোবা (৭২টি ফ্ল্যাট), (২) রাঁচি রোড (৩২টি ফ্ল্যাট), (৩) মিলনপল্লী-শিলিগুড়ি (৮টি ফ্ল্যাট) এবং (৪) পথপার্শ্বে অবস্থিত সুযোগসুবিধা (৪৪টি অতিরিক্ত ঘর ও টয়লেট)। আবাসন বিভাগ একইসঙ্গে আরও ৬টি জায়গায় আবাসন নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। এগুলি হল— (১) নিমতৌড়ি (৯৬টি ফ্ল্যাট), (২) কাঁথি (৪৮টি ফ্ল্যাট), (৩) আরামবাগ (৮টি ফ্ল্যাট), (৪) আলিপুরদুয়ার টাউন (কোর্ট রাইস মিল A ও D টাইপ ৩২টি ফ্ল্যাট), (৫) তুফানগঞ্জ (৮টি ফ্ল্যাট) এবং কালিম্পং (৮টি ফ্ল্যাট)।

ওয়েস্ট বেঙ্গল রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথোরিটি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল রিয়েল এস্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে।

৩.২৬ অ-প্রচলিত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎস

রাজ্যের অ-প্রচলিত শক্তি উৎস বিভাগ ওয়েস্ট বেঙ্গল রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (WBREDA)-কে প্রকল্প নির্মাণের নিমিত্ত ২৭.৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বরাদ্দ ব্যয়ে রাজ্যের সরকারি ও সরকার সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক / উচ্চমাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসাগুলিতে রুফটপ গ্রিড বসিয়ে সৌর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাড়ায় সমাধান স্কিমের অধীনে প্রাথমিক স্তরের সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজে এই বিভাগও অংশগ্রহণ করে। বিভাগীয় উদ্যোগে এই প্রকল্পের অধীনে ১.১৪ কোটি টাকা খরচ করে বিভিন্ন জেলায় ৪৯টি সোলার লাইট, সোলার টাওয়ার, সোলার হাই মাস্ট লাইট ইত্যাদি লাগানো হয়েছে।

WBREDA-এর অধীনে এই রাজ্যের ৯০০টি সরকারি, সরকার পোষিত এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে গ্রিড সংযোগের মাধ্যমে রুফটপ সোলার ফটোভোলটেইক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছে, এর ফলে প্রতিক্ষেত্রে ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে রাজ্যের ৫০টি সরকারি

সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে প্রতিক্ষেত্রে ২০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন পাওয়ার গ্রিড বসানো হয়েছে।

Bhajanghat 10 MW Ground Mounted Solar PV Power Plant-এ এখনও পর্যন্ত ২৪.৭৬০ মিলিয়ন ইউনিট সৌরবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়েছে। ২০২২ সালে WBREDA এবং WBGEDCL রাজ্যের ২০৮টি স্কুলে রুফটপ গ্রিডসহ সোলার পিভি পাওয়ার প্লান্ট বসানোর কাজ করেছে। ১১টি প্রতিষ্ঠানে রুফটপ সোলার প্লান্ট বসিয়ে মোট ১,৩৬৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে।

পুরুলিয়ার জেলাশাসকের অধীনে ২৩,৮৮,১০০ টাকা বরাদ্দ করে এই জেলার মানবাজার-১ ব্লকের ২২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে তাদের জীবিকা নির্বাহ কেন্দ্রে সোলার পাম্প বসানোর মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থাকে সুলভ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১৪টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং বাকিগুলোর কাজ শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে।

সামাজিক ক্ষমতায়ন

৩.২৭ নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ

রাজ্যের ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়স অবধি মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এই বিভাগ 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্প চালু করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের ৩১.১২.২০২২ পর্যন্ত ১.৮৬ কোটি মহিলাকে এই আর্থিক সহায়তা দিতে ৮,৮১৭ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

'রূপশ্রী' প্রকল্পে রাজ্যের বিবাহযোগ্যা আর্থিকভাবে অসমর্থ যুবতীদের বিবাহের সাহায্যার্থে এককালীন ২৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়ে থাকে। এপর্যন্ত ২.১ লক্ষ প্রাপকের সাহায্যার্থে ৫০৩ কোটি টাকারও বেশি অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৩ সালে চালু হওয়ার পর থেকে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের আওতায় ৮১ লক্ষের বেশি ছাত্রী সুবিধা পেয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ২১.৫৭ লক্ষ ছাত্রী এই প্রকল্পের অধীনে বার্ষিক মেধাবৃত্তির জন্য এবং ৫.০৬ লক্ষ ছাত্রী এককালীন অর্থসাহায্যের জন্য নথিভুক্ত হয়েছে।

রাজ্য সরকার ওল্ড এজ পেনশন স্কিমের আওতায় ১৬,৮৯,৬৫৭ জন বয়স্ক মানুষকে মাসিক ১,০০০ টাকা করে পেনশন দিচ্ছে। এই খাতে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের ৩১.১২.২০২২ পর্যন্ত ১,৪৪৪ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করা হয়েছে। রাজ্যের ১৫,০০,৫৬৪ জন বিধবাকে উইডো পেনশন স্কিমের আওতায় আনা হয়েছে। এর জন্য ১,২৬৩ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়িত হয়েছে। অন্যদিকে ৪০% বা তার বেশি অক্ষমতাযুক্ত মানুষজনের সাহায্যার্থে 'মানবিক' পেনশন স্কিমের আওতায় ৬.৪১ লক্ষ সুবিধা প্রাপককে আনা হয়েছে। এর জন্য খরচ হয়েছে ৫৩৫.৬৪ কোটি টাকা।

অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্পের অধীনে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ১,১৯,৪৮১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে ৬ বছরের নীচে ৬৯.৪৪ লক্ষ শিশু ও ১৩.২৮ লক্ষ গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের উদ্দেশে প্রতিমাসে ২৬ দিন করে গরম রান্না করা খাবার দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ৩ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত আনুমানিক ৩৪.৮২ লক্ষ শিশুকে নিয়মিত প্রাক্-বিদ্যালয় স্তরের পড়াশোনা শেখানো হয়েছে।

জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ২০২১-এর আওতায় থাকা 'মিশন-বাৎসল্য'র অধীনে শিশু সুরক্ষা হিসাবে ৪,৮৭৫ জন আশ্রয়হীন শিশুকে ৫৫টি সরকারি ও ৭৫টি এনজিও পরিচালিত শৈশবাবাসে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ১০টি সরকার পরিচালিত এবং ২৮টি এনজিও চালিত সংস্থা, শিশু দত্তক সংস্থা হিসাবে কাজ করে থাকে। এছাড়াও ৩৮টি মুক্ত আবাস ও ৬টি সুরক্ষা কেন্দ্র রাজ্যে চালু আছে। এই সংস্থাগুলি থেকে ১০৩ জন শিশু দেশের অভ্যন্তরে এবং ১৯জন শিশু দেশের বাইরে দত্তক পরিবারে পুনর্বাসন পেয়েছে। এই শিশুদের সাহায্যার্থে ৫৫৮ জনকে prevention দিতে এবং ১২৫ জনকে পুনর্বাসনের খরচ বাবদ মাসে ২,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে অনাথ হওয়া ৫০১ জন শিশুকেও পুনর্বাসনের জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

উপরোক্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিশু সুরক্ষা ব্যতিরেকে, বিভাগীয় উদ্যোগে ও খরচে 'স্বধার' স্কিমের আওতায় ৩৩ শিশু আবাস এবং 'উজ্জ্বলা স্কিম'-এর অধীনে ১টি মহিলা আবাস তৎসহ পরিবার বিচ্ছিন্ন বৃদ্ধদের জন্য ৩২টি বৃদ্ধাবাস, ভবঘুরেদের জন্য ১০টি নির্দিষ্ট আবাস এবং কলকাতা, হাওড়া ও আসানসোল অঞ্চলে ৩৮টি গৃহহীন নগরবাসীর জন্য নির্দিষ্ট আবাস চালু আছে।

২০২২-২৩ সালে রাজ্য সরকার 'প্রত্যয়' নামে একটি প্রতিষ্ঠানগত সামাজিক সুরক্ষা প্রদানমূলক ২টি হাফ-ওয়ে হোম যার একটি কলকাতায় ও অন্যটি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে চালু করা হয়েছে। রাজ্য মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে যারা অসুস্থতা কাটিয়ে উঠেছেন এবং যাদের পারবারিক সহায়তা নেই, তাদের স্বতন্ত্রভাবে জীবনধারণের উপযোগী করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন নিরাপত্তা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য এই গৃহ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই হোম দুটিতে পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা ওয়ার্ড আছে। কলকাতার হোমটি ১০০ শয্যা ও বহরমপুরে অবস্থিত হোমটি ১১০ শয্যা বিশিষ্ট।

৩.২৮ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা

রাজ্যে ২০১৯-২০ সালে 'ঐক্যশ্রী' মেধাবৃত্তি প্রকল্প চালু হয়েছে। ২০২২-২৩ সালে এই প্রকল্পাধীনে ৪৫ লক্ষ আবেদনপত্র জমা পড়েছে তার মধ্যে থেকে এবছরে ৬৬,০০০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থীর মেধাবৃত্তি চালু করা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের দেশে ও দেশের বাইরে পড়াশোনার জন্য শিক্ষাঋণ দেওয়া সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এপর্যন্ত কারিগরি, প্রযুক্তি এবং কর্মোপযোগী বিভিন্ন কোর্সের ১,৫৫২ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ২০.৭৪ কোটি টাকার শিক্ষাঋণ অনুমোদিত হয়েছে।

স্ব-উদ্যোগমূলক ও স্বনিযুক্তিমূলক কর্মপ্রকল্পে উৎসাহ দিতে স্ব-উদ্যোক্তা ও স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলিকে বিভিন্ন মেয়াদি ঋণ ও DLS (ক্ষুদ্র ঋণ) প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এবছর ইতিমধ্যেই ৫,২৪৬ জন সুবিধাপ্রাপককে মেয়াদি ঋণ ও ৫৮,৮৩৯টি স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সদস্যকে ক্ষুদ্রঋণ বাবদ ১৬৮.১৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষার পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরও অত্যাধুনিক ও সময়োপযোগী করে তুলতে পাঠ্যসূচি পুনর্মূল্যায়ন করার কাজ শুরু হয়েছে। ৭টি নতুন পাঠ্যবই ও ৮৪টি সংশোধিত পাঠ্যবই পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ প্রকাশ করেছে।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য 'Tata Institute of Social Sciences' (TISS)-এর সহযোগিতায় ৬ সপ্তাহের একটি 'Constructive Learning/Teaching with Technology'র উপর সার্টিফিকেট কোর্স অন-লাইনে চালু করা হয়েছে। প্রায় ৩০০ জন মাদ্রাসা শিক্ষক ইতিমধ্যেই এই কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

মালদা জেলার ৪০টি মাদ্রাসায় UNICEF এবং বিক্রমশীলা এডুকেশন রিসোর্স সোসাইটি'র যৌথ উদ্যোগে 'Comprehensive Digital Training Package' প্রকল্প চালু হয়েছে।

সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রকল্প (SUP), ইন্টিগ্রেটেড মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (IMDP) এবং মাইগ্রান্ট ডোমেস্টিক ওয়ার্কার (MDW)-এর উদ্যোগে ৩টি বৃহৎ প্রকল্প শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। এর জন্য মাল্টিসেক্টরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (MSDP)-অধীনে ২৯৫.৪৭ কোটি টাকা চলতি অর্থবর্ষে ব্যয়িত হয়েছে। ২০২২-২৩ সালে IMDP স্কিমে ১৪টি জেলার ৩২টি ব্লকের পরিকাঠামো রূপায়ণে ৩০.৩০ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে এবং একইরকমভাবে রাজ্যের ২৩টি জেলার বিভিন্ন ব্লকে কর্মসূচি রূপায়ণে MDW স্কিমে ৯০.৭৮ কোটি টাকার বেশি প্রদান করা হয়েছে।

সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের আরও উন্নতমানের শিক্ষা পরিষেবা দিতে স্কুল ও কলেজে ৬০৪টি হোস্টেল তৈরি করা হচ্ছে। এর মধ্যে ৪২৪টির কাজ ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে ৩০৫টি কর্মতীর্থ (বিপণন কেন্দ্র) তৈরি করা হচ্ছে। এখানে সংখ্যালঘু মানুষজন তাদের লোকশিল্প, কৃষি উৎপন্ন ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্বনিযুক্তি সদস্যগণ, নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিপণনের সুবিধা অর্জন করতে পারবে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কর্পোরেশন (WBMDFC), ডাইরেক্টরেট অফ মাদ্রাসা এডুকেশন (DME), ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট হজ কমিটি (WBSHC), ওয়েস্ট বেঙ্গল উর্দু অ্যাকাডেমি (WBUA)'র যৌথ প্রচেষ্টায় এই বিভাগ বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়ে সংখ্যালঘু হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের কোচিং কাউন্সেলিংসহ কেরিয়ার গাইড নিয়ে পরামর্শদান ইত্যাদি ব্যবস্থা করে থাকে।

সংখ্যালঘু বিভাগের অধীনে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় একটি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে ২৩টি বিভিন্ন বিভাগে ৪৯টি বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয় পড়ানো হচ্ছে। এবছর ১২২ জন ছাত্র-ছাত্রী NET, SET, GATE ইত্যাদি বিভিন্ন পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। এইবছর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০জন মেধাবী ছাত্র Ph.D ডিগ্রি অর্জন করেছে। ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১১ জন গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকুরির সন্ধান পেয়েছে।

৩.২৯ অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ

রাজ্যের প্রতিটি মহকুমা স্তরেই অনলাইনের মাধ্যমে জাতি শংসাপত্র প্রদানের কাজ চালু হয়ে গেছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত সব মিলিয়ে মোট ১৭,৬৯,৫১৬টি জাতি শংসাপত্র ইস্যু করা হয়েছে। এর মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত ১১,২৮,৮৪২টি, তফশিলি উপজাতিভুক্ত ২,৫৫,৬৯৩টি এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত ৩,৮৪,৯৮১টি এবং উক্ত মোট সংখ্যার মধ্যে ২০২২-২৩ সালে

৩১.১২.২০২২ পর্যন্ত দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে ৩,৮৩,১৫৯টি শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। ২০১১ সালের মে মাসের পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ১,৫৪,১১,৬১২টি শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। চলতি বছরে বৈরাগী/বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং মুসলিম সমাজের চৌধুরি সম্প্রদায়ের মানুষজনকে রাজ্যের অনগ্রসর সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রাজ্যের অন্যতম পেনশন স্কিম 'তপশিলি বন্ধু' ২০২০ সালের এপ্রিল মাস থেকে চালু করা হয়েছিল। তপশিলি জাতিভুক্ত ষাট বা ষাটোর্ধ্ব বয়সী মানুষজনকে মাসিক ১০০০ টাকা হারে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মারফত এই পেনশন দেওয়া হয়। চলতি অর্থবর্ষের ৩১শে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মোট ১০,২৬,৯৮২ জনকে প্রদত্ত পেনশন বাবদ মোট ৮৫৩.৬১ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

২০১৪-১৫ সাল থেকে রাজ্যের নিজস্ব অর্থব্যয়ে 'শিক্ষাশ্রী' মেধাবৃত্তি প্রকল্প চালু হয়েছে। এর আওতায় রাজ্যের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে মাসিক ৮০০ টাকা করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মারফত বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত মোট ৩,২৯,৬৯৯ জন শিক্ষার্থীর ছাত্রবৃত্তি বাবদ ২৬.৩৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

এই বিভাগ ২০২২-২৩ সালে তপশিলি জাতিভুক্ত নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য চালু হওয়া প্রি-ম্যাট্রিক মেধাবৃত্তি বাবদ ৫.৮৮ কোটি টাকা এবং একাদশ থেকে Ph.D পর্যন্ত পোস্টম্যাট্রিক বৃত্তি বাবদ ৯০ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে। একইরকমভাবে অন্যান্য অনগ্রসর OBC, EBC এবং DNT ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট প্রিম্যাট্রিক ও পোস্টম্যাট্রিক ছাত্রবৃত্তি বাবদ মোট যথাক্রমে ১৩.৮৮ কোটি টাকা এবং ৭.৩০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। পঞ্চম থেকে দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত তফশিলি জাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ছাত্রবৃত্তি বাবদ মোট যথাক্রমে ৮.৪০ লক্ষ এবং ৩৬.৩৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রদেয় মেধাবৃত্তির টাকা দ্রুত হাতে পাওয়া এবং সহজ করার জন্য এক-জানালা ব্যবস্থায় নিয়ে এসে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনে সংযুক্ত করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এছাড়াও ২০২২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তপশিলিজাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল গ্রান্ট বাবদ ৬০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

প্রতি ক্ষেত্রে ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে জলপাইগুড়ি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ড. বি.আর. আম্বেদকর রেসিডেন্সিয়াল স্কুল দুটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় অবস্থিত আম্বেদকর সেন্টার ফর এক্সিলেন্স-এর নির্মাণ কাজও প্রায় শেষের মুখে।

রাজ্যে ২০২২-এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তপশিলি জাতি ছেলেমেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট ৪৬টি (ছাত্রীদের ৩৪টি এবং ছাত্রদের ১২টি) 'বাবু জগজীবন রাম ছাত্রাবাস যোজনা'র আওতায় চলা কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস, ৩৫টি সেন্ট্রাল হোস্টেল (তপশিলি জাতিদের জন্য ২৮টি এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য যৌথভাবে ৭টি), অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১২টি সেন্ট্রাল হোস্টেল এবং তপশিলিদের জন্য তৈরি ৯৭টি আশ্রম হোস্টেল চালু আছে।

রাজ্য সরকারের একটি অন্যতম অগ্রণী প্রকল্প 'সবুজসাথী'। এর মাধ্যমে রাজ্যে ৮,৮২৮ সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুল ও মাদ্রাসার নবম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশ্রেণিতে পড়াশোনার সুবিধার্থে সাইকেল প্রদান করা হয়। ২০১৫-১৬ সাল থেকে এপর্যন্ত ১.০৪ কোটি শিক্ষার্থী এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে। ২০২২-২৩ সালের অষ্টম পর্যায়ের (Phase-VIII) 'সবুজসাথী' প্রকল্পে ১২.২৭ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী এই সুবিধা পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। যাতে আর্থিক খরচ হবে ৪৯৫.৭৮ কোটি টাকা।

নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভিত্তিক উন্নয়নের জন্য রাজ্যে ১৭টি জনকল্যাণমূলক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

এই বিভাগ দ্বারা গৃহীত বিবিধ উদ্যোগের বার্তা জনমানসে বিস্তারের জন্য ঢাকিদের পরিষেবা নেওয়া হচ্ছে। ঢাকিরা গ্রামের হাট ও বিভিন্ন মেলাতে ঢাক বাজিয়ে এই বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম জনমানসে প্রচার করছে। এর জন্য মূলত একটি গোষ্ঠীভুক্ত ৪০০ ঢাকিকে ৪০০টি ব্লক ও পুরসভাতে প্রচারের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। এর জন্য ২০২২-২৩-এর ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ২.৪৫ কোটি টাকা ঢাকিদের মজুরি বাবদ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সমগ্র রাজ্যের ৩৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের JEE/NEET/WBJEE-এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২২ সালে সারা রাজ্যের ১,৪৪০জন ছাত্র-ছাত্রী প্রশিক্ষণ নেয় তাদের মধ্যে থেকে ১,০২০জন বিভিন্ন বিভাগে যোগ্যতামান অর্জন করে। দু'জন ছাত্র মুম্বই IIT এবং খড়গপুর IIT-তে ভর্তি হয়, ৭জন MBBS-এর ভর্তির সুযোগ পায়। চলতি অর্থবর্ষের ২০২২-২৩-এ এই বিভাগ থেকে এবাবদ ২,২০,৯৩,৭৬৪ টাকা খরচ করা হয়।

কেন্দ্রীয় যোজনার অন্তর্গত 'প্রধানমন্ত্রী অনুসূচিত জাতি অভ্যুদয় যোজনা' (PMAJAY)-য় ১৯৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবর্ষে এই বিভাগের অধীনে চলা কর্মসূচি 'প্রিভেনশন অফ অ্যাট্রোসিটিজ অ্যাক্ট (POA)' এবং 'প্রোটেকশন অফ সিভিল রাইটস অ্যাক্ট (PCR)' পরিচালনা করতে ২.৮৭ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ তপশিলি জাতি ও উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়ন ও অর্থ নিগম (WBST, SC & OBCD & FC), এই বিভাগেরই একটি অধীনস্থ একটি

সংস্থা, যার মাধ্যমে এই পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের ৪২,২৩০ জন যুবক-যুবতীকে স্বনিযুক্তিমূলক কর্মপ্রকল্পে যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য ১৫,৪০০ জন যুবক-যুবতীকে কর্মোপযোগী ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২২-২৩ সালে ৪৫,০০০ জন পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের যুবসমাজকে স্বনিযুক্তিমূলক কাজে যুক্ত করা গেছে এবং ১১,০০০ জন যুবক-যুবতীকে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে যুক্ত করা গেছে। এর জন্য বিভাগীয় ব্যয় হয়েছে ৬৪ কোটি টাকা।

এই বিভাগের উদ্যোগে গ্রিভেন্স সেল-কে পুনর্গঠিত করা হয়েছে। বিভাগ www.anagrasarkalya.gov.in নামে একটি পোর্টাল চালুর মাধ্যমে অনলাইনে তাদের সমস্যা ও বঞ্চনার কথা জানানো এবং পরামর্শ দেবার ব্যবস্থা করেছে। সম্পূর্ণ অনলাইনে ৭০৩ ধরনের অভিযোগের সুরাহা করা হয়েছে।

৩.৩০ উপজাতি উন্নয়ন

এ পর্যন্ত উপজাতিভুক্ত পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ১,৫৮,২০৭ জন শিক্ষার্থীকে ‘শিক্ষাশ্রী’ মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ সালে প্রত্যাশা মতো ১,৮৮,৬০৬ জনেরও বেশি উপজাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রী এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে। এ বাবদ ১৫.০৯ কোটি টাকা খরচ করা হবে।

প্রি-ম্যাট্রিক (নবম ও দশম শ্রেণি) ও পোস্টম্যাট্রিক (একাদশ শ্রেণি ও তদূর্ধ্ব) ছাত্রবৃত্তির জন্য উপজাতি সম্প্রদায়ের ১,৫২,৫৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী এখনও পর্যন্ত আবেদন করেছে।

রাজ্যের পার্বত্য ও অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষজনের নিজস্ব সংস্কৃতি, কলা-কৃষ্টির উন্নয়ন ও ধারাবাহিকতা ধরে রাখার জন্য ইতিমধ্যেই ৬টি বিভিন্ন উপজাতি উন্নয়ন ও সংস্কৃতি পরিষদ গঠন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ সালে বিশেষ প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকল্পে যেমন—ভবন নির্মাণ, কমিউনিটি হল নির্মাণ, যুব আবাস তৈরি,

পানীয় জলের ব্যবস্থাসহ সাংস্কৃতিক উৎসব পরিচালনার খাতে মোট ৭২.৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

২০২২ সালে মেদিনীপুরের জঙ্গলমহল অঞ্চলে লোধা-সবর সম্প্রদায়ের মানুষজনের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ লোধা-সবর উন্নয়ন পরিষদ গঠন করে মেদিনীপুরে প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

২০২০ সালের, ১লা এপ্রিল থেকে চালু হওয়া উপজাতিভুক্ত মানুষজনের জন্য 'জয় জোহার' ওল্ড এজ পেনশন স্কিমের অধীনে ষাট ও ষাটোর্ধ্ব মানুষের জন্য মাসিক ১,০০০ টাকা করে পেনশন প্রদান করা হচ্ছে। এটি একটি সর্বজনীন প্রকল্প; ২০২২-২৩ সালের এখনও পর্যন্ত এই খাতে ২৫০.৫০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে এবং কমবেশি ২,৯১,০০০ জন সুবিধাভোগী এর আওতাভুক্ত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে চলতি আর্থিক বছরের সমাপ্তি পর্যন্ত ২,৯৫,০০০ জন মানুষকে এর আওতায় আনা সম্ভব হবে।

২০১৫ সালে 'কেন্দু লিভস্ কালেক্টরস সোশাল সিকিউরিটি স্কিম' গঠন করে ৩৪,৪৯৮ জন উপজাতিভুক্ত মানুষজনকে তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই নথিভুক্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক সুবিধার্থে, ষাট বছর অতিক্রান্তদের এককালীন অর্থ সাহায্য থেকে শুরু করে, দুর্ঘটনাজনিত কারণে অর্থ সাহায্য, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, চিকিৎসা সহায়তা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। ২০২২-২৩ সালে এই ধরনের বিভিন্ন প্রকার সহায়তা বাবদ ৭৮ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে এবং ১৬৪ জন সুবিধা প্রাপক এই প্রকল্প দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

উপজাতিভুক্ত জঙ্গলমহল অঞ্চলের কেন্দুপাতা সংগ্রহকারিদের পাতা বিক্রির ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বর্তমানে চটা প্রতি (২.৫ কেজি) ৭৫ টাকার পরিবর্তে ১৭০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৯টি জহর থান (উপাসনালয়)-কে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে।

উপজাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার সুবিধার্থে রাজ্যব্যাপী ৩৬টি কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে তাকে JEE (Main), NEET, WBJEE প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ৩০৮ জন শিক্ষার্থী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে তার মধ্যে থেকে ২১১ জন ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুর, ডেবরা ও ঘাটাল অঞ্চলে তিনটি সাঁওতালি মাধ্যমের স্কুল তৈরি করা হচ্ছে। কেশপুর ও ঘাটাল অঞ্চলের স্কুলের নির্মাণ কাজ শুরুও হয়ে গেছে এবং আশা করা হচ্ছে ২০২৩-এর মধ্যেই তা শেষ হয়ে যাবে।

৩.৩১ শ্রমিক

রাজ্যের মোট শ্রমিকদের ৯৩ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত। 'বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা'য় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা কোনো খরচ না করে সব ধরনের সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা পেতে পারেন। রাজ্য সরকার এখন থেকে শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে প্রদেয় ৫৫ টাকার পুরোটাই বহন করে। সূচনাকাল থেকে এখনও পর্যন্ত এই খাতে ২,১৫২.৩৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে ৩২,৬৪,৯৬৮ জন উপভোক্তা উপকার পেয়েছেন। এছাড়াও ২৬,১১৭ জন পেনশন প্রাপক এই সুবিধা পেয়েছেন, যাতে ব্যয় হয়েছে ৮৩.০৫ কোটি টাকা।

দীর্ঘদিন লকআউট-কর্মবিরতি এবং অন্যান্য কারণে বন্ধ থাকার ফলে কাজ হারানো শ্রমিকদের আর্থিকভাবে সাহায্য করার জন্য রাজ্য সরকার 'Financial Assistance to the Workers of Locked Out Industrial Units' (FAWLOI) নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ হারানো শ্রমিকদের মাসিক ১,৫০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হচ্ছে। এছাড়াও পূজা, ঈদ ও অন্যান্য খাতে বার্ষিক আরও এককালীন ১,৫০০ টাকা দেওয়া হচ্ছে। ২০২২-২৩ বর্ষের ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত সময়কালে ১৭১টি শিল্পসংস্থার ২৩,৫৯১ জন শ্রমিককে মোট ২৯.১৬ কোটি টাকার অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

‘এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক’ রাজ্যের একটি নিজস্ব জব পোর্টাল। এখানে চাকুরিপ্রার্থী, নিয়োগকারী সংস্থা, প্লেসমেন্ট এজেন্সি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ দেওয়া সংস্থাগুলি অনলাইনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে নিতে পারে। ২০২২-এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৯,৭৭,৮৮৯ জন কর্মপ্রার্থী এবং ১,২২১টি নিয়োগকারী সংস্থা ‘এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক পোর্টালে’ নথিভুক্ত হয়েছে। ‘যুবশ্রী’র অধীনে রাজ্য সরকার এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকে নিবন্ধিত ১ লক্ষ চাকরিপ্রার্থীকে বেকার সহায়তা ভাতা প্রদান করছে, যাতে চাকরিপ্রার্থীরা তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে পারে বা তাদের দক্ষতা উন্নত করে স্বনিযুক্তির জন্য উদ্যোগী হতে পারে। নির্বাচিত প্রতিজন কর্মপ্রার্থীকে এই প্রকল্পের অধীনে মাসিক ১,৫০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড দেওয়া হচ্ছে। যুবশ্রী প্রকল্পের অধীনে এখনও পর্যন্ত ১,৯৩,৯৩০ জন কর্মপ্রার্থীকে এই আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। নথিভুক্ত চাকরিপ্রার্থীদের পাট বিষয়ক প্রশিক্ষণ, গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণ এবং অন্যান গৃহস্থালী কাজকর্মের প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার চা-বাগান কর্মচারিদের বিশেষ করে বন্ধ হয়ে যাওয়া, পরিত্যক্ত চা-বাগান এবং রুগ্ন চা-বাগানগুলির বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলার জন্য বহুবিধ উন্নয়নমূলক এবং আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে।

শ্রমবিভাগ কারখানা অধিকর্তার মাধ্যমে নথিভুক্ত শিল্পসংস্থাগুলির সুবিধার্থে লাইসেন্স ১৫ বছর পর্যন্ত পুনর্নবীকরণের ব্যবস্থা চালু করেছে। বয়লার এবং ইকোনোমাইজারস-এর ক্ষেত্রে অনলাইনে মালিকানা হস্তান্তরের কাজ শুরু হয়েছে। দীঘা, জামুরিয়া এবং মিরিকে নতুন শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

রাজ্যের ESI হাসপাতালগুলিতে ৩১.১২.২০২২ পর্যন্ত সময়কালে বিমাকৃত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০,৩৮,৬৬৬ জন। এই বছর রাজ্যের ১০টি ESI হাসপাতালে ২০টি শয্যাবিশিষ্ট ‘হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট’ (HDU) চালু করা হয়েছে। এছাড়াও আরও ৬টি রাজ্য ESI হাসপাতালে ১০ শয্যাবিশিষ্ট ‘ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট’ (ICU) চালু

করা হয়েছে। তদুপরি, গৌড়হাটি ESI হাসপাতালে 'লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন প্ল্যান্ট' (LMO Plant) গড়ে তোলা হয়েছে।

৩.৩২ স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি

রাজ্যের ২৭টি স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতা ও সমন্বয়ে রাজ্যব্যাপী ২২টির মতো ক্ষুদ্র প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে। এর জন্য মোট ব্যয়িত হয়েছে ৪৭ লক্ষ টাকা।

মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির আর্থিক উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে, সরকারি অফিস ও PRI অফিসগুলিতে মহিলা পরিচালিত ১৯টি ছোটো ক্যান্টিনের জন্য পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ৫৪ লক্ষ টাকা এবং যন্ত্রাংশ ও বাসনপত্র কিনতে ২৭ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার সহায়ক প্রকল্প (WBSSP) রূপায়ণে রাজ্যের ২৫,২৬৪টি উদ্যোগী স্বনির্ভরগোষ্ঠীকে ইতিমধ্যেই সুদ বাবদ ৯.৯৭ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে (SVSKP) বিগত বছরগুলির বাকি থাকা আবেদনগুলি এবার অনুমোদিত হয়েছে। এপর্যন্ত মোট ১,৭৭৭ জন সুবিধা প্রাপকের সুবিধার্থে ১৪.৩৮ কোটি টাকা সহায়তা বাবদ প্রদান করা হয়েছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও কর্মোদ্যোগীদের উৎপন্ন দ্রব্য বাজারজাত করণের জন্য রাজ্যব্যাপী ২২টি জেলা ও তার বিভিন্ন আঞ্চলিক স্তরে সবলা মেলা এবং রাজ্য সবলা মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই ধরনের সবলা মেলার আয়োজনে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে মোট ২.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে।

স্বনিযুক্তি ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে জীবিকা নির্বাহের পথকে সুগম করতে ১৫,০৪০ জন কর্মপ্রার্থী ও স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নের বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য ৯.৯৪ কোটি টাকার আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে।

৩.৩৩ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ ২০১২-১৩ সালের সূচনালগ্ন থেকে ২০২২-এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলায় ২,৫০২টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ শেষ করেছে। এগুলি হল অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, সভাঘর নির্মাণ, ট্রাক টার্মিনালের উন্নতিকরণ, বাজার, কমিউনিটি হল, ছেলেদের হস্টেল নির্মাণ, স্কুল ও কলেজগুলির উন্নতিকরণ ইত্যাদি।

এছাড়াও কিছু বিশেষ বিশেষ পরিকাঠামোগত নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে যেমন কোচবিহার জেলার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন; জয়গাঁও কলেজ ও শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের উন্নয়ন; কোচবিহার সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রাবাস নির্মাণ, দার্জিলিং - কার্শিয়াং - মিরিক ও কালিম্পঙে একটি করে জয় হিন্দ কমিউনিটি হল নির্মাণ, জলপাইগুড়ির চালসা মঙ্গলবাড়িতে বাজার নির্মাণ; মালবাজার সুভাষিণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ভবনের উন্নতিসাধন, জল্পেশ্বর মন্দিরের উন্নতিসাধন এবং মালদা জেলার জোথপ্রীতিতে ভাগীরথী নদীর উপর সেতু নির্মাণ; উত্তর দিনাজপুর জেলার সিংহনাথ ঘাটে বোর পাইল সেতু নির্মাণ এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পশ্চিম নিমপুর খাড়িতে RSJ সেতু নির্মাণসহ তপনগামী সংলগ্ন রাস্তা নির্মাণ এবং গঙ্গারামপুর ব্লকে পুলিন্দায় কাশী খাড়ির উপর RSJ সেতু নির্মাণ ইত্যাদি।

৩.৩৪ সুন্দরবন বিষয়ক

সুন্দরবন এলাকার প্রত্যন্ত ও যাতায়াতে অসুবিধাযুক্ত অঞ্চলের পরিকাঠামোগুলি আরও উন্নত ও শক্তিশালীরূপে গড়ে তুলতে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে বিভাগীয় উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়েছে।

এগুলি হল - উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া ব্লকের বোয়ালঘাটার কাছে বিদ্যাধরী নদীর উপর RCC ব্রিজ নির্মাণ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ ব্লকের মধুসূদনপুরের

শিবকালিনগর মৌজার কামারহাট সংলগ্ন কুরুলিয়া খালের উপর কংক্রিট RCC ব্রিজ নির্মাণ। এছাড়াও এই ধরনের আরও ১৩টি ব্রিজের নির্মাণ কাজ চলছে।

অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা ব্লকের দত্তা নদীর হ্যামিলটন আবাদ মৌজার হ্যামিলটন আবাদ জেটি, লাহিড়িপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন জেটি সহ নামখানা ব্লকের শিবরামপুরের চেনাইল নদীর উপর সংলগ্ন রাস্তা বরাবর দুর্গাপুর খেয়াঘাটের জেটি-টি RCC কংক্রিট বাঁধাই করে মজবুত ভাবে তৈরি করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবর্ষের ৩১-১২-২০২২ পর্যন্ত এই অঞ্চলে বিভাগীয় তৎপরতায় ৮৬.৮৫ কিমি রাস্তা নির্মিত হয়েছে যার মধ্যে ২৭.১৮ কিমি ইট-বাঁধাই রাস্তা, ৫০.৬২ কিমি কংক্রিট রাস্তা এবং ৯.০৫ কিমি বিটুমিনাস বাঁধাই রাস্তা।

এই অঞ্চলের ৬০,০০০ জন মৎস্যজীবীকে IMC প্রজাতির মাছের পোনা এবং মৎস্য খাদ্য বিতরণ করে জীবিকা নির্বাহের সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

২০২২ সালের ১১ই ডিসেম্বর আয়োজিত 'সুন্দরবন দিবস' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বিভাগের পক্ষ থেকে ওই অঞ্চলের ১৯টি ব্লকের অধিবাসী জনসাধারণকে সুন্দরবনের পরিবেশ ও তার জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে বিশেষ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

এই সময়েই সুন্দরবনের অধিবাসীদের সুবিধার্থে ১০টি পঞ্চায়েতিরাজ ইনস্টিটিউশনসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৩.৩৫ পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন

পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ নিরন্তরভাবে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের বিশেষত লাল মৃত্তিকা অঞ্চলের অনগ্রসর আদিবাসী এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলির সুসংহত উন্নয়নের লক্ষ্যে সমস্ত বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ঐক্যবদ্ধ জীবন-জীবিকা ও পরিকাঠামো রূপায়ণসহ অগ্রগতির কাজ করে চলেছে। একই সঙ্গে এই বিভাগ এখানকার

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন জঙ্গলমহল উৎসব আয়োজনেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এখনও পর্যন্ত এই অঞ্চলের প্রায় ২০৫টিরও বেশি বৈধপ্রকল্প, যেমন মূলত কংক্রিট রাস্তা, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ, কমিউনিটি সেন্টার, স্কুল বাড়িসহ সেখানকার সোলার লাইট প্ল্যান্ট, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, জলাশয় খনন, জলাধার নির্মাণ, পানীয়জল সরবরাহ ইত্যাদি রূপায়িত হয়েছে। এছাড়াও এখানকার আদিবাসী সংস্কৃতিকে উৎসাহ ও প্রসারতা দিতে অষ্টম জঙ্গলমহল উৎসবে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র লোকশিল্পী গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এই অঞ্চলের অধিবাসীদের জলের সমস্যা দূরীকরণে এবং জীবিকানির্বাহ সুগম করতে বিভিন্ন প্রকল্প নির্মাণ কাজে কৃষিবিভাগ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, জন স্বাস্থ্য কারিগরী, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ এবং বন ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগ প্রাথমিকভাবে একযোগে কাজ করে চলেছে।

প্রশাসন

৩.৩৬ স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক

২০১১ সাল থেকে এই রাজ্যে আইন শাসন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। রাজ্য সরকার পুলিশ প্রশাসনের আধুনিকীকরণের উপর নিরন্তর গুরুত্ব আরোপ করেছে, বিশেষত উপযুক্ত বাসস্থান তৈরি, যানবাহনসহ অন্যান্য প্রশাসনিক উপকরণ ইত্যাদি পুলিশ বাহিনীর হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পৌঁছে দিয়ে তাদের শক্তিশালী করে তোলা হয়েছে। জনসাধারণের কাছে আরও উন্নত পরিষেবা পৌঁছে দিতে সম্প্রতি প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১২টি নতুন থানা, (১টি মহিলা থানা সহ) এবং ৩টি পুলিশ ফাঁড়ি গঠন করা হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ লাইন গঠন করা হয়েছে আর এর জন্য প্রস্তাবিত ব্যয় হয়েছে ৪২.২৮ কোটি টাকা। এছাড়া পূর্ব বর্ধমানের নাদানঘাটে সদর পুলিশ থানা এবং

দার্জিলিং জেলার রঙ্গলি-রঙ্গলিয়াত-এ আদর্শ গ্রামীণ পুলিশ থানা গঠনের কাজ শেষ হয়েছে। সেই সঙ্গে কোচবিহারে মহিলা ব্যারাক এবং বিষ্ণুপুর ইমার্জেন্সি ফোর্স লাইনে পুরুষ ব্যারাক তৈরির কাজও শেষ হয়েছে। ঝাড়গ্রাম ও পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌড়িতে দুটি পুলিশ লাইন তৈরির কাজ চলছে। শিলিগুড়ি, বিধাননগর, ব্যারাকপুর এবং দুর্গাপুর আসানসোল পুলিশ কমিশনারেটের প্রয়োজনীয় নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলছে।

রাজ্য সরকার মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তার ব্যাপারে অনেক বেশি দায়িত্বশীল। বর্তমানে ৪৯টি মহিলা পুলিশ থানা কর্তব্যরত। রাজ্যের ৫৫০টি থানায় মহিলা পুলিশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ওমেন হেল্প ডেস্ক চালু আছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও কলকাতা পুলিশ-এ উভয়ও 'উইনার্স স্কোয়াড' তৈরি করা হয়েছে। এই বাহিনী মহিলা উত্যক্তকারীদের এবং সংগঠিত অপরাধীদের দমন করে সুরক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারদর্শী।

ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গল (CID, WB) তদন্তের স্বার্থে একটি নতুন ধরনের ওয়েব্যাক মেশিন এর প্রচলন করেছে। এর দ্বারা সাইবার অপরাধ দমন শাখা আরও তৎপরতার সাথে প্রযুক্তিগতভাবে অপরাধ চিহ্নিত করতে পারবে। CID বিভিন্ন জায়গায় সাইবার ক্রাইম পাঠশালা নাম দিয়ে ব্যানার বা ফ্লেক্স টাঙিয়ে একটা প্রচারমূলক কর্মসূচি শুরু করেছে, যাতে করে সাধারণ মানুষকে এ সম্পর্কে আরও বেশি করে সচেতন করা যায়।

২০১১ সালের পর থেকে কোলকাতাসহ বিভিন্ন জেলা পুলিশের ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনায় পথনিরাপত্তা কর্মসূচিকে আরও জোরদার করা হয়েছে। এর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে CCTV ক্যামেরা লাগানো ও অন্যান্য অত্যাধুনিক উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচি পালন করার মাধ্যমে পথ দুর্ঘটনা ও তজ্জনিত প্রাণহানির ঘটনা এখন লক্ষ্যণীয়ভাবে কমে গেছে। PoS টার্মিনালগুলি থেকে এখন ই-চালান ও অন্যান্য ট্যাফিক আইন কার্যবিধি চালু করা হয়েছে।

কলকাতার ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির রসায়ন বিভাগে আরও অত্যাধুনিক মানের প্রযুক্তি ও যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। দুর্গাপুরের আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির টক্সিকোলজি বিভাগ তৈরির কাজ শেষের পথে। অন্যদিকে জলপাইগুড়িতে অবস্থিত ল্যাবরেটরিতে নতুন সেরোলজি সেকশন চালু করা হয়েছে।

পুলিশ কর্মীদের জন্য পূর্বে চালু 'ইউনিফর্ম কিটে'র পরিবর্তে ইউনিফর্ম ভাতা চালু করা হয়েছে। ইন্সপেক্টর র‍্যাঙ্কের কর্মীরাও এই ভাতা পাচ্ছেন। রাজ্যের হোমগার্ড অর্গানাইজেশনের প্রায় সমস্ত কর্মীকে সহায়ক মেডিক্লেম পলিসির আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে এখন থেকে হোমগার্ড স্বেচ্ছাসেবকরা ও তাদের পরিবারের সদস্যরাও চিকিৎসার জন্য এর সুযোগসুবিধা লাভ করবেন।

৩.৩৭ কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার

রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে গ্রাম পঞ্চায়েত ও অন্যান্য পরিষেবা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা অঞ্চলে আরও অতিরিক্ত ১৪৬১টি বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে তৃণমূলস্তরে নাগরিকদের সমস্ত রকমের সরকারি পরিষেবা সুলভে পৌঁছে দেওয়া হবে। এই লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ৩৫৬১টি বাংলা সহায়তা কেন্দ্র (BSK) কার্যকর করা হয়েছে। এ পর্যন্ত এই কেন্দ্রগুলি থেকে সব মিলিয়ে ৪.৫ কোটি নাগরিক পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬০০টির মতো সহায়তা কেন্দ্র যেখান থেকে আধার কার্ড তৈরি ও সংশোধন-সহ যাবতীয় কাজ করা যায় সেই ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ শুরু হয়েছে।

প্রত্যেকটা বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে (BSK) ই-ওয়ালেট অ্যাকাউন্ট চালু করা হয়েছে, এর ফলে — বিদ্যুতের বিল দেওয়া, জমির দ্রুত মিউটেশন তৈরি ও খাজনা প্রদান, জমির মালিকানা বদল ও তথ্যসংগ্রহ এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে মোট ৪৫ কোটি টাকার লেনদেন সম্ভব হয়েছে।

এই বিভাগের উদ্যোগে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ই-ডিস্ট্রিক্ট' নামে একটি পরিষেবা দেওয়ার 'মিশন' প্রকল্প (Mission Mode Project) শুরু হতে চলেছে। এই প্রকল্পের অধীনে নাগরিক সমাজের কাছে সরকারি স্তরের ১৬০ ধরনের পরিষেবা সম্পূর্ণরূপে কম্পিউটারের মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে পৌঁছে দেওয়া হবে। রাজ্যের ২৩টি জেলা ও ১৬টি সরকারি বিভাগকে এই মিশনের আওতায় এনে অনলাইন মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় ই-গভর্নেন্স কর্মসূচির অধীনে ই-অফিস নামে একটি মিশন প্রকল্প (Mission Mode Project) চালু হয়েছে। যার প্রধান লক্ষ্য হল— স্বচ্ছ, সরল ও আরও কার্যকরভাবে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে এবং বিভাগীয় কাজকর্ম অনলাইন পদ্ধতিতে কার্যকর করা। এই উদ্দেশে ৫৩টি দপ্তর এবং অধিকরণ অফিস, উপকার্যালয়, জেলা কার্যালয় মিলিয়ে আরও ২১১টি অফিসকে সংযুক্ত করা হয়েছে। ২০২৩-এর মার্চের মধ্যে সমস্ত মহকুমা কার্যালয় এই ই-অফিসের আওতায় চলে আসবে।

রাজ্য সরকার একটি ডিজিটাল ডিপোজিটরি চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে যেখানে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিজিটাল স্বাক্ষর সংবলিত নথি ও শংসাপত্র যেমন— স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট, মেডিকেল সার্টিফিকেট, কলেজ ডিগ্রি, মার্কশিট, লাইসেন্স ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে পারবে।

সেন্টার ফর এক্সেলেন্স ইন পাবলিক ম্যানেজমেন্ট (CEPM)-এর অধীনে রাজ্যে গর্বের প্রতিষ্ঠান সত্যেন্দ্রনাথ টেগোর সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টার, শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রের UPSC আয়োজিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক কোচিং-কাম-গাইডেন্স দিয়ে রাজ্যের ছেলেমেয়েদের অগ্রগতির পথে এগিয়ে দিতে সাহায্য করে থাকে। এছাড়াও সম্প্রতি রাজ্যের ২২টি জেলাস্তরে সত্যেন্দ্রনাথ টেগোর ডিস্ট্রিক্ট সিভিল সার্ভিস স্টাডি সেন্টার-এর ২৬টি কেন্দ্র থেকে অনলাইনের মাধ্যমে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়া চালু হয়েছে।

৩.৩৮ বিপর্যয় ব্যবস্থাপন ও অসামরিক প্রতিরক্ষা

এই রাজ্যের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ প্রতিহত করার প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত আছে বিপর্যয় ব্যবস্থাপন ও অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের হাতে।

এই বিভাগ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সফলভাবে সাম্প্রতিক গঙ্গাসাগর মেলা আয়োজন করেছে। বিভাগের পক্ষ থেকে সাগরদ্বীপে, কচুবেড়িয়ায়, ৮নং লটে এবং বাবুঘাটে মোটরচালিত বোট ও অ্যাম্বুলেন্স, মেলা প্রাঙ্গণে মোতায়েন করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে যাত্রীদের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিপর্যয় মোকাবিলা স্বেচ্ছাসেবী ও অধস্তন কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছিল।

রাজ্যের জরুরি পরিষেবা কেন্দ্র (EOC) ৩৬৫ দিন এবং সপ্তাহে ২৪ ঘন্টা কাজ করছে। জেলা জরুরি পরিষেবা কেন্দ্রও সর্বক্ষণ কাজ করে চলেছে। বজ্রপাত, সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এখান থেকেই নিরন্তর সতর্কতামূলক প্রচার করা হয়ে থাকে।

দুর্যোগ এবং উৎসবের সময় বিভাগের পক্ষ থেকে সপ্তাহে ৭দিন ২৪ ঘণ্টা কন্ট্রোলরুম খোলা রেখে প্রতিনিয়ত পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। বর্ষার সময়ে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারি বৃষ্টির সময় কোনো কোনো জায়গায় বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এছাড়াও বিভিন্ন জেলাতে অতিবৃষ্টির জন্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এইসব জায়গায় পর্যাপ্ত ত্রাণ বাবদ - ৯.৩৬ লক্ষ ত্রিপল, ১লক্ষ ধুতি, ২.৯২ লক্ষ শাড়ি, ১.১৭ লক্ষ লুঙ্গি, ৩.০৫ লক্ষ বিছানার চাদর ও ৩.৪ লক্ষ কম্বল দুর্গত এলাকায় পাঠানো হয়েছিল। চলতি অর্থবর্ষের (২০২২-২৩) ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত বিপর্যয় মোকাবিলা ও তজ্জনিত ত্রাণ বাবদ ৩২৮.০৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে।

বর্তমানে আপৎকালীন ক্ষেত্রে ৪২৫টি বন্যাদুর্গত আশ্রয় স্থল, ২৭০টি ত্রাণ কেন্দ্র, ২২১টি বহু সুবিধাযুক্ত সাইক্লোন শেলটার (MPCS) পরিষেবা দেওয়ার জন্য চালু আছে। এছাড়া আরও ২৪টি বহু সুবিধাযুক্ত উদ্ধারকেন্দ্র তৈরির কাজ চলছে।

২০২২-২৩ অর্থবর্ষে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (SDRF) পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ দপ্তরকে ৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই টাকা থেকে আমফান, ইয়াস এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারি বৃষ্টি, বন্যা এবং ধস কবলিত অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি পুনরায় মেরামত করার ব্যয়ভার বহন করা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোভিড-১৯ অতিমারিতে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রতিটি ক্ষেত্রে মৃতের নিকট আত্মীয়কে এককালীন ৫০,০০০ টাকা করে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এই সংক্রান্ত সাহায্য পেতে অনলাইনে আবেদন করার জন্য একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। ২০২২-এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৩,৪০২ জন সুবিধাপ্রাপকের হাতে মোট ১৬৭.০১ কোটি টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে।

৩.৩৯ অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা

২০২২-২৩ সালে অগ্নি নির্বাপণ বিভাগ রাজ্যের দূরবর্তী ও অগ্নিসুরক্ষা থেকে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে উপযুক্ত অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্রসমূহসহ নতুন দমকল কেন্দ্র (Fire Station) স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে।

পূর্ব বর্ধমান বিভাগের পূর্বস্থলীতে নতুন দমকল কেন্দ্র তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং পরিষেবা দেওয়া শুরু করেছে। উত্তর কোলকাতা বিভাগের মানিকতলা দমকল কেন্দ্রটির নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে তা চালু করা হয়েছে। এছাড়াও আরও ৮টি নতুন দমকলকেন্দ্র তৈরির কাজ পুরোদমে চলছে। এগুলি হল— (১) পাঁশকুড়া দমকল কেন্দ্র, (২) বীরপাড়া দমকল কেন্দ্র, (৩) সোনামুখী দমকল কেন্দ্র, (৪) গড়বেতা দমকল কেন্দ্র, (৫) সবং দমকল কেন্দ্র, (৬) উত্তর দমদম (বিরাটি) দমকল কেন্দ্র, (৭) দুবরাজপুর দমকল কেন্দ্র এবং (৮) লেকটাউন দমকল কেন্দ্র; তৎসহ হাওড়া দমকল কেন্দ্রের নতুন ভবন নির্মাণ।

এছাড়াও, ১৪টি চালু দমকল কেন্দ্রকে পুনরায় নতুন করে মেরামত করে আরও উন্নতিসাধন করা হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১১-১২ সালে রাজ্যে যেখানে ১০৯টি দমকল কেন্দ্র ছিল সেখানে এখন আছে ১৫৫টি। আরও প্রস্তাবিত অঞ্চলে নতুন দমকল কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত সরকারের বিবেচনাধীনে আছে।

দমকল কেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন ধরনের আরও অত্যাধুনিক যন্ত্রাংশ যেমন - ড্রোন ক্যামেরা, ডিমোলিশন হ্যামার, LED সার্চ লাইট, ট্রলি মাউন্টেড ওয়াটার অ্যান্ড ফোম মিস্ট সিস্টেম ইত্যাদি ২০২২-২৩ অর্থবর্ষেই আনার ব্যবস্থা করে রাজ্যের অগ্নিসুরক্ষাকে আরও আধুনিক করা হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত দমকল কেন্দ্রগুলি থেকে স্কুল, কলেজ, অফিস, হাসপাতাল ও নার্সিং হোম, শপিং মল, ক্লাব, পূজামণ্ডপ প্রভৃতি স্থানে ১৬৩২টি অগ্নিসুরক্ষা সচেতনা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। বিভাগের পক্ষ থেকে ২০২২-এর মে মাসে 'লার্ন ফায়ার সেফটি, ইনক্রিজ প্রোডাক্টিভিটি' শিরোনামে প্রায় একমাসব্যাপী একটি সচেতনতা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

২০২২-২৩ সালে এই বিভাগ অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে অগ্নিসুরক্ষা সুপারিশ (FSR), অগ্নিসুরক্ষা শংসাপত্র (NOC), সংশোধিত FSR ফায়ার লাইসেন্স প্রদান এবং এগুলি পুনর্নবীকরণের কাজ চালু করেছে। এছাড়াও ২০২২-২৩ সালে ৭৭২টি ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেট এবং ২,০৬৮টি অগ্নিসুরক্ষা সুপারিশ (FSR) প্রদান করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ২২২টি FSR পুনর্নবীকরণ, ১,৪৬০টি ফায়ার সেফটি লাইসেন্স নবীকরণ করা হয়েছে। একইসঙ্গে ১,৭২১টি ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে ফায়ার অডিট করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৩.৪০ সংশোধনাগার ও প্রশাসন

এই বিভাগ রাজ্যের বিভিন্ন সংশোধনাগারগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য এবং নতুন সংশোধনাগার তৈরির বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। দক্ষিণ

২৪ পরগনার বারুইপুরে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের বিভিন্ন পরিকাঠামো নির্মাণে প্রশাসনিক ব্যয়বরাদ্দ বাবদ ১৭৮ কোটি টাকার বেশি অনুমোদন ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়ে গেছে এবং কাজ চলছে। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে বারুইপুর সংশোধনাগারে ও অন্যান্য সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দিদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজও শুরু হচ্ছে। যেটি ২০২৩-২৪ বর্ষে সম্পূর্ণ হবে।

পূর্ব-মেদিনীপুরের নিমতৌড়িতে নবগঠিত জেলা সংশোধনাগারটির নির্মাণকাজ (প্রথম পর্যায়ে) চলতি অর্থবর্ষেই শেষ হয়েছে। অন্যদিকে মালদা জেলার চাঁচলে অবস্থিত উপ-সংশোধনাগারটির নির্মাণকাজ চলছে। এই জন্য প্রশাসনিক ব্যয়বরাদ্দ হয়েছে ৩৫.৪৯ কোটি টাকা।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে যেমন, ২০টি সুইপারস্ ব্যারাক ও আনুষঙ্গিক কাজকর্মের অনুমোদন বাবদ ৪.১৩ কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদিত হয়েছে ও কাজ চলছে। ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে উক্ত কাজ শেষ হয়ে যাবে।

২.৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে দমদম সংশোধনাগার সংলগ্ন RICA ক্যাম্পাসে অফিসার্স মেস তৈরির কাজও সন্তোষজনক গতিতে এগোচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় বিদেশি বিচারাধীন বন্দিদের থাকার জন্য বিশেষ সেফ হোম তৈরির কাজও শুরু হয়েছে।

রানাঘাট উপ-সংশোধনাগারে ২০০ জন বিচারাধীন বন্দির থাকার জন্য দোতলা বাড়ির নির্মাণকাজও শুরু হয়েছে।

রাজ্যের ১৩টি সংশোধনাগারে মানসিকভাবে অসুস্থ বিচারাধীন বন্দিদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

বিভিন্ন সংশোধনাগারের আবাসিকদের তাদের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করানোর জন্য ভিজিটর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (VMS) চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনায় ৪,৯৮,৬০১ জন বাড়ির সদস্য নথিভুক্তি করেছেন।

ভার্চুয়াল যোগাযোগের জন্য 'ই-মুলাকাত' ব্যবস্থার মাধ্যমে ২০২২-এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭,২৪৫ জন বিচারাধীন বন্দিকে তাদের বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

আবার ওই ভার্চুয়াল ব্যবস্থাপনায় এপ্রিল, ২০২২ থেকে ডিসেম্বর, ২০২২-এর মধ্যে ৬১,৯১৬ জন বিচারাধীন বন্দিকে ই-কোর্ট-এর মাধ্যমে কোর্টে বিচারের জন্য হাজির করানো হয়েছে।

৩.৪১ পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান

রাজ্য সরকার 'দুয়ারে সরকার' নামে এক বিপুল জনসংযোগমূলক কর্মসূচি শুরু করেছে। এর লক্ষ্য হল সরাসরি জনসাধারণের কাছে গিয়ে সরকারি সুযোগসুবিধা ও পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। চতুর্থ পর্যায়ের 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচিতে ২,৮৯,৫২০টি শিবির থেকে ৮,০৯,১৯,৮৪৫ জন প্রার্থী সাক্ষাৎ জনসংযোগের মাধ্যমে পরিষেবার জন্য যোগাযোগ করেছেন। এই শিবিরগুলিতে প্রায় ৬,৪৪,৩৮,২২৫টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে এবং তা থেকে ৫,৫৯,৩৪,৫৯৪টি আবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পঞ্চম পর্যায়ের 'দুয়ার সরকার'-এ ৮২,৩৪৫টি শিবির থেকে কাজকর্ম পরিচালনা করা হয়েছে এবং ৯৭ লক্ষ আবেদনকারী উপস্থিত ছিলেন।

'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচির সঙ্গে আরও একটি পরিষেবামূলক কর্মসূচি 'পাড়ায় সমাধান' চালানো হচ্ছে। এর মাধ্যমে পাড়ায় পাড়ায় এলাকার অধিবাসীদের অপূর্ণ নাগরিক সুবিধাগুলি দ্রুত পূরণ করার লক্ষ্যে সরাসরি পরিকাঠামো তৈরির কাজ করা হচ্ছে।

সপ্তদশ বিধানসভার মেয়াদকালে (২০২১-২০২৬) 'বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প' (BEUP) কর্মসূচিতে ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ৩৫৪.০২ কোটি টাকা এলাকা উন্নয়নের খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। উক্ত টাকার মধ্যে কলকাতা পুরসভা ও অন্যান্য জেলা প্রশাসনের জন্য মোট ১৮৫.৭০ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

মেম্বার অফ পার্লামেন্ট লোকাল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট স্কিম (MPLADS)-এর অধীনে সপ্তদশ লোকসভা (২০১৯ থেকে ২০২৪)'র মেয়াদকালে উন্নয়ন খাতে এপর্যন্ত ২৯৮.৫০ কোটি টাকা এবং অনুরূপ রাজ্যসভার সাংসদদের জন্য ১১৬.৫০ কোটি টাকা প্রাপ্তি হয়েছে।

স্টেট পাবলিক পলিসি অ্যান্ড প্ল্যানিং বোর্ড (SPPPB) গঠন করে পরিকল্পনা রূপায়ণ করার লক্ষ্যে, কি-পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর (KPI)-এর ওপর ভিত্তি করে, UNSDG অনুযায়ী স্টেট ইন্ডিকেটর ফ্রেমওয়ার্ক (SIF) প্রণয়ন করা হচ্ছে। রাজ্যের পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে নীতি (NITI) আয়োগের সুপারিশগুলি মূলত SPPPB-র অধীনে কার্যকর করা হচ্ছে। SPPPB জেলা পরিকল্পনার রূপায়ণের ক্ষেত্রেও পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করে থাকে। রাজ্যের স্টেট হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট (SHDR) তৈরির কাজও চলেছে।

এই বিভাগের অধীনে 'স্টেট স্প্যাশিয়াল ডাটা সেন্টার' (SSDC) রাজ্যের সদর দপ্তরগুলিতে সুন্দরভাবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে। মূলত, জেলা স্প্যাশিয়াল ডাটা সেন্টার (DSDC)-গুলির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে তথ্য, মানচিত্র, পর্যায় সারণি তৈরি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের গঠনমূলক কাজ রূপায়িত হচ্ছে। 'গতিশক্তি' কর্মসূচির অধীনে এই বিভাগ, শিল্প বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগের যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন প্রকার GIS তথ্য ভাণ্ডার তৈরি ও সংরক্ষণ করছে। বিভাগের পক্ষ থেকে সমন্বয় পোর্টাল ও রাজ্য নির্বাচন আয়োগের জন্য GIS ম্যাপ প্রস্তুতির কাজ করা হয়েছে।

'ব্যুরো অফ অ্যাপ্লায়েড ইকোনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স' (BAE & S)-এর নিয়মিত কাজ হল ১৯টি শস্য পণ্যের উৎপাদন ও ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করা। এছাড়াও BAE & S গ্রস স্টেট ডমেস্টিক প্রোডাক্ট (GSDP), ডিস্ট্রিক্ট ডমেস্টিক প্রোডাক্ট (DDP), ইনডেক্স অফ্ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন (IIP), কনজুমার প্রাইস ইনডেক্স (CPI) ইত্যাদির সূচক নির্ধারণের কাজ করছে। এছাড়াও রাজ্য ও জেলাস্তরের স্ট্যাটিস্টিক্যাল হ্যান্ডবুক ও

স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট, ইকোনমিক রিভিউ ইত্যাদি প্রকাশ করার ব্যাপারেও বিভাগ বিশেষ ভাবে নজর দিচ্ছে।

৩.৪২ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি

সারা রাজ্যের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য এই বিভাগ সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিতে চালু থাকা ৩৮৪টি গবেষণা কর্মসূচিকে সহায়তা দান করে চলেছে।

আরও সহজভাবে পৌঁছানো, পদ্ধতিগত স্বচ্ছতা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক স্কিমগুলির উন্নততরভাবে পরিচালনার জন্য এই বিভাগ 'বিজ্ঞানসাথী' নামে পোর্টালটিকে বিভাগীয় অর্থে পুনর্গঠন করেছে।

শিল্পগত জৈব প্রযুক্তি ও স্টার্টআপ উদ্যোগকে সহায়তা দানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে 'কলকাতা বায়োটেক পার্ক' গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে বিগত পাঁচ বছরে ৪৬.৪৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। কলকাতা বায়োটেক পার্কে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সোসাইটি ফর বায়োটেকনোলজি' বিশেষ বাহন হিসাবে কাজ করে চলেছে।

এই বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গৃহীত নতুন কর্মসূচিগুলিকে তথ্যসংক্রান্ত সহায়তা দিচ্ছে। যেমন— (ক) কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অঞ্চলগুলির জলাশয় সংক্রান্ত তথ্য, (খ) রাজ্যের বনাঞ্চল সংক্রান্ত তথ্য, (গ) রাজ্যের বন্যা সম্ভাবনাময় অঞ্চলগুলির প্রধান জলাশয় ও তার নিকাশি নালা সংক্রান্ত তথ্য এবং (ঘ) নথিভুক্তিকরণ (Registration) ও স্ট্যাম্প রেভিনিউ-এর ক্ষেত্রে ডিজিটাল তথ্য পরিবেশন।

২০২২-২৩ বর্ষে Jagadish Bose National Science Talent Search (JBNSTS) প্রকল্পের অধীনে ৫০ জনকে 'সিনিয়র ট্যালেন্ট সার্চ বৃত্তি' এবং ৫০ জন ছাত্রীকে 'সিনিয়র বিজ্ঞানীকন্যা মেধাবৃত্তি' দেওয়া হচ্ছে, যেখানে ব্যয় হয়েছে

২.৯৩ কোটি টাকা। এছাড়াও ১.৭৮ কোটি টাকা ব্যয় করে ২০০ জনকে 'জুনিয়র ট্যালেন্ট সার্চ বৃত্তি' এবং ৫০ জন ছাত্রীকে 'জুনিয়র বিজ্ঞানীকন্যা মেধাবৃত্তি' দেওয়া হয়েছে।

২০২২-২৩ বর্ষে ৭টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৫ম আঞ্চলিক বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে কলকাতার সায়েন্সসিটি প্রেক্ষাগৃহে ৩০তম 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি' কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে।

পেটেন্ট ইনফরমেশন সেন্টার (PIC) এখনও পর্যন্ত ৯০০টি পেটেন্টের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব সমীক্ষায় সহায়তা করেছে। ২০০টি ক্ষেত্রে পেটেন্টের আবেদন জমা প্রক্রিয়াকে সাবলীল করা হয়েছে। এছাড়াও ৩০টি ক্ষেত্রে কপিরাইটের এবং ৩০টি ক্ষেত্রে ট্রেডমার্কের আবেদনপত্র জমা পড়েছে। ৪০টি ক্ষেত্রে GI আবেদনপত্র জমা করা এবং ৭০০টি অনুমোদিত GI স্টেকহোল্ডারকে নথিভুক্তিকরণে সহায়তা করা হয়েছে।

টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডপটেশন সেন্টার (TDAC) সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সুবিধা বৃদ্ধির জন্য দুটি প্রযুক্তি সন্ধান শিবির সংগঠিত করেছে এবং ২২টি প্রকল্পের উন্নয়ন সাধন করেছে। তৃণমূলস্তরের ৩৬ জন উদ্যোক্তাকে পরামর্শকেন্দ্র থেকে ধারণা দেওয়া হয়েছে।

Advanced Geo-informatics Course-এর ১৪তম জিও ইনফরমেটিকস্ স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং দ্বিতীয় ব্যাচের M. Tech Course শেষ হয়েছে। তৃতীয় ব্যাচে Intellectual Property Rights and Technology Business Management-এর তিনটি নতুন কোর্স চালু হতে চলেছে। শীঘ্রই চতুর্থ ব্যাচের ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।

এই বিভাগ Open Source প্রযুক্তি ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডাররূপে একটি জিও পোর্টাল গড়ে তুলেছে, যার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সমস্ত জিও সংক্রান্ত

তথ্য পাওয়া যাবে এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সরকারি খরচে একই কাজের পুনরাবৃত্তি, সম্পদ ও সময়ের অপচয় বন্ধ হবে।

৩.৪৩ পরিবেশ

রাজ্যের ২৩টি জেলাতেই রাজ্য পরিবেশ পরিকল্পনা (State Environment Plan-SEP) এবং জেলাভিত্তিক পরিবেশ পরিকল্পনার (District Environment Plans-DEPs) কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও National Green Tribunal (NGT)-র পরামর্শে প্রয়োজনীয় উন্নতিকরণের কাজও শীঘ্রই শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

পরিবেশ বিভাগ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা প্রশাসন এবং গঙ্গাসাগর-বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের সহযোগিতায় পরিবেশবান্ধব ও প্লাস্টিকমুক্ত গ্রিন গঙ্গাসাগর মেলা সফলভাবে আয়োজন করেছে।

Non Attainment Cities (NACs)-এর ৬টি শহরে যথা কলকাতা, হাওড়া, ব্যারাকপুর, আসানসোল, দুর্গাপুর এবং হলদিয়া শহরে Comprehensive Action Plan (CAP)-এর কাজ শেষ হয়েছে এবং কার্যকর করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (WBPCB) ১৫০টি সেন্সর-বেসড CAAQMS, ১৫০টি মেসেজসহ ১০০টি লেড ডিসপ্লে বোর্ড লাগানোর কাজ শেষ করেছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে বায়ুদূষণ কমিয়ে এনে নির্মল বায়ু ব্যবস্থা এবং ২০২২-এর দেওয়ালি উৎসবে শব্দদূষণ হ্রাস করা এই বিভাগের অন্যতম সাফল্য। এরফলে কলকাতা শহর এবং আমাদের পশ্চিমবাংলা 'পরিচ্ছন্ন দেওয়ালি ২০২২' উপাধি অর্জন করেছে। রাজ্যব্যাপী ধারাবাহিক সচেতনতামূলক প্রচার, নজরদারি, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (WBPCB)-এর Integrated Command & Control Centre (ICCC) এবং সারা রাজ্যে ২০টি মোবাইল দলের সহযোগিতায়, এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (IMP)-এর অধীন পূর্ব কলকাতার জলাভূমি ২০২২-২০২৭ প্রকল্প রূপায়ণের কাজ শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যয় হচ্ছে ৬৬ কোটি টাকা, যেখানে কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকার ৬০ : ৪০ অনুপাতে ব্যয়ভার গ্রহণ করছে।

তিনটি নতুন 'বায়োডাইভারসিটি হেরিটেজ সাইট' (BHS) ঘোষণা করার প্রয়োজনীয় কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে। এগুলি হল যথাক্রমে (ক) দার্জিলিং-এর নামথিন পোখরি ও তার সংলগ্ন অঞ্চল যা হিমালয়ান স্যালমান্ডারের বাসভূমি; (খ) নদিয়া জেলার চড়বালিডাঙা এবং (গ) নদিয়ার কৃষ্ণনগরে রাজ্য উদ্যানপালন গবেষণাকেন্দ্র।

৩১টি জীববৈচিত্র্য পার্ক নির্মাণের কাজ চলছে, যার মধ্যে ৮টির কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে।

এই পর্ষদ (WBPCB) রাজ্যের ১৪০টি বিভিন্ন অঞ্চলে ভূতল জলপ্রবাহ দূষণমুক্ত রাখতে নজরদারির ব্যবস্থা নিয়েছে। এক্ষেত্রে গঙ্গা, দামোদর, মহানন্দা, রূপনারায়ণ, তিস্তা, তোর্সা ও অন্যান্য নদীপ্রবাহ ও হ্রদ অঞ্চলে জলপ্রবাহের গুণমান রক্ষার কাজে বিশেষ নজরদারির কাজ শুরু করেছে।

১২৮টি নগর পৌর প্রতিষ্ঠানের ১২৩টি ডাম্পিং সাইট চিহ্নিত করে কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য বায়োমাইনিং পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। কঠিন বর্জ্যের ক্ষেত্রে কম খরচে হাইব্রিড মডেলে ১০০ শতাংশ ক্ষেত্রে উৎসমুখে বর্জ্য পৃথকীকরণের ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

সাঁতরাগাছি ঝিলে শীতকালে পরিযায়ী পাখীদের জন্য বনসৃজন ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ছোটো, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প

৩.৪৪ ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং বস্ত্রশিল্প

ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের (MSME) উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ একটি অগ্রণী রাজ্য। ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের বিবিধ

প্রচেষ্টারও প্রকাশ ঘটেছে। যার দ্বারা ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করা, উন্নত ব্যবস্থার সুবিধাদান প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করে চালু থাকা ও নতুন শিল্পসংস্থাগুলির উন্নয়নের জন্য যুগপৎ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

চলতি ২০২২-২৩ বর্ষে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে ১,৮৪,৬৪৯টিরও বেশি সংস্থাকে রেজিস্ট্রেশন করানো হয়েছে, যেখানে প্রায় ১৯,৭৫,০০০ জন কর্মীকে কর্মসংস্থানের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে MSME সংস্থাগুলিকে ব্যাংকের মাধ্যমে ৭০,৬৫৭ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ঋণদান, গত অর্থবর্ষ ২০২১-২২-এর একই সময়ের বরাদ্দের চেয়ে ৫৪.৩ শতাংশ বেশি। West Bengal Incentive Scheme 'বাংলাশ্রী স্কিমের' অধীনে ৩২৭টি MSME সংস্থাকে ২৬.২১ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে ৮,৩৩২ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। বানতলা মেগা লেদার ক্লাস্টারে চর্মজাত দ্রব্যের উৎপাদন কেন্দ্রের বর্ধিত ক্ষেত্রের জন্য অতিরিক্ত সড়ক নির্মাণ, সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র (CFC) গঠন ও Sewerage Treatment Plant (STP)-এর উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। চলতি বছরের উল্লেখযোগ্য কাজ হল লেদার কমপ্লেক্সের ভিতর ফুটওয়্যার পার্কের উন্নয়ন। এই ফুটওয়্যার পার্কে ১১৯ জন আবেদনকারীকে ৫০০ বর্গ মিটার থেকে ৩,০০০ বর্গ মিটার পর্যন্ত বিভিন্ন ফুটওয়্যার ইউনিটের জন্য জমি বণ্টন করা হয়েছে।

৪টি ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল পার্কের কাজ শুরু হয়েছে। স্কুল ইউনিফর্ম তৈরির ক্ষেত্রে রাজ্যের MSME-র যন্ত্রচালিত তাঁতশিল্প বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে যন্ত্রচালিত তাঁতশিল্প ৪৫ লক্ষ মিটার ফেব্রিক উৎপাদন করেছে, যেখানে ৫০,০০০ অতিরিক্ত শ্রমদিবস তৈরি হয়েছে। বস্ত্রশিল্পে উৎসাহমূলক নীতির অধীনে ১০৮টি তাঁতশিল্প তৈরি হয়েছে এবং কাজ শুরু করেছে। বস্ত্রশিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার 'ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনসেনটিভ স্কিম-২০২২' চালু করেছে। যার মাধ্যমে

বস্ত্রশিল্পের ফেব্রিক উৎপাদন থেকে শুরু করে সেলাইকৃত পোশাকের ক্ষেত্রে এবং নতুন উদ্যোগ তথা ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য আর্থিক সুবিধাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই নীতি গ্রহণ করার ফলে স্পিনিং, ওয়েভিং, নিটিং, প্রসেসিং, টেক্সচারাইজিং, প্রযুক্তি টেক্সটাইল, পলিমেরাইজিং এবং সমগ্র বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে নব উদ্যোমে বেশি বিনিয়োগ হচ্ছে।

স্কুল ইউনিফর্ম প্রকল্পের সফল রূপায়ণের পর রাজ্যের মালিকানাধীন স্পিনিং মিলে স্কুল ইউনিফর্মের ফেব্রিকেশনের জন্য ১,১৫৮ মেট্রিক টন পলিয়েস্টার ভিসকোস সুতো তৈরি হয়েছে। MSME এবং বস্ত্রশিল্প বিভাগ তন্তুজ'র মাধ্যমে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকে ৫৮.৬৭ কোটি টাকা মূল্যের ২৩.৪ লক্ষ পিস পোশাক ত্রাণসামগ্রী বাবদ সরবরাহ করেছে। যার ফলে ১০,০০০ তাঁতশিল্পী ও সংশ্লিষ্ট কর্মীর স্থায়ী কর্মের ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়াও এই বিভাগ তন্তুজ'র মাধ্যমে উত্তর ২৪ পরগনার গজ-ব্যান্ডেজ ক্লাস্টার থেকে ১৮ কোটি টাকা মূল্যের গজ-ব্যান্ডেজ সংগ্রহ করে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরকে সরবরাহ করেছে। রাজ্য সরকার তাঁতশিল্পীদের গজ-সুতা সরবরাহের জন্য পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীতে এবং নদিয়া জেলার শান্তিপুরে একটি করে মোট দুটি 'Yarn Bank' স্থাপন করেছে।

একটি 'মোবাইল অ্যাপ ফর ইয়ার্ন ব্যাংক' চালু করা হয়েছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে তাঁতশিল্পীরা নিয়মিতভাবে সুতোর দাম যাচাই করতে পারে এবং সুবিধাজনক দামে সহজলভ্যভাবে ভালো মানের সুতো সংগ্রহ করতে পারে। বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তন্তুজ'র মাধ্যমে দুশো বছরের পুরানো 'ফরাসডাঙা ধুতি'র পুনরুৎপাদন শুরু হয়েছে। হস্তচালিত তাঁতশিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে ২০২২-এর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালে ২৫ লক্ষ শ্রমদিবস তৈরি হয়েছে।

রাজ্যের কারিগর ও তাঁতশিল্পীদের উৎপাদিত বস্ত্রের বিপণনের ক্ষেত্রে তন্তুজ ও মঞ্জুষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। ২০২২-২৩ বর্ষে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালে তন্তুজ

এবং মঞ্জুষা যথাক্রমে ২৫২ কোটি এবং ১০৪.৬৫ কোটি (অনিরিক্ষীত) টাকার বিপণন করেছে। এছাড়াও MSME ও বস্ত্রশিল্প বিভাগ সারা রাজ্যে ২৩টিরও বেশি মেলা/প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে, যেখানে ৭,৪০০ জনের অধিক কারিগর ও তাঁতশিল্পী যোগদান করেছে। এই সমস্ত মেলা/প্রদর্শনীতে ৭৩.৭৯ কোটি টাকার নগদ বিক্রয়সহ মোট ব্যবসায়িক লেনদেনের পরিমাণ ছিল ২২১.৩৭ কোটি টাকা। স্থানীয় হস্তশিল্পের ও স্যুভেনিরের প্রচারকল্পে 'Experience Bengal' নামে ১৫টি ট্যুরিস্ট কিয়স্ক চালু করা হয়েছে। খাদি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা দান করে বিভিন্ন খাদি সেন্টার গঠন করা হয়েছে, যেখানে সামাজিক চাহিদামতো খাদি পোশাক সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। এরফলে বিগত সাড়ে দশ বছরে খাদি উৎপাদন ক্ষেত্রে ১৬ শতাংশ CAGR বৃদ্ধি পেয়েছে।

নতুন নতুন শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য সারা রাজ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিল্প পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য। এই বিভাগের অধীনে WBSIDC-র মাধ্যমে ১৫০টি প্লট MSME ও বস্ত্রশিল্প বিভাগের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও WBSIDC বিভিন্ন জেলায় ৫টি নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের উন্নয়নের কাজ হাতে নিয়েছে।

Scheme of Approved Industrial Park (SAIP) প্রকল্পের অধীনে ১৪টি ক্ষেত্রে প্রস্তাব রূপায়ণের জন্য ৭৯৩ একর জমির ব্যবস্থা করা হয়েছে। MSME-র ক্ষেত্রে রপ্তানি বৃদ্ধি করার জন্য দুটি ক্লাস্টার্স-স্পেসিফিক এক্সপোর্ট ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার্স (EFC) তৈরি করা হয়েছে। যার একটি রয়েছে পরিধান গার্মেন্ট পার্কে এবং অপরটি রয়েছে অঙ্কুরহাটি জেমস ও জুয়েলারী পার্কে। শিল্প সদনের নীচের তলায়, MSME ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার অফ কলকাতা-র প্রাঙ্গণে রাজ্যস্তরের একটি EFC গঠন করা হয়েছে।

MSME-র বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণে ব্যাংক ও অন্যান্য বিভাগগুলির সহযোগিতায় জেলাস্তরে সিনার্জি অ্যান্ড বিজনেস ফেসিলিটেশন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এই ধরনের ৬টি কর্মশালায় ৩,৯৫০ জনেরও বেশি উদ্যোগসংস্থা অংশগ্রহণ করেছে।

Ease of Doing Business (EoDB)-এর লক্ষ্যে রাজ্য 'শিল্পসাথী' পোর্টালের পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং সিঙ্গল সাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগের ৬১টি ব্যবসা-সংক্রান্ত পরিষেবা চালু করা হয়েছে।

ব্যবসায়িক বিধিবদ্ধকরণের খরচ কমানোর জন্য রাজ্য সরকার ৫৩৪টি কঠিন নিয়মকে সহজ করেছে। RTPS Act-এর অধীনে ১০০টিরও বেশি ক্ষেত্রে অনলাইন পরিষেবা এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এক-জানালা ব্যবস্থার মাধ্যমে ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

৩.৪৫ শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ

বিভাগীয় উদ্যোগে একাধিক শিল্পনীতি এবং পরিকাঠামো রূপায়ণ নীতি গৃহীত হয়েছে, যাতে রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের অগ্রগতি সুদৃঢ় হয় এবং প্রসারতা বৃদ্ধি পায়।

২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগম (WBIDC)-এর উদ্যোগে ৩৫টি শিল্প উদ্যোগকে ১,৮৮২.২৯ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। এখান থেকে আনুমানিক ৯,৫৯৭.৭৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ এবং ২৭,৫৩৮ জনের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অন্যদিকে ১৭টি শিল্প সংস্থাকে তাদের আসন্ন শিল্প পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য মডিউলার ভিত্তিক শিল্পোদ্যানে ৮৩,০৮৭.৯৮ বর্গফুট জমি বরাদ্দ করা হয়েছে যেখান থেকে ১৩১.০৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ ও ২,৬১৪ জনের চাকরির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এছাড়াও ১৩টি শিল্প সংস্থাকে বিভিন্ন শিল্পোদ্যানে ১৯.৬৬২ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। এখান থেকে ১,৫১৪.৮৭ কোটি টাকার বিনিয়োগ আসবে এবং ৮৫৪ জনের কর্মসংস্থান হবে। বিনিয়োগকারী হিসাবে যারা জমি পেয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— M/s Jubilant Foodworks Limited, M/s Essar Oil and Gas Exploration & Production Limited, Grasim Industries Limited, Airways Logistics Pvt. Ltd, Emami Agrotech এবং M/s Calforge Steel Pvt. Ltd. ইত্যাদি।

রাজ্যের রানিগঞ্জ অঞ্চলে ৬.৬ ট্রিলিয়ন ঘন ফুট শেল গ্যাসের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজ্য একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে রাজ্যের CBM মাইনিং স্বত্বাধিকারীদের শেল গ্যাস উত্তোলনের জন্য লাইসেন্স প্রদান করবে। এ ব্যাপারে রাজ্যের সঙ্গে গ্রেট ইস্টার্ন এনার্জি অ্যান্ড এসার গ্রুপের লিজ শর্ত স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই সমগ্র প্রকল্পে ২২,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ আসবে।

রাজ্য সরকার তাজপুর ও রঘুনাথপুরকে সংযুক্ত করতে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ইকোনোমিক করিডর তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে। এই করিডর তিনটি শাখায় বিভক্ত হবে যথা-ডানকুনি-হলদিয়া, ডানকুনি-রঘুনাথপুর এবং ডানকুনি-কল্যাণী করিডর। এই করিডরে আরও অন্যান্য অত্যাধুনিক সুযোগসুবিধা সংযুক্ত করা হবে, যেমন - বহুমুখী আর্থিক সুবিধাযুক্ত অঞ্চল, পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে আরও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, লজিস্টিক পার্ক, উন্নতমানের নগরপত্তন ইত্যাদির সহযোগী পরিকাঠামো রূপায়ণ। এই সমস্ত অঞ্চল তার চারপাশের এলাকাগুলির আর্থিক ও সামাজিক অগ্রগতি এবং শিল্প সহায়ক উন্নয়ন ঘটাবে। একইসঙ্গে এই প্রকল্পে ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত হবে। পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরে WBIDC অধীনে ২,৪৮৩ একর জমি শিল্পাঞ্চল তৈরির জন্য অনুমোদিত হয়েছে। এখানে 'জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরী' নামে AK1C অধীনে একটি শিল্প প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। এখানকার ৬০০ একর জমি শ্যাম স্টিল ওয়ার্কস লিমিটেডকে বরাদ্দ করা হয়েছে এবং জমির অধিকার সংক্রান্ত চিঠি ইস্যু করা হয়েছে। এখান থেকে ২,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ আসবে এবং ৫,০০০ জনের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

হাওড়ার বেলুড়ে ৬৯.২২৫ একর জমিকে কেন্দ্র করে লজিস্টিক ও শিল্পোদ্যান গড়ে তোলা হচ্ছে।

পুরুলিয়ায় ৪,০০০ একর জমির উপর গড়ে ওঠা জঙ্গলসুন্দরী কর্মনগরী নামে একটি শিল্পনগরী কর্মপ্রকল্প চালু করা হয়েছে। এখানে প্রত্যাশা অনুযায়ী ৭২,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ ও লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ের চাকরির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

গত বছর ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গণ উদ্‌বোধন হয়ে গেল। এতে শহরের মেলা প্রাঙ্গণে পণ্যদ্রব্যের প্রদর্শনী ও ব্যাবসা করার বিপুল সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। ৩৬০ কোটি টাকার অধিক নির্মাণ ব্যয়ে এই প্রাঙ্গণে ন্যাশনাল ডিফেন্স এক্সপো, ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন অন প্লাস্টিক ইন্ডপ্লাস ২২-এর মতো ৫টি বিবিধ বিষয়ক সংস্থা প্রদর্শনী আয়োজন করার সুযোগ পেয়েছে।

২০২২ সালের ২০ ও ২১ শে এপ্রিল দ্য বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট-২২ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ ও বিদেশের বাণিজ্য সংস্থাগুলির সাথে যৌথ ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ইতালি ও ইতালিয়ান ট্রেড কমিশন, ইন্দো-ইতালিয়ান চেম্বার অফ কমার্স (IICCl), ইতালিয়ান এক্সপোর্ট ক্রেডিট এজেন্সি SACE, ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (FICCl) প্রভৃতি বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির মধ্যে যৌথ অংশীদারিত্বের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

২০২২ সালের ২০ থেকে ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত কোলকাতার সায়েন্সসিটি প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কনফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশান (CWBTA) মিলিতভাবে 'বেঙ্গল গ্লোবাল ট্রেড এক্সপো, ২০২২' (BGTE)'র আয়োজন করেছিল। এখানে রাজ্যকে ট্রেডিং হাব হিসাবে গড়ে তোলার সম্ভাবনা প্রদর্শিত হয়েছে। আরও উন্নততর করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। এর দ্বিতীয় পর্বের এক্সপো ২০২৩-এর জানুয়ারিতে বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সি WBMDTCL-ও অত্যন্ত সফলভাবে ২০২১ সালে স্যান্ড মাইন পলিসি উপস্থাপিত করেছে। ৮৬৪.১৬২ হেক্টর জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা খনি অঞ্চলে নথিভুক্ত মাইন ডেভেলপার অ্যান্ড অপারেটর নির্বাচনের জন্য ৪টি বিভিন্ন পর্যায়ে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ওই সকল MDO গুলির কাছ থেকে বছরে ৫০% স্যান্ড প্রিমিয়াম নেওয়া হবে এবং আশা করা যাচ্ছে প্রথম বছরে প্রিমিয়াম বাবদ ৭৮.৩৪ কোটি টাকা আদায় হবে।

রাজ্য সরকার WBMDTCL-কে দায়িত্বপ্রাপ্ত নোডাল এজেন্সি ইউনিক ভলিউম শেয়ারিং মডেলের মাধ্যমে রাজ্যের নদীগর্ভে জমে থাকা পলিগুলি খনন করে বিশেষ করে বর্ষার সময় অতিরিক্ত পলি ড্রেজিং করে তুলে ফেলার বন্দোবস্ত করছে। এতে সরকারের কোনো অর্থ ব্যয় হবে না। উপরন্তু সরকার ওই খননকৃত বস্তু থেকে নিজের পুরো অংশটি ব্যবসায়িকভাবে ব্যবহার করবে। এর ফলে নদীগুলির স্বাস্থ্য ফিরবে।

এছাড়াও বীরভূমের হাটগাছা-জেঠিয়া ব্ল্যাকস্টোন মাইন এবং মোকদমনগর ও তেঁতুলবেড়িয়ার চায়না ক্লে অ্যান্ড ফায়ার ক্লে মাইনের উৎপাদনের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

রাজ্যের গ্যাস সরবরাহকে আরও সুগম করতে দক্ষিণবঙ্গের ১০ টি জেলা জুড়ে — জগদীশপুর, হলদিয়া, বোকারো, ধামরাব্যাপী পাইপলাইনের প্রকল্প এবং উত্তরবঙ্গের ৫টি জেলা বরাবর বারাউনি-গুয়াহাটি পাইপ লাইনের কাজ, যা মোট ৮৩৫ কিমি বিস্তৃত হবে এবং ৪১৮৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ নিয়ে আসবে, তা হাতে নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন (CGD) প্রকল্পের জন্য পাইপলাইনের কাজ ও GAIL-এর সঙ্গে CNG/PNG প্রাকৃতিক গ্যাসকে ঘরোয়া ব্যবহার্য, বাণিজ্যিক বা শিল্পক্ষেত্রে বণ্টনের উদ্দেশ্যে সরবরাহ করার কাজ দ্রুত বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর ফলে ৫৩০টি CNG স্টেশন এবং ৩২,৫০,৪৬৯টি PNG সংযোগকারীকে যুক্ত করা হয়েছে। ৪,৩৭,৫৩, ৮১৫ জন নাগরিক এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন এবং বিক্রয়কর (Sales Tax) বাবদ প্রতি বছর ২০৮ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হচ্ছে।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে, বাংলার সমুদ্রোপকূলবর্তী বেঙ্গল বেসিনে সঞ্চিত খনিজ তেল উত্তোলনের জন্য ONGC-কে পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশান লাইসেন্স (PEL) প্রদান করা হয়েছে। ওই অঞ্চলে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজও শুরু হয়ে গেছে। রাজ্য ONGC'র কাছ থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে ৩,৭০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ অর্থ লাভ করেছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে ২০২১-২৪ পর্বে আরও ৯০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ পাওয়ার ব্যাপারে আলাপ আলোচনা শেষ পর্যায়ে চলছে।

ভারত সরকারের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের নেতৃত্বে রাজ্যের তিনটি কোল বেড মিথেন (CBM) ব্লককে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন খনিজোত্তোলক সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে। এই খনিগুলি থেকে প্রতি বছর রয়্যালটি বাবদ ২০০ কোটি টাকা কোষাগারে আসবে।

৩.৪৬ শিল্প পুনর্গঠন ও রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ

এই বিভাগের মূল লক্ষ্য হল রাজ্যের রুগ্ন ও প্রায় অচল বা প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে শিল্পকেন্দ্রগুলির পুনরুত্থান এবং পরিকাঠামোগত পুনর্গঠনের কাজ করা।

সরস্বতী প্রেস (SPL), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ সংস্থা, এই বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি শিল্পকেন্দ্র। ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড (WBTBCL) সরস্বতী প্রেসেরই একটি সহযোগী সংস্থা। বলা বাহুল্য যে এই প্রেস ভারতের একটি অন্যতম সর্ববৃহৎ প্রিন্টিং কোম্পানি। ISO 9001:2015 তকমাপ্রাপ্ত এই সংস্থা বর্তমানে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশন-এর Security Printer-এর ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও এই প্রেস সমগ্র পূর্বভারতে Security & Confidential ছাপা, স্কুলপাঠ্য বই ছাপা, হলোগ্রাম তৈরি ইত্যাদি কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। ২৬৬ জন কর্মী সরাসরি এই সংস্থার কাজে যুক্ত। এছাড়াও আরও অন্যান্য সহযোগী কাজকর্মের জন্য এই সংস্থা দীর্ঘমেয়াদী ও স্থিতিশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। এই ধরনের অত্যাবশ্যক কাজকর্মে প্রায় ১,৫০০ জন কর্মী এখানে কাজ করে থাকে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড (WBTBCL) ২০২২ সালের শিক্ষাবর্ষে প্রায় ১৪ কোটি পাঠ্যপুস্তক ও ৪.৫কোটি খাতা ছাপানোর কাজ দক্ষতার সঙ্গে করেছে। এর জন্য সর্বমোট ৪৫,০০০ মেট্রিক টন কাগজ চলতি বছরে খরচ হয়েছে। বিভিন্ন শিরোনামে প্রায় ৪৫০ প্রকার পাঠ্যপুস্তক এখানে ছাপিয়ে ৭২৬টি সার্কেলে ও ১,১৩০টি মাদ্রাসা পয়েন্টে বণ্টন করা হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড (WBTBCL) চূড়ান্ত পুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিপুলসংখ্যক পাণ্ডুলিপি তৈরির ক্ষেত্রে এক সুসংহত পরিকাঠামো গড়ে

তুলেছে। এছাড়াও স্বল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র রাজ্যে পাঠ্যপুস্তক বণ্টন ব্যবস্থাকে আরও দ্রুত ও তৎপর করতে প্রয়োজনোপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সরস্বতী প্রেস চলতি অর্থবর্ষে Kolkata Gazette Part-II নোটিফিকেশন ছাপানো ও প্রকাশনার পূর্ণ দায়িত্ব গুরুত্বের সঙ্গে পালন করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত আছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাম, পদবি, টাইটেল, ধর্ম, লিঙ্গ ইত্যাদি পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে পাবলিক সেক্টর ইউনিটগুলির বিজ্ঞপ্তি। এছাড়া এই বছর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অফিসিয়াল ক্যালেন্ডার প্রকাশনার কাজ এই প্রেসের উপর ন্যস্ত হয়েছে। এই ক্যালেন্ডার সব পশ্চিমবঙ্গ সরকারি অফিসের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ নথি।

পরিষেবা

৩.৪৭ পর্যটন

রাজ্য সরকারের পর্যটন বিভাগ 'ওয়েস্ট বেঙ্গল হোম স্টে ট্যুরিজম পলিসি, ২০১৭' চালু করেছিল। এই পলিসির সূচনাকাল থেকে ৩১.১২.২০২২ পর্যন্ত ২,০৩৫টি হোম স্টে পর্যটন বিভাগের নথিভুক্ত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ৭.১৪ কোটি টাকা উৎসাহ ভাতা হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে 'সংশোধিত পশ্চিমবঙ্গ হোম স্টে পর্যটন পলিসি, ২০২২' সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এই সংশোধিত পলিসিতে ইউনিট প্রতি ১ লক্ষ টাকা উৎসাহ ভাতা হিসাবে দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্যের পর্যটন সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে তুলতে পর্যটন বিভাগ 'ট্যুরিস্ট গাইড সার্টিফিকেশন স্কিম' চালু করেছে। এই স্কিমের মাধ্যমে নতুন ও পুরাতন ট্যুরিস্ট গাইডদের শংসাপত্র ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই স্কিমে ট্যুরিস্ট গাইডদের অভিজ্ঞতাকে আরও শক্তিশালী করে তোলা হচ্ছে এবং সারা রাজ্যে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি

হচ্ছে। এক্ষেত্রে ২০২২-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে ২,৯২৩টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৬৭০ জন আবেদনকারীকে ইতিমধ্যেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আরও ১,২৪০ জন আবেদনকারীর প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে।

West Bengal Incentive Scheme, 2021-এর বিজ্ঞপ্তি ১৯.০২.২০২১-এ জারি করা হয়েছে এবং এই নীতি অনুযায়ী পর্যটন বিভাগ যোগ্য পর্যটন সংস্থাগুলিকে স্টেট ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট সাবসিডি, ইন্টারেস্ট সাবসিডি-র মতো বিভিন্ন ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

ক্ষুদ্র, ছোটো, মাঝারি উদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের ১২টি জেলায়, যথাক্রমে— আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, বীরভূম, কোচবিহার, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া, কলকাতা, কালিম্পং, বাঁকুড়া জেলায় ২২টি কিয়স্ক চালু করে তার মাধ্যমে প্রদর্শনী, বিভিন্ন পর্যটনস্থলের স্যুভেনির বিক্রয় ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কিয়স্কগুলির বিপণন স্টাফ এবং স্টাফদের ইউনিফর্ম দিচ্ছে যথাক্রমে WBSRLM এবং বিশ্ববাংলা বিপণন কর্পোরেশন।

২০২২ সালের বিশ্ববাংলা বিজনেস সামিটে ফেডারেশন অফ অ্যাসোসিয়েশনস ইন ইন্ডিয়ান ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি (FAITH) এবং রাজ্য পর্যটন বিভাগের মধ্যে মৌ (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন সম্ভাবনা, তার রোড ম্যাপ তৈরি ও পর্যটন শিল্পের সর্বক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে।

পর্যটন বিভাগ বিভিন্ন অনলাইন পরিষেবা চালু করেছে। হোম স্টে-গুলির নথিভুক্তিকরণ এবং উৎসাহ ভাতা অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২ সালের বিজনেস রিফর্মস অ্যাকশন প্ল্যানের অধীনে 'শিল্পসাথী' ওয়েব সাইটকে পুনর্গঠিত করে আবেদনপত্র গ্রহণ, স্বীকৃতি প্রদান প্রভৃতি অনলাইনের মাধ্যমে করা হচ্ছে। ই-বুকিং মেনুর অধীনে পর্যটন

বিভাগের ওয়েব সাইটে WBTDCL প্রপার্টির বুকিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ট্যুরিস্ট গাইড সার্টিফিকেশন স্কিম, ২০২১-এর অধীনে 'অনলাইন প্রপার্টিজ বুকিং', 'অনলাইন প্যাকেজ বুকিং', আবেদনপত্র জমা, রেজিস্ট্রেশন এবং শংসাপত্রের কাজ করা হচ্ছে। এছাড়াও ভলান্টারি রিকগনিশন অফ ট্যুর অপারেটর্স নিয়মবিধিতে ট্যুর অপারেটরদের নবীকরণ ও স্বীকৃতি দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০২২ সালের এপ্রিল মাসে একটি রাজ্য ট্যুরিজম প্রোমোশন টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও সমগ্র উত্তরবঙ্গের পর্যটন ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য ১৬.১১.২০২২ তারিখে উত্তরবঙ্গ ট্যুরিজম প্রোমোশন টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

পর্যটন বিভাগ রাজ্যের পরিবহণ বিভাগের সহযোগিতায় খুব শীঘ্রই কলকাতার পর্যটকদের জন্য 'হপ-অন' ও 'হপ-অফ' বাস পরিষেবা চালু করছে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট রুটপথে পর্যটনস্থলগুলি দেখানোর জন্য এই পরিষেবা সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চালু থাকবে।

কলকাতা এবং সন্নিকটের পর্যটনস্থলগুলিতে পর্যটকদের বেড়ানোর জন্য সুসংহত 'QR বেসড ইন্টিগ্রেটেড সিটি পাস' দেওয়া চালু করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় সীমিত ক্ষেত্রে কলকাতার ২৪টি টিকেটেড এবং নন-টিকেটেড গন্তব্যে এই পাস চালু করা হচ্ছে।

SIHM, দুর্গাপুর হল পর্যটন বিভাগের অধীনে একটি সরকারি হোটেল ম্যানেজমেন্ট সংস্থা। পশ্চিম বর্ধমানের শিল্পনগরী দুর্গাপুরে ২০১৮ সালে এই হোটেল ম্যানেজমেন্ট সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আরও একটি সংস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

পুরুলিয়া পর্যটন উন্নয়ন কাউন্সিল (PTDC) গঠন করা হয়েছে। পুরুলিয়া জেলার সামগ্রিক পর্যটন উন্নয়ন ও পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য এই PTDC গঠন করা হয়েছে।

কলকাতা শহরের মধ্যে পর্যটক আকর্ষণের জায়গাগুলিতে 'ট্যুরিস্ট পিকআপ অ্যান্ড ড্রপ'-এর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কালীঘাট মন্দির, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কেনিলওয়ার্থ হোটেল, পার্ক হোটেল, ভারতীয় জাদুঘর, নাখোদা মসজিদ ও কফি হাউসের মতো পর্যটনস্থলগুলিতে এই ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

এইবারই প্রথম দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ি জেলার গাজলডোবায় ২০২২-এর ২৫ থেকে ২৭ মার্চ ৩ দিন ব্যাপী 'বেঙ্গল হিমালয়ান কার্নিভাল' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০২২-এর ১৫ থেকে ২০ মার্চ উত্তরবঙ্গ বার্ডিং ফেস্টিভাল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২১-২২ বর্ষে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি জেলার গোরুমারা এবং কালিম্পং জেলার লাভাতে এই ফেস্টিভাল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩.৪৮ তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন

রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গকে ডেটা সেন্টার শিল্পে প্রধান গন্তব্য হিসাবে গড়ে তুলতে ২০২১ সালে West Bengal Data Centre Policy-র অনুমোদন দিয়েছে। এই ডেটা সেন্টারকে কার্যকরী করে গড়ে তুলতে অনলাইন এক-জানালা পোর্টাল চালু করে উদ্যোগপতিদের নতুন নতুন ডেটা সেন্টার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎসাহমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (Webel) ২০২২ সালে কিছু বড়ো প্রকল্প কার্যকরী করেছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— Webel-এর টাওয়ার-১ প্রোজেক্ট চালু করা, রাজারহাটের নিউটাউনে Webel IT পার্ক (ফেজ-১) প্রকল্প চালু করা, Webel-এর টাওয়ার-২ প্রোজেক্টের চালু করা, কল্যাণীতে Webel-এর IT পার্ক ফেজ-২ প্রকল্প চালু করা।

WBSWAN উপভোক্তাদের বহুমুখী পরিষেবার ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট পরিষেবা চালু রেখেছে। ডায়মন্ড হারবার পৌর এলাকায় সফলভাবে সরকারি ওয়াই-ফাই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। চলতি ২০২২ সালে ৫০টি সরকারি অফিসে, বিভিন্ন দপ্তরে WBSWAN-এর মাধ্যমে অতিরিক্তভাবে ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করেছে।

২০২২-এর অক্টোবর মাস পর্যন্ত সময়ে ২৮১টি নতুন ভার্চুয়াল মেশিন চালু হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন দপ্তর, ডাইরেক্টরেট এবং অন্যান্য সরকারি অফিসের ৪৬টি নতুন অ্যাপ্লিকেশন চালু রয়েছে। বর্তমানে ৩৫টি দপ্তর, ডাইরেক্টরেট ও সরকারি অফিসের অ্যাপ্লিকেশন ও ডেটাবেস WBSDC-র মণিভান্ডারে হোস্টেড হয়েছে। ২০২২ সালে WBSDC নতুন ভার্সানের ই-অফিস অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অতিরিক্ত IT পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে।

২০২২ সালে সাইবার সুরক্ষায় জোর দেওয়া হয়েছে। Cyber Security Centre of Excellance (CS-CoE) বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের সাইবার হাইজিন, সাইবার সিকিউরিটি, ফার্স্ট রেসপন্ডার ট্রেনিং (FRT) ও ডিটেইল রেসপন্ডার ট্রেনিং (DRT) সংক্রান্ত সাইবার ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট বিষয়ের উপর এবং বিবিধ IT কাজকর্মে প্রশিক্ষণ দেবার কাজ চলছে।

সাইবার সুরক্ষা সচেতনতা প্রচারের জন্য CSCoE বাংলা, ইংরাজি ও হিন্দি ভাষায় কমিকস্ বই 'সাইবার সম্মোহন'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছে।

২০২২ সালে সোসাইটি ফর ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনোলজি রিসার্চ (SNLTR) বেশ কিছু প্রকল্পের কাজ করেছে। এই বিভাগ রাজ্য সরকারের 'কর্মভূমি' নামক পোর্টালের মাধ্যমে IT/ITeS-গুলিতে কর্মপ্রার্থী ও নিয়োগকারীদের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করছে। এখনও পর্যন্ত ৫০,০০০ জন আবেদনকারী এই পোর্টালে নথিভুক্ত হয়েছেন।

সেল্ফ স্ক্যান-সেফেস্ট অ্যাপ গড়ে তোলা হয়েছে। যার ফলে সব ধরনের নথিপত্রের ক্ষেত্রে স্ক্যান করা, সংরক্ষণ করা, হস্তান্তর করা, পরিবর্তন করা, এডিট করা এবং ডিজিটাইজড

করার সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। গুগল প্লে স্টোর এবং অন্যান্য মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত ১,৫০,০০০ বার এই অ্যাপটি ডাউনলোড করা হয়েছে।

অনলাইন কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে যানবাহনের সাবলীল ও মসৃণ চলাচলের জন্য 'সুবিধা' (https://suvidha.wb.gov.in) নামক ব্যবস্থা ২০২২-এর জুলাই মাসে গড়ে তোলা হয়েছে। যার ফলে বিভিন্ন ICP-গুলিতে যানবাহন চলাচল সাবলীল হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৯৫,০০০ যানবাহন এই সিস্টেমে এসেছে।

সাইবার সুরক্ষার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল সাইবার সিকিউরিটি ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম (WB-CSIRT)-এর অধীনে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সাইবার যোদ্ধা টিম' নামক একটি ডিজিটাল টাস্ক ফোর্স তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্য সাইবার ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান CCMP নিজ ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে।

'Unique Document Identification Number' (UDIN) হল একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে ব্যবহারকারী অথবা আবেদনকারীদের প্রত্যয়িত বিভিন্ন নথিপত্র ২২ সংখ্যাবিশিষ্ট নম্বর দিয়ে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগের অধীন SNLTR একটি সোসাইটি যারা এই UDIN (https://udin.wb.gov.in) প্ল্যাটফর্মকে উন্নত করে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এখানে ব্যবহারকারীদের নথিপত্র ব্লক চেন প্রযুক্তির মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। ৩০.১২.২০২২ তারিখে UDIN ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে।

৩.৪৯ উপভোক্তা বিষয়ক

চলতি আর্থিক বছরে অর্থাৎ ২০২২-এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে এই বিভাগ তাদের ৩০টি আঞ্চলিক অফিসে ১৭,৭৯৯ বার ক্রেতা সচেতনতা প্রসার কর্মসূচি পালন করেছে এবং শিবির, সেমিনার, পথনাটক, কথাবলা পুতুল শো, ম্যাজিক শো ইত্যাদির মাধ্যমে উপভোক্তা সচেতনতা কর্মসূচি পালন করেছে।

এই বিভাগ উপভোক্তাদের প্রাক্-মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিষয়ে মধ্যস্থতা করে এবং উপভোক্তাদের গ্রিভান্স রিড্রেসাল ও ই-পরিমাপ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরিচালনা এবং ই-গভর্নেন্স-এর জন্য দুটি ক্ষেত্রেই মর্যাদাপূর্ণ SKOCH-এর স্বর্ণবিভাগের পুরস্কার লাভ করেছে।

এই বিভাগ ৩০টি আঞ্চলিক অফিসে মেলা, প্রদর্শনী, সামাজিক সমাবেশ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে WBRTPS-এর প্রসারের মাধ্যমে ক্রেতা সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস চালিয়েছে।

'বাংলা উন্নয়নের পথে' এই বিশেষ থিমের প্রচারকল্পে চলমান লেড ট্যাবলো এবং 'উপভোক্তা সমাচার'-এর মাধ্যমে ক্রেতা সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস চালানো হয়েছে।

সারা রাজ্যে ক্রেতা অধিকারকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে ৮৪০টি উপভোক্তা ক্লাব তৈরি করা হয়েছে। স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রেতা অধিকার সম্পর্কে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রতিটি ক্লাবকে ১০,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

চলতি আর্থিক বছরে ২০২২-এর ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে বিভাগের গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেলে এবং ৩০টি আঞ্চলিক অফিসে ৫,৬২৮টি অভিযোগ জমা পড়েছিল, তার মধ্যে ৫,২৭৭টি ক্ষেত্রে অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে।

Ease of Doing Business-এর মাধ্যমে ফেজ-১ ও ফেজ-২-এ সম্পূর্ণভাবে অনলাইনে 'ই-পরিমাপ' ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় ওজন তথা পরিমাপের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান অথবা পুনর্নবীকরণের কাজ হচ্ছে। লাইসেন্স নবীকরণের ক্ষেত্রে ২০১১ সালের WBLM ধারা সংশোধন করা হয়েছে এবং সর্বক্ষেত্রে লাইসেন্স-এর স্বয়ংক্রিয় পুনর্নবীকরণের কাজ করা হচ্ছে। ই-পরিমাপ পোর্টালের নতুন ব্যবস্থা আনয়নের মাধ্যমে অটো রিনিউয়াল এবং EoDB নর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত ফি জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বর্তমানে আমাদের রাজ্যে ৫টি কনজুমার্স ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশনের বেঞ্চ কাজ করে চলেছে। এরমধ্যে ৩টি বেঞ্চ কলকাতায় এবং শিলিগুড়ি ও আসানসোলে একটি করে সার্কিট বেঞ্চ রয়েছে।

CONFONET স্কিমের অধীনে রাজ্যে সবকটি আঞ্চলিক ও জেলা কমিশনের অফিসে এবং ৫টি বেঞ্চে কনজুমার্স ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশনের কাজ পূর্ণগতিতে চলছে।

WBSCDRC দ্বারা সব জেলা কমিশন প্রতি বছরেই নিয়মিতভাবে 'লোক আদালত' ব্যবস্থার আয়োজন করেছে। ২০২২ সালে ৩১৭টি ক্ষেত্রে অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে এবং মোট ৯.০৪ কোটি টাকা উপভোক্তারা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।

সূচনাকাল থেকে এখনও পর্যন্ত SCDRC এবং DCDRC-তে মোট ২,০০,৬১৭টি অভিযোগ জমা পড়েছিল, যারমধ্যে ১,৭৮,৫৯১ সংখ্যক অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে। উপভোক্তাদের অভিযোগ জানানোর কাজ আরও সহজতর করতে 'ই-দাখিল' ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। দিন-কে-দিন বিভিন্ন উপভোক্তা কমিশনে অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে 'ই-দাখিল' ব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

ক্রেতা সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে RTPS কমিশন বাংলা ভাষায় 'পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা আইনের খুঁটিনাটি' নামক বই প্রকাশ করে পঞ্চায়েত স্তরে সরবরাহ করেছে। এই কমিশন ২৭টি অভিযোগের নিষ্পত্তি করেছে এবং ১০টি ক্ষেত্রে পরিদর্শনের ব্যবস্থা নিয়েছে।

রাজারহাট, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ এবং বাঁকুড়ায় ইন্টিগ্রেটেড অফিস ভবন তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।

৪

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়

স্যার,

এখন আমি আগামী অর্থবর্ষের জন্য বেশ কিছু প্রস্তাব পেশ করছি।

(১) মাননীয় সদস্যগণ জেনে খুশি হবেন যে রাজ্যের মানুষের জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতার নিরিখে আমরা প্রতিশ্রুতি মতো রাজ্যের ১.৮৮ কোটি মহিলাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আওতায় এনে সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করছি। ৬০ বছর পরেও যাতে তাদের ভাতা বন্ধ না হয় সেই লক্ষ্যে আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের প্রাপকরা ৬০ বছর বয়স অতিক্রম করলে সোজাসুজি বার্ধক্য ভাতার আওতায় চলে আসবেন এবং প্রতি মাসে ১ হাজার টাকা পেনশন বাবদ পাবেন।

(২) মৎস্যজীবীদের সহায়তার জন্য আমি 'মৎস্যজীবী বন্ধু' (মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ) নামে একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করছি। এই প্রকল্পের আওতায় মৎস্যজীবীদের অকালমৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ তাদের পরিবারের সদস্যদের এককালীন সাহায্য করা হবে। এক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কোনো মৎস্যজীবীর স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে তাদের অসহায় পরিবারের হাতে এককালীন সাহায্য হিসাবে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

এই খাতে ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলো।

(৩) আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের যুব সমাজের জন্য একটি নতুন স্কিম 'ভবিষ্যত ক্রেডিট কার্ড' শুরু হতে চলেছে। এই স্কিমে ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ২লক্ষ যুবক-যুবতী তাদের স্বনিযুক্তিমূলক কর্মে ক্ষুদ্র উদ্যোগ সংস্থা স্থাপনের জন্য আর্থিক

সহায়তা বাবদ সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক ঋণ ব্যাংক মারফত পেতে পারবে। এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ প্রকল্প ব্যয়ের ১০% অর্থ Margin Money হিসাবে সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা ভর্তুকি বাবদ প্রদান করবে এবং ১৫% পর্যন্ত গ্যারান্টি দেবে।

এই খাতে আমি ৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করছি।

(৪) মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা জানেন যে গ্রামীণ সড়কের উন্নয়নের ব্যাপারে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিই। এইসব রাস্তা আরও মজবুত করার লক্ষ্যে এবং বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে যথাযথভাবে সংযুক্ত করতে আমরা 'রাস্তাশ্রী' নামে একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করেছি। এই প্রকল্পের আওতায় ১১,৫০০ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তার কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে। এরমধ্যে একদিকে যেমন নতুন নতুন রাস্তা নির্মিত হবে, একইসঙ্গে পুরোনো রাস্তারও যথাযথ সংস্কারের ব্যবস্থা করা হবে।

এই খাতে আমি ৩,০০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(৫) রাজ্যের চা-বাগান গুলির কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি মতো আইন মোতাবেক জমির স্বত্বাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এই বিষয়ে একটি নীতি গ্রহণ করা হবে যার ফলে যে-সকল চা-বাগান কর্মী স্থায়ী বাসস্থানের পাট্টার অধিকারী, তারা সেই বাস্তু জমির (homestead) পাট্টা পেতে পারে।

(৬) আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে 'বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প' (BEUP) কর্মসূচিতে এলাকা উন্নয়নের খাতে বিধায়ক প্রতি বরাদ্দ বাৎসরিক ৬০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭০ লক্ষ টাকা করা হবে। এই বৃদ্ধি কার্যকরী হবে আগামী অর্থবর্ষ থেকে।

এই খাতে আমি ৩০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়

স্যার,

কর ছাড় সংক্রান্ত বিষয়ে আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উপস্থাপন করছি।

(১) বিগত বছরগুলির মতো রাজ্য সরকার চা-শিল্পকে উৎসাহ দিয়ে যাবে বলে স্থির করেছে। সেই লক্ষ্যে চা-শিল্পকে ছাড় দিতে এবং এই শিল্পে যুক্ত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের সুরাহা করতে West Bengal Employment and Production Act, 1976 এবং West Bengal Primary Education Act, 1973 অনুযায়ী Rural Employment Cess ও Education Cess বাবদ কর ছাড় ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য দেওয়া হবে। একইসঙ্গে আগামী ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য চা-বাগানের ওপর Agricultural Income Tax-এর ছাড়ের কথাও আমি ঘোষণা করছি।

(২) মাননীয় সদস্যগণ অবহিত আছেন যে আমাদের সরকার কৃষক ভাইদের সুরাহা দিতে কৃষি জমির খাজনা ও কৃষিযোগ্য জমির মিউটেশন ফি ইতিমধ্যেই ছাড় দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আরও কিছু ছাড় দিতে আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, কৃষি কাজে ব্যবহৃত জলের উপর প্রদেয় কর যা — West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate of Damodar Valley Corporation Water) Act, 1958 এবং The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate) Act, 1974, অনুযায়ী ধার্য করা হয়, তার পুরো অংশই ছাড় দেওয়া হল।

(৩) মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা জানেন যে বাড়ি-ঘর ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক সুরাহা দিতে আমাদের সরকার Stamp Duty'র উপর ২% ছাড় এবং জমি বা সম্পত্তির

বাজারমূল্যের (circle rate) উপর ১০% ছাড় দিয়েছে যা চলতি আর্থিক বছরে অর্থাৎ ২০২৩-এর মার্চ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। আমি ঘোষণা করছি যে বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের স্বার্থে এই সুবিধা অর্থাৎ Stamp Duty'র ২% ও জমি/বাড়ির Circle rate-এর ১০% ছাড়ের সুবিধা আরও ছয় মাস (৬) অর্থাৎ ২০২৩-এর ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকবে।

(৪) মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা শুনে খুশি হবেন যে বিক্রয়কর দাতাদের যারা West Bengal Sales Tax Act, 1994; West Bengal Value Added Tax Act, 2003; Central Sales Tax Act, 1956 প্রভৃতি আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলায় জড়িয়ে আছেন, তাদের জন্য আমি ঘোষণা করছি যে এই কর সংক্রান্ত মীমাংসার জন্য অত্যন্ত সহজ ও উদারনৈতিক কর নির্ধারণ প্রকল্প শুরু হতে চলেছে। আপনারা জানেন যে ইতিপূর্বে ২০২০ সালেও আমরা এই ধরনের একটি বিরোধ-নিষ্পত্তির (SoD) ব্যবস্থা করেছিলাম যার ফলে ২৮,৬৯৭টি বিরোধের নিষ্পত্তি হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে যে এখনও ২৫,০০০-এর অধিক এই ধরনের বিরোধ, বিভিন্ন ট্রাইবুনাল ও কোর্টে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় সমস্ত অমীমাংসিত কর যেমন— এরিয়ার ট্যাক্স, ইন্টারেস্ট, পেনাল্টি বা লেট ফি যা ২০২৩-এর ১০ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাকি থেকে গেছে, তা ৩১শে মে ২০২৩-এর মধ্যে বা তার আগে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলে সহজেই নিষ্পত্তি করা হবে।

স্ট্যাম্প ডিউটি এবং সংশ্লিষ্ট করদাতাদের বিরোধ নিষ্পত্তি (SoD) সংক্রান্ত প্রস্তাবের ফলে একদিকে অনেক করদাতা যেমন উপকৃত হবেন একইভাবে রাজ্য সরকারেরও অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হবে।

৫

উপসংহার

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

স্যার,

মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন যে— রাজ্যবাসীকে নাগরিকসুলভ সুবিধা প্রদান করার কাজে আমাদের রাজ্য অগ্রণী। আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমরা, ই-গভর্নেন্স মডেল ও যথাযথ IT নির্ভর পদ্ধতির ব্যবহার করেছি। এই সাফল্যের ফলস্বরূপ এই ক্ষেত্রে রাজ্য বিভিন্ন জাতীয় ও বিশ্বমানের একাধিক পুরস্কার ও খেতাবে ভূষিত হয়েছে।

সময়োচিত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, কার্যকরী প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং আমাদের রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য শিল্প ও বাণিজ্য স্থাপন এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তম রাজ্য হিসাবে আমাদের রাজ্য আজ বিবেচিত হচ্ছে। যথাসময়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন সেক্টরে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আমরা এই অগ্রগতির ধারাকে আগামী দিনেও এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হব।

স্যার, আমি মাননীয় সদস্যগণের সামনে আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের জন্য ৩,৩৯,১৬২ কোটি টাকা (নিট) বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

স্যার, আপনারা জানেন আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত প্রকল্পই গ্রহণ করেন সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের কথা বিবেচনা করে। তাই আজ আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে, যেখানে ফুটে উঠেছে সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা ও অঙ্গীকার—

‘‘মানুষ তো আমার গণদেবতা
আমার হৃদয়ের সবুজ বন।
তাই যত্নে রাখি সাজিয়ে রাখি
তারাই তো আমার মানিক রতন।’’

আর্থিক বিবরণী, ২০২৩-২০২৪

পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, ২০২৩-২০২৪

(কোটি টাকার হিসাবে)

		প্রকৃত, ২০২১-২০২২	বাজেট, ২০২২-২০২৩	সংশোধিত, ২০২২-২০২৩	বাজেট, ২০২৩-২০২৪
	আদায়				
১।	প্রারম্ভিক তহবিল	(-)২০.৩২	(-)৭.০০	৭.০৪	(-)২.০০
২।	রাজস্ব আদায়	১৭৮১৫৯.৩৫	১৯৮০৪৭.০১	১৯৪৬১২.৩৪	২১২৬৩৭.০৩
৩।	সরকারি ঋণ আদায়	৭৭৫৮০.৮৪	১১৪৯৫৮.৫২	১১৪৪২৮.৫০	১২০০৪০.১২
৪।	সরকার অধীনস্থ সংস্থা ও সরকারি কর্মচারীদের ঋণ শোধ বাবদ	৫৮.০৫	১৮৫.৪১	১২৯.৪৬	১৪৫.৬৩
৫।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে আদায়	৯৬৬৫৩৯.৯৫	৮২১৯৩৮.৫৮	৯৯৯০৬৯.০৩	১০৪২১৯৩.৯৯
	মোট	**১২২২৩১৭.৮৭**	**১১৩৫১২২.৫২**	**১৩০৮২৪৬.৩৭**	**১৩৭৫০১৪.৭৭**
	ব্যয়				
৬।	রাজস্বখাতে ব্যয়	২১০১৫৯.৬৪	২২৬৩২৬.৬৮	২৩৪২৭৫.৬০	২৪৩৫৬১.১২
৭।	মূলধনখাতে ব্যয়	১৭৪৮৪.০৯	৩৩১৪৪.৩৭	২১৪৬৮.৩৭	৩৪০২৬.২৩
৮।	সরকারি ঋণ পরিশোধ	৩১৫৩৯.৮৮	৬০৪০০.৫২	৫৯৮৫৭.৮২	৬০৫৪০.৮০
৯।	সরকার অধীনস্থ সংস্থা ও সরকারি কর্মচারীদের ঋণ প্রদান বাবদ	১১০২.০৯	১১৫৮.৩৭	৭১৯.১০	১০৩৪.২৩
১০।	আপন্ন তহবিলে স্থানান্তর	০.০০	০.০০	১৮০.০০	০.০০
১১।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে ব্যয়	৯৬২০২৫.১৩	৮১৪০৯৪.৫৮	৯৯১৭৪৯.৪৮	১০৩৫৮৫৯.৩৯
১২।	সমাপ্তি তহবিল	৭.০৪	(-)২.০০	(-)৪.০০	(-)৭.০০
	মোট	**১২২২৩১৭.৮৭**	**১১৩৫১২২.৫২**	**১৩০৮২৪৬.৩৭**	**১৩৭৫০১৪.৭৭**

(কোটি টাকার হিসাবে)

	প্রকৃত, ২০২১-২০২২	বাজেট, ২০২২-২০২৩	সংশোধিত, ২০২২-২০২৩	বাজেট, ২০২৩-২০২৪
নীট ফল				
উদ্বৃত্ত (+)				
ঘাটতি (–)				
(ক) রাজস্বখাতে	(-)৩২০০০.২৯	(-)২৮২৭৯.৬৭	(-)৩৯৬৬৩.২৬	(-)৩০৯২৪.০৯
(খ) রাজস্বখাতের বাইরে	৩২০২৭.৬৫	২৮২৮৪.৬৭	৩৯৬৫২.২২	৩০৯১৯.০৯
(গ) প্রারম্ভিক তহবিল বাদে নীট	২৭.৩৬	৫.০০	(-)১১.০৪	(-)৫.০০
(ঘ) প্রারম্ভিক তহবিল সহ নীট	৭.০৪	(-)২.০০	(-)৪.০০	(-)৭.০০
(ঙ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/ অতিরিক্ত বরাদ্দ				
(১) রাজস্বখাতে	...	...	...	(-)১৩৩৭.৫০
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	...	...	...	...
(চ) রাজস্ব কর খাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ	...	...	...	১৩৩৭.৫০
(ছ) রাজস্বখাতে নীট ঘাটতি	(-)৩২০০০.২৯	(-)২৮২৭৯.৬৭	(-)৩৯৬৬৩.২৬	(-)৩০৯২৪.০৯
(জ) নীট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	৭.০৪	(-)২.০০	(-)৪.০০	(-)৭.০০